মাসুদ রানা

নরপিশাচ

তিনখণ্ড একত্রে

কাজী আনোয়ার হোসেন

ওরা তাকে ধরে অক্টিলিয়ান পদ্ধতিতেই খুন করেছে। ঠিক যেভাবে ঢাকা ও [illegible] শত [illegible] পরাজিত উপজাতির শিশুসন্তানদের খুন করত। মেজর মাসুদের দুই গোড়ালি শক্ত করে ধরে পাঁচিলে বাড়ি মেরে খুলি ফাটিয়েছে, পাঁচিলের সাদা গায়ে মগজ লেগে রয়েছে এখনও।

মেজর [illegible] উপর ঝুঁকে রয়েছে রানা। খুলি চুরমার হলেও [illegible] সঙ্গে চেহারার মিলটা পরিষ্কার ধরা যায়। রানার চোখ বেয়ে পানি গড়াচ্ছে, ধীরে ধীরে সিধে হলো ও।

[illegible] মেয়ে দুটো রয়েছে বড়। [illegible] বয়স দশ [illegible] আট। [illegible] পায়ের দিকটায় নগ্ন পড়ে আছে [illegible], [illegible] ধর্ষণ করা হয়েছে।

[illegible] রানা। নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ নেই, তবু [illegible] কথাগুলো উচ্চারণ করে সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা [illegible] যে না [illegible] তোমরা দায়ী হও, তোমাদের [illegible] আছে আমার হাতে। কসম খোদার!'

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা প্রকাশনী ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

amimsumon@yahoo.com
http://www.murchona.com

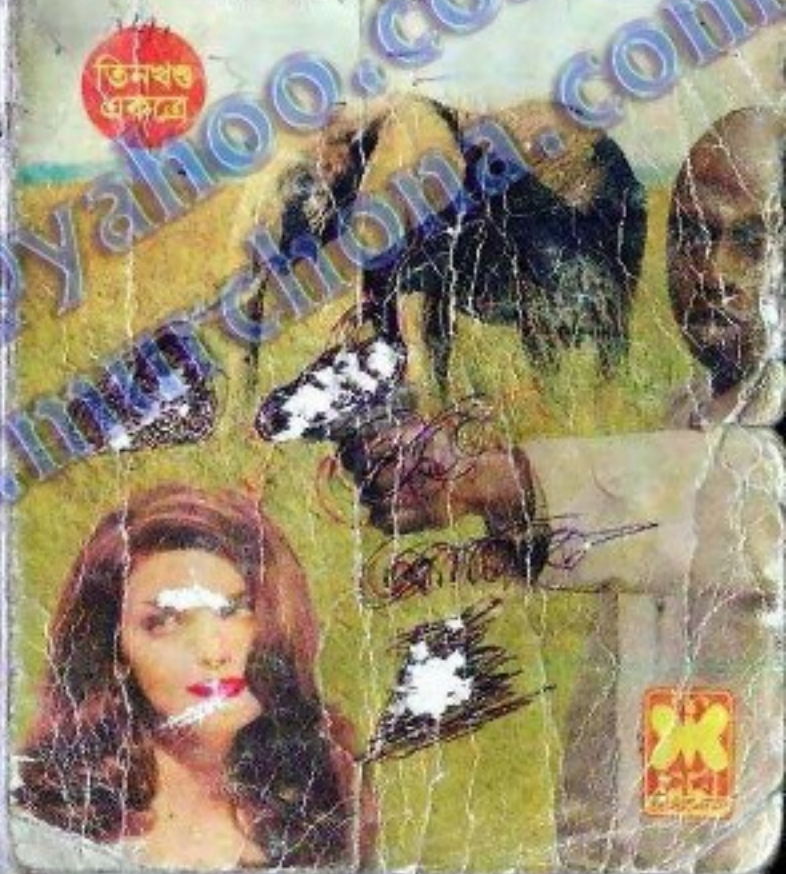

নরপিশাচ-২

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৪

এক

অন্ধকার রাস্তা ধরে ধীরগতিতে এগিয়ে এল ল্যাণ্ডক্রুজার। এদিকে স্ট্রীট ল্যাম্প না থাকায় কাজটা সহজ হয়ে গেল, মনে মনে ভাবল রানা। খোলা একটা শিল্প প্লটে ঢুকে পড়ল টয়োটা ট্রাক, চাখার সিং-এর সেন্ট্রাল ডিপোকে ঘিরে থাকা বেড়া থেকে তিনশো গজ দূরে। শেষ এক মাইল হেডলাইট না জ্বেলে হাঁটা গতিতে এসেছে ও। এবার এঞ্জিন বন্ধ করে নেমে পড়ল অন্ধকারে। কান পেতে প্রায় দশ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর হাতঘড়ির আলোকিত ডায়ালে চোখ বুলাল। একটা বেজে দশ।

নেভী-ব্লু স্ল্যাকস আর কালো লেদার জ্যাকেট পরে আছে রানা। পকেট থেকে বের করে মাথা ঢাকল কালো উলের নরম ক্যাপে। কোমরে স্ট্র্যাপ দিয়ে জড়িয়ে নিল ছোট একটা নাইলন ব্যাগ, টুল-বক্স থেকে বাছাই করা কয়েকটা ইকুইপমেন্ট আছে ভেতরে।

ছুটোছুটির কাজ নিয়ে আফিকার দুর্গম এলাকায় আসা, তাই গভীর কাদা আর নরম বালির ওপর সেতু হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে দুটো অ্যালুমিনিয়ামের মই নিয়ে এসেছে রানা, ল্যাণ্ডক্রুজারের ছাদে বোল্ট দিয়ে আটকে। একেকটার ওজন সাত পাউণ্ডের বেশি নয়। ঝোপঝাড় টপকে ডিপোর দিকে রওনা হবার সময় মই দুটো ওর বগলের নিচে থাকল।

বেড়াটা যখন পঞ্চাশ ফুট দূরে, মই দুটো নামিয়ে রেখে হামাগুড়ি দিয়ে একটা পরিত্যক্ত গাড়ির জং ধরা খোলের পিছনে চলে এল। ওয়্যারহাউসে কোন আলো জ্বলছে না, কোন ফ্লাডলাইটও আলোকিত করে রাখেনি বেড়াটাকে। ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগল রানার।

পানির মত সহজ হয়ে যাচ্ছে না? প্রশ্নটা মনে রেখে সামনে বাড়ল ও। আলো দেখা যাচ্ছে শুধু সামনের গেটে, গার্ড-হাউসের ভেতর। বাইরে সামান্য আভা বেরিয়েছে, তবে বেড়াটাকে পরীক্ষা করার জন্যে যথেষ্ট। না, বেড়াটা ইলেকট্রিফায়েড নয়। পায়ে বাধার মত কোন তার পেল না, তারমানে অ্যালার্ম সিস্টেমও অনুপস্থিত।

পিছনদিকে, কর্নার পোস্টে চলে এল রানা। যদি কোন ইনফ্রা-রেড অ্যালার্ম সিস্টেম থাকে, এখানেই কোথাও ওপর দিকে থাকবে চোখটা। পোস্টের ওপর সাদা কি যেন একটা চকচক করছে, ভাল করে তাকাতে বোঝা গেল আসলে ছাল ছাড়ানো বেবুনের খুলি ওটা। থমথমে হলো রানার চেহারা, মই দুটো আনার জন্যে ফেরার সময় খানিকটা অস্বস্তিবোধ করল।

বেড়ার কোণে ফিরে এসে বসল রানা, টহলরত গার্ডের দেখা পাওয়ার অপেক্ষায় আছে। আধ ঘণ্টা পর নিশ্চিত হলো, বেড়াটা কেউ পাহারা দিচ্ছে না।

বেড়ার তার কেটে ভেতরে ঢোকাটাই সহজ, তবে যদি সম্ভব হয় রানা কোন চিহ্ন রেখে যেতে চায় না। দুটো মইই পুরোপুরি লম্বা করল ও, লুকানো অ্যালার্ম অকস্মাৎ বেজে ওঠার ভয়ে শক্ত করল শরীর, তারপর একটা মই কংক্রিট কর্নার পোস্টে ঠেকাল। অ্যালার্ম বাজল না দেখে দম ছাড়ল রানা।

দ্বিতীয় মইটা বয়ে নিয়ে এল বেড়ার মাথায়। প্রথম মইয়ের শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে আছে, চূড়ার কাঁটাতার এড়াবার জন্যে পিছন দিকে হেলান দিয়ে। দ্বিতীয় মইটা দ্রুতগতিতে চূড়ার ওপর দিয়ে ভেতর দিকে ঝুলিয়ে দিতে চেষ্টা করল। উদ্দেশ্য ছিল সাবধানে উল্টো দিকে নামাবে ওটাকে, কিন্তু পিছলে বেরিয়ে গেল মুঠো থেকে।

ঘাসের ওপর পড়লেও, শব্দটা রানার কানে বোমা ফাটার মত লাগল। মইয়ের মাথায় টলমল করছে ও, প্রতিটি পেশী আড়ষ্ট, অপেক্ষা করছে চিৎকার বা গুলির।

কিছুই ঘটল না, এক মিনিট পর আবার দম ছাড়ল রানা। পোলো-নেক জার্সির ভেতর হাত গলিয়ে ফোম রাবারের একটা রোল বের করল, খোলা আকাশের নিচে শোবার সময় এটাকে বালিশ হিসেবে ব্যবহার করে। কাঁটাতারের ওপর প্যাড হিসেবে কাজে লাগবে এখন।

দস্তানা পরা হাত দিয়ে স্পাইকগুলোর মাঝখানে তার ধরল রানা, তারপর প্রায় ডিগবাজি খেয়ে বেড়ার চূড়াটা সাবলীল ভঙ্গিতে টপকে এল, নয় ফুট ওপর থেকে পড়ল উল্টোদিকের ঘাসের ওপর। নিচে পড়ে একটা গড়ান দিল ও, স্থির হলো ব্যাঙের আকৃতি নিয়ে। কান পেতে অপেক্ষা করছে, তাকিয়ে আছে অন্ধকারে।

কোথাও কিছু নড়ছে না। কোথাও কোন শব্দ নেই।

দ্রুত দ্বিতীয় মইটা বেড়ার ভেতর দিকে খাড়া করল রানা, হঠাৎ পালাতে হলে কাজে লাগবে। রঙ না করা অ্যালুমিনিয়াম অন্ধকারেও চকচক করছে, কাছাকাছি আসার আগেই দেখে ফেলবে টহলরত গার্ড। এ-ব্যাপারে করার কিছু নেই ওর। ওয়্যারহাউসের পাশের দেয়াল ঘেঁষে এগোল রানা। অন্ধকার বলে ধন্যবাদ দিল ভাগ্যকে। কোণটায় পৌঁছে এক মিনিট থামল, কান পাতল আবার। বহু দূরে কোথাও একটা কুকুর ডাকছে, আরেক দিক থেকে ভেসে আসছে রেলগাড়ির আওয়াজ। আর কিছু শোনা যাচ্ছে না।

কোণ থেকে উঁকি দিল রানা, কাউকে দেখতে না পেয়ে ওয়্যারহাউসের পিছনের লম্বা দেয়াল ঘেঁষে এগোল। এদিকটায় কোন ফাঁকফোকর নেই, আছে শুধু ছাদের কাছাকাছি প্রায় ত্রিশ ফুট উঁচুতে এক সারি স্কাইলাইট উইন্ডো।

সামনের দিকে আবছা অন্ধকারে ছোট একটা শেড দেখতে পেল রানা। ওয়্যারহাউসের পিছনের দেয়ালের সঙ্গে জোড়া লাগানো ওটা, তবে ছাদটা মেইন বিল্ডিঙের চেয়ে অনেক নিচু। কাছাকাছি চলে আসছে রানা, অস্পষ্ট এক দুর্গন্ধ ঢুকল নাকে। কোন ধরনের সার বা পশুর কাঁচা চামড়া থেকে আসতে পারে।

শেডটাকে ঘিরে ঘোরার সময় গন্ধটা বেড়ে গেল, তবে ব্যাপারটা নিয়ে তেমন মাথা ঘামাল না। শেডটা পরীক্ষা করছে ও। মেইন ওয়্যারহাউস আর শেড

যেখানে মিলিত হয়েছে, কোণটায় একটা ডাউনপাইপ দেখা যাচ্ছে। টান দিয়ে পরীক্ষা করল, তারপর পাইপ বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে শেডের ছাদে উঠে এল রানা। শুয়ে রয়েছে ও, চোখ তুলে তাকিয়ে আছে প্রধান দেয়ালের গায়ে স্কাইলাইটগুলোর দিকে, এখন মাত্র ওর দশ ফুট ওপরে। দুটো প্যানেল খোলা দেখা গেল।

ব্যাগ থেকে কুণ্ডলী পাকানো নাইলনের রশি বের করল, একটা প্রান্ত ভারি করার জন্যে গিট দিল কয়েকটা। ছাদের সরু চূড়ায় দাঁড়াল, নিজের পাশে বৃত্ত রচনা করে ঘোরাতে শুরু করল রশিটা, তারপর কব্জিতে ঝাঁকি দিয়ে ভারি প্রান্তটা ছুঁড়ে দিল ওপর দিকে। খোলা দুই প্যানেলের বাজুতে লাগল, এঁকেবেঁকে নেমে এল রানার কাঁধে। আবার চেষ্টা করেও কোন লাভ হলো না। পঞ্চমবারের চেষ্টায় স্কাইলাইট গলে ভেতরে ঢুকল রশির গিট, সঙ্গে সঙ্গে টান দিল রানা, ভাঁজ খেয়ে ফেরার পথে বাজুটাকে তিনবার পেঁচিয়ে আটকে গেল। এবার গায়ের জোরে টান দিল রানা, প্যাঁচ খুলল না। রশির ওপর চাপ রেখে উঠতে শুরু করল ও। রঙ না করা কর্কশ অ্যাসবেসটস দেয়ালে ক্যানভাস বুটের রাবার সোল ব্যবহার করল, চটপটে বানরের মত উঠে যাচ্ছে।

জানালার কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে, অনুভব করল রশির প্রান্ত প্যাঁচ খুলে নেমে আসছে। ঝপ করে এক ফুটের মত নেমে এল, আতঙ্কে অসুস্থ বোধ করল রানা। তারপর আবার স্থির হলো রশি। আবার ধীরে ধীরে উঠতে শুরু করল ও, সারা শরীরে কাঁপন ধরে গেছে। কাঁপুনিটা থামল খোলা স্কাইলাইটের ফ্রেমে দস্তানা পরা হাত লাগতে।

মাটি থেকে ত্রিশ ফুট ওপরে ঝুলছে, দেয়ালে লাথি মারছে ও, হড়কে যাচ্ছে পা দুটো, হাতে দস্তানা থাকা সত্ত্বেও ইস্পাতের ফ্রেম কেটে দিচ্ছে আঙুলগুলো। অনেক কষ্টে ডান হাতটাও ফ্রেমে তুলতে পারল, তারপর ধীরে ধীরে উঠে পড়ল স্কাইলাইটের ফ্রেমে।

দম ফিরে পাবার জন্যে কয়েক সেকেণ্ড স্থির হয়ে থাকল রানা, অন্ধকার বিল্ডিঙের ভেতর কোন শব্দ হয় কিনা শুনছে। তারপর ব্যাগ খুলে টর্চটা বের করল। হোটেল থেকে বেরুবার আগে টর্চের লেন্সে একটা লাল প্লাস্টিক শেড লাগিয়ে নিয়েছে ও। নিচের দিকে লাল আভার মত ম্লান আলো পড়ল, বিল্ডিঙের বাইরে থেকে কারও চোখে পড়বে না।

ওর নিচে ওয়্যারহাউসের মেঝেতে বিভিন্ন আকার-আকৃতির প্যাকিং কেস, পাহাড় ও পাঁচিল তৈরি করে রেখেছে। 'সেরেছে,' বিড়বিড় করল রানা। ধারণা করেনি ভেতরে এরকম বিপুল পরিমাণে জিনিস-পত্র আছে। সবগুলো পরীক্ষা করে দেখতে এক হপ্তা লেগে যাবে। তাছাড়া, ওয়্যারহাউসের এটা মাত্র একটা অংশ, এরকম আরও চারটে আছে।

দেয়ালের গায়ে আলো ফেলল রানা। সুরক্ষার জন্যে করোগেটেড অ্যাসবেসটস দিয়ে মোড়া হয়েছে দেয়াল। অ্যাসবেসটস আটকানো হয়েছে একটা ফ্রেমে, ফ্রেমটাকে দেয়ালে গেঁথে রেখেছে ওয়েল্ডিং করা অনেকগুলো লোহার বাতা। ত্রিশ ফুট নিচের মেঝেতে নামার জন্যে ফ্রেমটা মই হিসেবে কাজ দিল।

নিচে নেমে টর্চটা নেভাল রানা। কোন গার্ড যদি গুটি গুটি এগিয়ে আসে, তাকে দিকভ্রান্ত করার জন্যে দ্রুত জায়গা বদল করল অন্ধকারে। দুটো বাক্সের মাঝখানে গুঁড়ি মেরে বসে থাকল, অটুট নিস্তব্ধতার ভেতর কান খাড়া করে আছে। আবার নড়তে যাবে, হঠাৎ পাথর হয়ে গেল।

কি যেন একটা হলো। বোধহয় কোন শব্দই। ঠিক শোনেনি, যেন স্নায়ুর সাহায্যে অনুভব করল। শব্দটা থেমে গেছে, আলো যদি হয়ে থাকে।

দ্রুতগতি হৃৎপিণ্ডের একশোটা স্পন্দন পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা, কিন্তু শব্দটা আর হলো না। টর্চ জ্বালল ও, অস্বস্তির ভাবটা দূর করে দিল আলো।

দু'পাশে পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে আছে ইস্পাতের ফিতে দিয়ে বাঁধা কাঠের বিশাল সব বাক্স, মাঝখান দিয়ে নরম পায়ে এগোল রানা। প্যানটেকনিকনটা কোথায় পার্ক করা আছে জানে ও, ওয়্যারহাউসের শেষ মাথায়। তল্লাশীটা ওখান থেকেই শুরু হওয়া দরকার। শুকনো মাছের ঝাঁঝালো গন্ধ পেয়ে কুঁচকে উঠল নাক।

টর্চ নিভিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। আবার কি যেন একটা অনুভব করেছে ও। এতটা জোরালো নয় যে শব্দ বলে চেনা যায়, তবে ওর মনে খুঁতখুঁতে একটা ভাব এনে দিয়েছে—যেন অন্ধকারে কাছাকাছি কোথায় কিছু একটা আছে। দম আটকে রাখল ও, নড়াচড়ার খসখসে আওয়াজ পেল—সত্যি, নাকি কল্পনা নিশ্চিতভাবে বোঝা যাচ্ছে না। যেন নিঃশব্দে ফেলা পা ঘষা খেয়েছে মেঝেতে, কিংবা সাবধানে নিঃশ্বাস ফেলেছে কেউ।

অপেক্ষা করে আছে রানা। কই না। তাহলে হয়তো ওর উত্তেজিত স্নায়ুর কারসাজি। অন্ধকারের ভেতর দিয়ে আবার এগোল ও। বিল্ডিঙটার ভেতর কোন দেয়াল বা পার্টিশন নেই, ছাদটাকে আটকে রেখেছে শুধু লোহার পিলারগুলো, কয়েক সারি পিলার কয়েক ভাগে ভাগ করে রেখেছে গোটা ওয়্যারহাউসটাকে। আবার থেমে নাক টানল ও। এতক্ষণে পাচ্ছে। ঔটকি মাছের গন্ধ। আরও দ্রুত এগোল এবার, সেই সঙ্গে গন্ধটাও বাড়ল।

ওয়্যারহাউসের সর্বশেষ অংশে, পিছনের দেয়াল ঘেঁষে, চটের বস্তার উঁচু একটা স্তূপ, প্রায় ছুঁয়ে আছে ছাদ। গন্ধটা তীব্র। প্রতিটি বস্তায় ছাপা রয়েছে—শুকনো মাছ, মালাউয়ের প্রডাক্ট। সঙ্গে প্রতীকচিহ্ন—সদ্য ওঠা সূর্যের মাথায় দাঁড়িয়ে একটা মোরগ গলা লম্বা করে ডাক দিচ্ছে।

ব্যাগের ভেতরটা হাতড়ে একটা বারো ইঞ্চি স্ক্রুড্রাইভার বের করল রানা। উবু হয়ে বসে চটের বস্তার ভেতর ঢোকাল ওটা, তারপর এদিক ওদিক ঘোরাল, দেখতে চায় ঔটকি মাছের ভেতর শক্ত কোন কিছু লুকিয়ে রাখা হয়েছে কিনা। প্রতিটি বস্তায় পাঁচ কি ছয়বার স্ক্রুড্রাইভার ঢোকাল, সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে মাথার ওপর যতদূর হাত যায় একটা বস্তাও বাদ দিল না। তারপর নিচের বস্তার ওপর পা রেখে পিরামিড আকৃতির স্তূপের চূড়ার দিকে উঠল।

এক সময় থামল রানা। ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করছে। এ-ধরনের বোকামি ওর দ্বারা কিভাবে সম্ভব হলো! কেন ধরে নিল, বস্তার ভেতর লুকামো আছে আইভরি? ওর তো আসলে এভাবে চিন্তা করা উচিত ছিল—চঙমঙ গঙ সত্যি যদি

রিফ্রিজারেটর ট্রাক থেকে চাখার সিং-এর প্যানটেকনিকনে আইভরি সরিয়ে রাখে, তাহলে চিরুণ্ডু রোডে ওদের সঙ্গে ওর দেখা হবার আগে যে অল্প সময় পেয়েছে ওরা তারমধ্যে বস্তাগুলো নতুন করে ভরা সম্ভব নয়। বস্তাগুলোয় শুধু আইভরি ভরলেই হবে না, ওগুলো আবার সীলও করতে হবে। অত সময় ও সুযোগ তারা পায়নি। খুব বেশি হলে প্যানটেকনিকনের মেঝেতে আইভরি রেখে তার ওপর ওটাকে মালের বস্তা চাপা দিতে পারে তারা।

আরও ব্যাপার আছে। বোকামির কোন শেষ নেই, নিজেকে মনে মনে তিরস্কার করল রানা। বড় আকারের আইভরিগুলো চটের বস্তায় আঁটবে না। ছোটগুলো আঁটলেও বস্তার আকৃতি হবে বেঢপ। বেঢপ আকৃতির বস্তা পাগল ছাড়া আর কেউ পাচার করার চেষ্টা করবে না আফ্রিকা থেকে, গন্তব্য যেখানেই হোক।

'গাধা,' বিড়বিড় করল রানা। চারদিকে লালচে আভা ফেলল, পরমুহূর্তে কি যেন দেখে ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। আলোর শেষ সীমায় ছায়ার মধ্যে কিছু একটা, গাঢ় আর বিরাট, নড়ে উঠল। চকচকে এক জোড়া···কি হতে পারে ওগুলো? কোন পশুর চোখ? কিন্তু টর্চটা স্থির করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে উপলব্ধি করল, কোথাও কিছু নেই, স্রেফ কল্পনা করছিল।

বস্তার পিরামিড থেকে মেঝেতে নেমে এল ও, সারি সারি বাক্সের মাঝখান দিয়ে এগোল। পাশ কাটাবার সময় প্যাকিং লেবেল পরীক্ষা করছে—সাবানের গুঁড়ো, গুঁড়ো দুধ, কালার টেলিভিশন, রিফ্রিজারেটর। প্রতিটি কেসে 'চাখার সিং ট্রেডিং কোম্পানী'-র নাম লেখা রয়েছে। এগুলো সবই আমদানি করা কার্গো। রানা খুঁজছে রফতানি বা পাচারের জন্যে প্রস্তুত কার্গো।

ওর সামনে, প্রধান দরজার কাছাকাছি, লোডিং র‍্যাম্প-এর ওপর একটা ফর্ক-লিফট ট্রাকের আকৃতি দেখতে পেল। আরও সামনে এসে দেখল, ট্রাকের ফর্ক বাহুতে বড় আকারের একটা কেস রয়েছে। ওটার পিছনে একই ধরনের কেস-এর উঁচু স্তূপ দেখা গেল, র‍্যাম্পটাকে প্রায় আড়াল করে রেখেছে। র‍্যাম্পের নিচে দাঁড়িয়ে থাকা রেলওয়ে ট্রাকে তোলার অপেক্ষায় রয়েছে ওগুলো।

বোঝা গেল, এগুলো পাচার বা রফতানির জন্যে পাঠানো হবে। দ্রুত এগিয়ে এল রানা। কাছে এসে পরীক্ষা করল কেসগুলো। এগুলো আসলে টি-চেস্ট, নিরেট ফ্রেমের চারধারে প্লাইউড ব্যবহার করা হয়েছে, স্ক্রেক্সিবল স্টীল স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা।

একটা চেস্ট-এর গায়ে স্টেনসিল করা লেখাগুলো পড়ল রানা, সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেল হাতের রোম।

রেড ড্রাগন ইনভেস্টমেন্ট
১৬৬৬ চুংচিং রোড
তাইপে
তাইওয়ান

'স্যম অভ আ গান!' আপনমনে হাসছে রানা। চাইনিজ কানেকশন পাওয়া গেছে! ওর সন্দেহ তাহলে মিথ্যে নয়, চাখার সিং-এর সঙ্গে অ্যামব্যাসাডর চঙমঙ গঙের সম্পর্ক আছে! রেড ড্রাগন···ব্লাডি ড্রাগন!

ফর্ক-লিফট ট্রাকের কাছে উঠে এল রানা, মাস্টার সুইচ অন করে কন্ট্রোল অপারেট করল। যান্ত্রিক গুঞ্জন তুলল ইলেকট্রিক মোটর, নিঃশব্দে ওপরে উঠতে শুরু করল চেস্টটা। মাথার কাছাকাছি আসতে থামাল রানা ওটাকে। ঝুলন্ত কেসটার নিচে চলে এল। কেসটার ঢাকনি বা পাশে কোন চিহ্ন রেখে যাবে না ও, যা দেখে বোঝা যাবে এখানে এসেছিল কেউ।

ট্রাকের ফর্ক বাহু দুটোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে টি-চেস্টের তলায় স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে সজোরে খোঁচা দিল রানা। প্লাইউড ফুঁড়ে ভেতরে ঢুকল সেটা, ফুটোটা ধীরে ধীরে বড় করল ও, ভেতরে যাতে হাত ঢোকে। কেসের ভেতর হেভী ডিউটি হলুদ প্লাস্টিক শিট রয়েছে, হাত দিয়ে ছেঁড়া সম্ভব নয়। ব্যাগ থেকে ছুরি বের করতে হলো।

শুকনো চা পাতার গন্ধ পেল রানা। ফুটো দিয়ে কংক্রিটের মেঝেতে ঝর ঝর করে ঝরে পড়ল গুঁড়ো চা। স্ক্রুড্রাইভারের সবটুকু কেসের ভেতর ঢুকে গেছে, কিন্তু শক্ত বা কঠিন কিছুতে ঠেকছে না। মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে রানার। র‍্যাম্পে কয়েক টি-চেস্ট রয়েছে, যে-কোন একটায় আইভরি থাকতে পারে, কিংবা হয়তো তেই নেই।

র্তটা আরও বড় করল রানা, তারপর হাত সহ স্ক্রুড্রাইভার যতটা সম্ভব ঢুকিয়ে দিল।

ক্ত কিছুতে এত জোরে ধাক্কা লাগল যে ঝাঁকি খেল কব্জি। উল্লাসে প্রায় ৎ করে উঠল রানা। গর্তের কিনারা ছিঁড়ে ফেলল, যাতে দুটো হাতই ত পারে ভেতরে। হাত দিয়ে খুঁড়ে নামিয়ে আনল গুঁড়ো চা, পায়ের কাছে য় গেল।

বশেষে চায়ের ভেতর লুকিয়ে থাকা শক্ত জিনিসটার স্পর্শ পেল রানা। মসৃণ গোল জিনিসটা। চেস্টের নিচে ঘাড় বাঁকা করে গর্তের ভেতর তাকাল ও, র্চের আলোয় সাদা ক্রীমের মত কি যেন দেখতে পাচ্ছে। স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে বারকয়েক খোঁচা দিতে জিনিসটার ছাল উঠে গেল, আকারে ওর একটা আঙুলের মত, র্ত থেকে পড়ার সময় হাতের তালুতে আটকাল ছালটাকে।

র কোন সন্দেহ নেই। হাতের তালুতে রেখে টুকরোটা পরীক্ষা করল রানা। আইভ্রি পাওয়া গেছে।

ড়া প্লাস্টিক দ্রুত হাতে গর্তের ভেতর ঢুকিয়ে দিল রানা, চা পড়া বন্ধ হলো। মেঝেতে পড়া গুঁড়ো হাত দিয়ে তুলে ঢুকিয়ে দিল বাক্সের ভেতর। প্রচুর সময় গেল কাজটা শেষ করতে। গর্তটা পুরোপুরি জোড়া লাগানো সম্ভব হলো না, তবে আশা করা যায় সকালে কাজে এসে যথেষ্ট অসাবধান লোডাররা কোন অসঙ্গতি লক্ষ করবে না।

কন্ট্রোল অপারেট করে র‍্যাম্পে আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনল রানা টি-চেস্টটাকে। কোন চিহ্ন রেখে যাচ্ছে কিনা দেখার জন্যে টর্চের আলো ফেলল চারদিকে। এবার অস্পষ্টভাবে বা কল্পনার চোখে নয়, পরিষ্কার দেখতে পেল ওটাকে।

র‍্যাম্পের কোণে বিশাল একটা আকৃতি, চোখ নয় যেন দু'টুকরো জ্বলন্ত

কয়লা। আলোটা ওদিকে পড়তেই প্রাণীটা সামান্য একটু ধোঁয়ার মত অদৃশ্য হয়ে গেল, গাঢ় ছায়া আর লালচে আভার মধ্যে প্রায় অলৌকিক একটা রহস্য। ফর্ক-লিফটের পাশে গুঁড়ি মেরে অপেক্ষা করছে রানা, চারদিকে টর্চের আলো ফেলে অন্ধকার দূর করার চেষ্টা করছে।

তারপর অকস্মাৎ বিকট একটা গর্জন ওর নার্ভে যেন ধারাল ছুরি চালাল। অন্ধকার ওয়্যারহাউসের ভেতর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছে রোমহর্ষক আওয়াজটা। একটানা কর্কশ গর্জন, যেন কাঠের করাত দিয়ে ধাতব কিছু কাটা হচ্ছে, অসহ্য লাগায় দাঁতে দাঁত চাপল রানা। দেখার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণীটাকে চিনতে পেরেছে ও, কিন্তু চোখ দুটোকে এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না, যা শুনছে তা-ও সত্যি বলে মেনে নিতে পারছে না।

চিতাবাঘ! তলপেটের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। বিপদটা উপলব্ধি করতে পারছে ও।

সমস্ত সুবিধে পাচ্ছে হিংস্র প্রাণীটা। রাত তার স্বাভাবিক পরিবেশ। অন্ধকার তাকে সাহসী আর মারমুখী করে তোলে।

টর্চের লেন্স থেকে লাল ফিল্টার খুলে নিল রানা, উজ্জ্বল আলো লাফ দিল ওয়্যারহাউসের ভেতর। আলোর টানেলটা চারদিকে ঘোরাল ও, দেখতে পেল আবার জানোয়ারটাকে। ওর পিছনে সরে গেছে ওটা, ওকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে। এই চক্কর দেয়াটা সবচেয়ে খারাপ লক্ষণ। খুন করার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার ওটার মুহূর্ত।

আলো লাগতেই লাফ দিয়ে আবার অদৃশ্য হলো চণ্ডী। মাত্র এক ঝলক দেখা গেল ওটাকে, টি-চেস্টের পাঁচিলের পিছনে লুকিয়েছে। আক্রোশে গরগর করছে সারাক্ষণ, অন্ধকারে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে শব্দটা।

শিকার করার আগে রানাকে নিয়ে খেলছে চণ্ডী। চিউইউই পার্কে অনেক বছর আগে থেকেই ওর একটা কনসেশন আছে, একবার ওর এক রেঞ্জারকে ক্ষতবিক্ষত করেছিল এক চিতা। তাকে উদ্ধার করার জন্যে প্রথম যে দলটি যায় তাদের মধ্যে রানাও ছিল। চিতা তার কি অবস্থা করেছিল, চোখের সামনে পরিষ্কার ভেসে উঠল দৃশ্যটা।

আফ্রিকার অপর বিপজ্জনক বিড়াল, সিংহ, জানে না দু'পেয়ে প্রাণী মানুষকে আক্রমণ করার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি কোনটা। সিংহ ঝাঁপিয়ে পড়বে, ফেলে দেবে শিকারকে, নাগালের মধ্যে শরীরের যে অংশটা পাবে সেখানে দাঁত বসাবে থাবা মারবে—লোকটাকে উদ্ধার করার আগে তার হয়তো একটা হাত বা পা গুঁড়ো আলাদা করে ফেলবে।

কিন্তু চিতাবাঘ সম্পূর্ণ অন্য ধরনের প্রাণী। মানুষের শারীরিক বৈশিষ্ট অর্থাৎ হিউম্যান অ্যানাটমি বোঝে সে। চিতার হাতে প্রায়ই মারা পড়ে বেবুন। কায়দা করে বেবুনের মাথায় আক্রমণ করে চিতা, একই সঙ্গে নখ গেঁথে বের করে নেয় অরক্ষিত নাড়িভুঁড়ি। সাধারণত লাফ দিয়ে বেবুনের কাঁধে চড়ে বসে সে, কাঁধ দুটো ধরে সামনের দুই থাবায়, একই সঙ্গে পিছনের পা দিয়ে ঘন ঘন লাথি মারে—পোষা বিড়াল যেমন উলের গোল বল নিয়ে খেলে।

থাবার লম্বা নখগুলো, দ্রুত পাঁচ-সাতটা আঁচড়ে, একজন লোকের নাড়িভুঁড়ি টেনে বের করে আনতে পারে। একই সময়ে লোকটার মুখ বা গলায় দাঁত ঢুকিয়ে দেয়, এবং সামনের একটা থাবা মাথার পিছনে হুক-এর মত আটকে টান দিয়ে খুলি থেকে ছাড়িয়ে আনে চুল সহ চামড়া। প্রায়ই চামড়ার সঙ্গে খুলির মাঝখানটা উঠে আসে, হালকাভাবে সেদ্ধ করা ডিমের কেটে নেয়া চূড়ার মত—আবরণ না থাকায় মগজ দেখা যায়।

এখনও ফর্ক-লিফটের পাশে গুঁড়ি মেরে রয়েছে রানা, গলাটাকে বাঁচাবার জন্যে চেইন টেনে লেদার জ্যাকেটটা চিবুক পর্যন্ত বন্ধ করে দিল। নাভির চারধারে পেট ঢাকার জন্যে নাইলন ব্যাগটা নিতম্বের কাছ থেকে টেনে আনল সামনের দিকে। এরপর স্ক্রুড্রাইভার ডান হাতে নিয়ে টর্চ ধরা বাম হাত ঘুরিয়ে আলো ফেলল চক্কররত চিতার দিকে।

ওটার সম্পূর্ণ আকৃতি যতবার দেখছে রানা ততবার আঁৎকে উঠছে। টর্চের আলোয় কুচকুচে কালো দেখাল। আফ্রিকান উপজাতিদের গানে বলা আছে, চিতা প্রজাতির মধ্যে কালোগুলোই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর।

ওটাকে আলোর ভেতর ধরে রাখা অসম্ভব মনে হলো রানার। ছায়ার মতই ফাঁকিবাজ, এই আছে এই নেই। রানা বুঝতে পারছে ওয়্যারহাউসের যেখানটা দিয়ে ভেতরে ঢুকেছে সেখানে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। অনেক দূরে জায়গাটা, পিছন থেকে অরক্ষিত পিঠে ঝাঁপিয়ে পড়ার দীর্ঘ সুযোগ পেয়ে যাবে চিতা। অর্ধেক দূরত্ব পেরোবার আগেই ঝাঁপিয়ে পড়ার সাহস পেয়ে যাবে। এক সেকেণ্ডের জন্যে টর্চের আলো ঘোরাল রানা, পালাবার অন্য কোন পথ আছে কিনা খুঁজছে।

শুটকির বস্তা। কাছের দেয়াল ঘেঁষে পিরামিড। প্রায় জানালা পর্যন্ত উঁচু, ওয়্যারহাউসের মেঝে থেকে ত্রিশ ফুট।

স্কাইলাইট পর্যন্ত পৌঁছুতে পারলেই হয়, ভাবল ও। তারপর উল্টোদিকে নামতে হবে। চিন্তা নেই, ওর কাছে নাইলন রশি আছে। সময় বয়ে যাচ্ছে, যে-কোন মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়বে ওটা, নিজেকে তাগাদা দিল রানা।

নিরাপদ আশ্রয় ফর্ক লিফট ছেড়ে যেতে মন চাইছে না। মেশিনটা ওর পিঠটাকে রক্ষা করছে, অনুভূতিটা নিরেট স্বস্তির মত। খোলা জায়গায় সম্পূর্ণ অরক্ষিত হয়ে পড়বে ও, চিতার শক্তি আর ক্ষিপ্রতার সামনে অসহায় পুতুলে পরিণত হবে।

ফর্ক-লিফট ছাড়তেই আবার গর্জে উঠল চিতা, রোমহর্ষক আওয়াজটা আরও ভীতিকর ও ব্যগ্র শোনাল কানে।

'ভাগো!' খেঁকিয়ে উঠল রানা: আশা, মানুষের গলা পেয়ে একটু হলেও ভড়কাবে। একপাশে, আড়াআড়িভাবে সরে গেল চিতা, উঁচু এক সারি প্যাকিং-কেসের আড়ালে অদৃশ্য হলো। আর ঠিক তখনই মারাত্মক ভুলটা করে বসল রানা:

বোকার মত ভুল, ক্ষমার অযোগ্য। চিউইউই কনসেশনে অমন কয়েকশো ক্লায়েন্টকে উপদেশ দিয়েছে ও, হিংস্র পশুর কাছ থেকে দৌড়ে পালাবার চেষ্টা

করবেন না। আরও স্পষ্ট করে বলেছে, চিতা বা সিংহের দিকে পিছন ফিরবেন না। কারণ ওদের স্বাভাবিক প্রবণতা হলো ধাওয়া করা। আপনি দৌড়ালে সে আক্রমণ করবে–যেমন পোষা বিড়াল পলায়নরত ইঁদুর দেখলে চুপ করে বসে থাকতে পারে না। অথচ নিজের বেলা আজ কথাটা বেমালুম ভুলে বসল রানা।

ওর মনে হলো, ও সম্ভবত উটকির পিরামিডে পৌঁছে যেতে পারবে। ঘুরেই দৌড়াল, সেই সঙ্গে ওর পিছনের অন্ধকারে নিঃশব্দ বিদ্যুৎ খেলে গেল চিতার শরীরে। শব্দ শুনলে বা অন্য কোনভাবে টের পেলে কি হত বলা যায় না, কিন্তু রানা জানতেই পারেনি ওকে লক্ষ করে লাফ দিয়েছে চিতা। সমস্ত ভার আর বিদ্যুৎগতি আক্রমণের সবটুকু ধাক্কা সহ ওর পিঠে পড়ল চণ্ডী, দুই শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানে।

সামনের দিকে ছিটকে পড়ল রানা। অনুভব করল কামড় দিয়ে আটকে গেল নখর, মুহূর্তের জন্যে মনে হলো মাংসের ভেতর ঢুকে আঙটার মত বাঁকা হয়ে গেছে ওগুলো। কংক্রিটের মেঝেতে ফেলে না দিয়ে বস্তার স্তূপে ধাক্কা খাওয়াল ওকে চিতা। ফলে হাড়গোড় গুঁড়ো না হলেও, রানার ফুসফুস থেকে সমস্ত বাতাস বের হয়ে গিয়েছে। অনুভব করল যেন পাঁজরগুলো ভেতর দিকে বাঁকা হয়ে ভেঙে গেছে।

এখনও রানার উঁচু কাঁধে চেপে রয়েছে চিতা, তবে ওটার ভারে হোঁচট খেতে খেতে রানা উপলব্ধি করল নখরগুলো ওর লেদার জ্যাকেট আর ভেতরের সোয়েটার খামচে ধরেছে, মাংসের নাগাল পায়নি এখনও।

যেভাবেই হোক নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে রানা, নিজেকে ঠেক দিয়ে রেখেছে বস্তার ঢালু পাঁচিলে। অনুভব করল পেশী কুঁকড়ে তৈরি হলো চিতা, ওপরে তুলে আনছে পিছনের পা দুটো, গোটা শরীর স্প্রীঙের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে ফেলছে–ওর নিতম্ব থেকে উরুর পিছন পর্যন্ত আঁচড়ে সমস্ত মাংস তুলে নেবে। ঠিক এভাবেই আঁচড়ায় চিতা, ফলাফল কি হয় তাও দেখা আছে রানার। হাড় পর্যন্ত মাংস বলে কিছু থাকবে না উরু আর নিতম্বে। এক মুহূর্তে পঙ্গু অচল হয়ে পড়বে রানা, রক্তক্ষরণে মারা যেতে সময় লাগবে কয়েক মিনিট।

বস্তার গায়ে দু'হাতে ধাক্কা দিয়ে পিছন দিকে পড়ল রানা, পড়ার সময় শরীরটা গুটিয়ে একটা বল করে নিল, হাঁটু জোড়া চিবুকের নিচে চলে এসেছে। ব্যাগের নাইলন বেল্টে টান দিল চিতার থাবা, তারপর লাথি ঝাড়ল পিছন দিকে, কিন্তু রানার পা নাগালের মধ্যে পেল না–আগেই সরিয়ে নিয়েছে ও। চিতার পিছনের পায়ের বাঁকা নখর ছড়িয়ে আছে, মাংসের নাগাল না পেয়ে আঘাত করল বাতাসে।

মানুষ ও পশুর একত্রিত ভার সশব্দে আছাড় খেল কংক্রিটের মেঝেতে। রানার আকৃতি ছোটখাট নয়, আর চিতাটা ওর নিচে রয়েছে। পতনের ধাক্কায় চাপা গলায় খেঁকিয়ে ওঠার মত হিসহিস আওয়াজ বেরুল ওটার ফুসফুস থেকে, রানা অনুভব করল লেদার জ্যাকেট থেকে ছুটে গেল নখগুলো। সবেগে মোচড় খেল ও, একটা হাত বাড়াল কাঁধের ওপর দিয়ে, অপর হাতে এখনও ধরে আছে স্ক্রুড্রাইভার। হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে উঁচু হলো ও, একই সঙ্গে চিতার ঘাড়ের ভাঁজ

করা মোটা চামড়া খামচে ধরল। আতঙ্ক রানার শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছে অনেক গুণ, নিজের পিঠ থেকে ছাড়িয়ে আনল চিতাকে, পিঠ ঝাঁকিয়ে ছুঁড়ে দিল প্যাকিঙ-কেসের স্তূপে।

রাবারের একটা বলের মত ওর দিকে ফিরে এল চিতা। চিতার প্রথম আক্রমণেই রানার হাত থেকে ছুটে গেছে টর্চটা। কংক্রিটের মেঝে দিয়ে গড়িয়ে একটা প্যাকিং-কেসের গায়ে ধাক্কা খেয়ে থেমেছে ওটা। তির্যকভাবে বাঁকা হয়ে রয়েছে আলোর টানেল, প্লাইউড কেসে লেগে প্রতিফলিত হচ্ছে চারধারে। ম্লান ওই প্রতিফলনে চিতার পরবর্তী আক্রমণ চাক্ষুষ করার মত যথেষ্ট আলো রয়েছে।

চিতার চোয়াল সবটুকু খোলা, লম্বা করা সামনের পা দুটো রানার কাঁধ ধরতে চাইল। ওর ওপর আছড়ে পড়ল ওটা, বুকে বুক, পিছনের পা দুটো বাঁকা হয়ে নাড়িভুঁড়ি বের করার প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে, ওর মুখ আর গলায় দাঁত বসাবার জন্যে সাঁৎ করে সামনে বাড়াল মাথাটা। চিতার এটা সেই প্রিয় ও বিখ্যাত আক্রমণ। বাধা দিল রানা দু'হাতে ধরা স্ক্রুড্রাইভারের সাহায্যে, একপাশ থেকে সবেগে ঢুকিয়ে দিল চিতার খোলা মুখের ভেতর।

ইস্পাতের প্রচণ্ড আঘাতে মাড়ির কিনারা থেকে একটা দাঁত ভেঙে গেল চিতার। মেঝেতে পড়ল রানা, স্ক্রুড্রাইভারের সাহায্যে মুখটা চিতার নাগালের বাইরে রেখেছে। হিংস্র জানোয়ার আবার গর্জে উঠল, গরম লালা কুয়াশা হয়ে বেরিয়ে এসে আঘাত করল ওর চোখে-মুখে, পচা মাংস আর মৃত্যুর গন্ধে ভরে উঠল নাকের ফুটো।

রানা অনুভব করল চিতার সামনের একটা পা ওর কাঁধ ছাড়িয়ে লম্বা হচ্ছে, মাথার পিছনটা আঁকড়ে ধরে খুলি থেকে টেনে ছিঁড়ে আনবে চামড়া। একই সময়ে ভাঁজ হয়ে গেল পিছনের পা দুটো, ওর পেটের সামনেটা ছিঁড়ে আনার জন্যে পুরো মেলা রয়েছে তীক্ষ্ণ নখগুলো। তবে রানার মাথার পিছনটা শক্তভাবে সেঁটে আছে শুটকির বস্তায়। চিতা তার নখর গাঁথল, ওর খুলির মোটা চামড়ায় নয়, ওর কান থেকে মাত্র এক ইঞ্চি দূরে বস্তার কর্কশ পাটে। তারপরই চিতা তার দুই পিছনের পা সবেগে নিচে নামাল, তবে রানার পেট ছিঁড়ে নাড়িভুড়ি বের করতে পারল না, নখগুলো আঙটার মত আটকে গেছে ব্যাগের শক্ত নাইলন বেল্টে।

মুহূর্তের জন্যে চিতার আক্রমণ বিফল হয়েছে। পাটের বস্তা ছিঁড়ে ফেলছে সে, ভুলটা যেন ধরতে পারেনি। পিছনের পা দুটোও ঘন ঘন লাথি ছুঁড়ছে, তীক্ষ্ণ শব্দে ছিঁড়ে আনছে কঠিন নাইলন।

এখনও আক্রমণে রয়েছে চিতা, পিছিয়ে নিল মাথাটা, তার খোলা চোয়ালে রানার ঢোকানো ইস্পাত এড়াবার চেষ্টায়। এতক্ষণ স্ক্রুড্রাইভারটাকে আরও ভেতরে ঢোকাতে চাইছিল রানা, হঠাৎ সেটা বের করে এনে পরমুহূর্তে আবার গায়ের জোরে ঠেলে দিল সামনের দিকে, এবার ওর লক্ষ চিতার একটা চোখ।

লক্ষ্য ব্যর্থ হলো, স্ক্রুড্রাইভার ঢুকে গেল চিতার ফুলে থাকা নাকের ফুটোর ভেতর। তবে নাকের প্যাসেজ ধরে মগজে পৌঁছুল না, সামান্য বাঁকা পথ ধরে নাকের কোমল হাড় ভেদ করল, তারপর চামড়ার নিচে চেকবোন ছুঁয়ে সামনে

বাড়ল। চিতার কানের নিচে দিয়ে বেরিয়ে এল ডগাটা, আঘাত পেয়ে আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠল সে। মুহূর্তের জন্যে ঢিল পড়ল তার পেশীতে। শরীরটা গড়িয়ে দিল রানা, গা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল চিতাকে।

অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্যই বলতে হবে যে এখনও রক্ত ঝরাতে পারেনি চিতা। তবে এখন ওটাকে রানা পিছন দিকে ছুঁড়ে দেয়ার সময় চণ্ডী তার নখ দিয়ে আঁচড়ে দিল ওকে। নখগুলো ঘষা খেল রানার বাহুতে, যেন ধারাল ক্ষুর দিয়ে কেটে ফেলা হলো লেদার আর উল, নাগাল পেয়ে গেল বাহুর পেশী। অকস্মাৎ ব্যথা পেয়ে রানার শক্তি যেন আরও কয়েক গুণ বেড়ে গেল, এলোপাতাড়ি পা ছুঁড়তে শুরু করল ও।

দুই পা এক করে ছুঁড়ল রানা, পরবর্তী আক্রমণের জন্যে শরীরটা যখন কুঁকড়ে ছোট করে আনছে চিতা, ওর এক করা গোড়ালি প্রচণ্ড আঘাত করল তাকে। জোড়া পায়ের লাথি খেয়ে ছিটকে গেল সে, গাঢ় পশমের একটা বল যেন, টর্চের আলোয় ঢেউ খেলানো ও চকচকে লাগল।

রানার পিছনে, শুঁটকির বস্তাগুলোর মাঝখানে একটা ফাঁক রয়েছে, এত ছোট যে কোনরকমে শুধু ওর শরীরটা ঢুকবে। পিছন দিকে ব্যাঙের মত লাফ দিয়ে সরু প্যাসেজটার ভেতর ঢুকে পড়ল ও। এখন ওর দুই দিক ও পিছনটা নিরাপদ, চিতা হামলা করতে পারবে শুধু সামনে থেকে।

একটা ঝাঁকি দিয়ে মাথাটা সামনে বাড়াল চিতা, গরগর করছে, রানার নাগাল পেতে চেষ্টা করছে খোলা চোয়াল দিয়ে। স্ক্রুড্রাইভারটা তার চোখে মারল রানা। আবার ব্যর্থ হলো, তবে ইস্পাতের ডগা সেঁধিয়ে গেল চিতার লাল ও ভাঁজ করা জিভে। লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল সে, ফোঁস ফোঁস করছে ব্যথায়।

'ভাগ ব্যাটা! কেটে পড়!' চিৎকার করল রানা, আসলে নিজেকে সাহস যোগাবার চেষ্টা করছে, জানে খেপে ওঠা জন্তুটাকে ধমক দিয়ে তাড়ানো যাবে না। মেঝেতে নিতম্ব ঘষে পিছিয়ে এল রানা, শুঁটকির বস্তার ফাঁকে যতটা সম্ভব সরিয়ে আনল নিজেকে।

ফাঁকটার মুখের সামনে পায়চারি শুরু করল চিতা, প্রতিবার পাশ কাটাবার সময় টর্চের ম্লান আভা ঢেকে দিচ্ছে। একবার থামল সে, পাছায় ভর দিয়ে বসল, একটা থাবা দিয়ে আহত নাক মুছল, ঠিক পোষা একটা বিড়ালের মত। তারপর পশম থেকে চেটে নিল নিজের রক্ত।

হঠাৎ ছুটে সামনে চলে এল চিতা, সরু প্যাসেজের প্রবেশমুখ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিল, সামনের একটা থাবা লম্বা করে আবার নাগাল পেতে চাইল রানার। প্যাসেজের ভেতর ঢুকে হাতড়াচ্ছে থাবাটা, সমস্ত শক্তি দিয়ে স্ক্রুড্রাইভার চালাল রানা। অনুভব করল, পায়ের কোথাও লেগেছে, ভেতরে ঢুকে গেছে ইস্পাতের ডগা। গর্জনের সঙ্গে চিতার মুখ থেকে বিস্ফোরিত হলো রক্ত আর থুথু, সরে গেল সে, আবার পায়চারি শুরু করল। কিছুক্ষণ পর পর থামল, মাথা নামিয়ে গর্জে উঠল আক্রোশে।

আন্তিনের ভেতর রক্ত গড়াচ্ছে, স্পর্শ পেল রানা। তারপর ওর আঙুল বেয়ে টপ টপ করে ঝরে পড়ল কয়েকটা ফোঁটা। স্ক্রুড্রাইভারটা দুই হাঁটুর

মাঝখানে গুঁজে রাখল ও. পরবর্তী আক্রমণের সময় যাতে তাড়াতাড়ি হাতে নিতে পারে, তারপর এক হাতের সাহায্যে ছেঁড়া বাহুটা রুমাল দিয়ে বাঁধল। রুমালের প্রান্ত দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে শক্ত করল বাঁধনটা। ক্ষতটা গভীর নয়, চামড়ার আস্তিন রক্ষা করেছে ওকে। তবে বাহুটা এরই মধ্যে দপ দপ করতে শুরু করেছে। ও জানে, মাংসাশী স্তন্যপায়ী প্রাণীদের দাঁত বা নখরের সামান্য একটু আঁচড়ও ভয়ঙ্কর পরিণতি ডেকে আনতে পারে, সময়মত চিকিৎসা করা না হলে।

ওর চিন্তা শুধু এই একটাই নয়। চিতা ওকে ফাঁদে আটকে ফেলেছে। এখনও বুঝতে পারছে না এখান থেকে বেরুবে কিভাবে। অথচ সকাল হতে আর বেশি দেরি নেই। আশ্চর্যই বলতে হবে, চিতার গর্জন শুনে এখনও কেউ আসেনি। ধরে নিতে পারে যে-কোন মুহূর্তে অন্তত একজন গার্ড আসবে।

চিন্তাটা মাথায় আসা মাত্র হঠাৎ আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল ওয়্যারহাউস। আলোটা এত উজ্জ্বল যে চমকে উঠে আক্রমণের ভঙ্গি নিয়ে ফেলল চিতা, চোখ মিট মিট করছে। অস্পষ্ট গুঞ্জন শুনল রানা, ইলেকট্রিক মোটরের সাহায্যে প্রধান দরজা গুটিয়ে খুলে ফেলা হলো। পরমুহূর্তে ভেসে এল মোটর কার-এর শব্দ, দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল।

খেঁকিয়ে উঠে ওয়্যারহাউসের পিছন দিকে পিছু হটল চিতা, মাথা নিচু করে আছে, কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে আছে পিছন দিকে।

তারপর একজন লোকের গলা পেল রানা। 'ওহে, চণ্ডী! তোমার খাঁচায় ঢোকো এবার। ঢোকো ঢোকো।' চাখার সিং-এর গলা চিনতে পারল রানা।

হঠাৎ লেজ নামিয়ে ছুটল চিতা, রানার দৃষ্টিপথের বাইরে চলে গেল।

আবার কথা বলল চাখার সিং, 'চণ্ডীকে তাড়াতাড়ি খাঁচায় ভরো!' একটু পরই খাঁচার দরজা সশব্দে বন্ধ হবার আওয়াজ পেল রানা। 'উজবুক লোকটাকে দেখতে পাচ্ছ?' জানতে চাইল চাখার সিং। 'সাবধান, এখনও শালা বেঁচে থাকতে পারে।'

সরু প্যাসেজটার ভেতর যতটা সম্ভব পিছিয়ে এল রানা। দ্রুত চিন্তা করছে বটে, কিন্তু কি করলে ওদের নজর এড়ানো যাবে বুঝতে পারছে না। ওর লাশ দেখতে না পেলে ওয়্যারহাউসের প্রতিটি ইঞ্চি খুঁজবে ওরা। আর স্ক্রুড্রাইভারকে অস্ত্র বলা চলে না।

'ওখানে একটা টর্চ পড়ে রয়েছে, জ্বলছে এখনও।'

'আর ওখানে, গুঁটকির বস্তার কাছে। দেখে মনে হচ্ছে রক্ত।' সতর্ক পদশব্দ এগিয়ে আসছে।

'চণ্ডী তার দায়িত্ব পালন করেছে।'

'টর্চটা আমাকে দাও।'

গলার আওয়াজ কাছে চলে এল।

হঠাৎ এক জোড়া পা বেরিয়ে এল রানার দৃষ্টিপথে। লোকটা দাঁড়াল, টর্চের আলো ফেলল সরু প্যাসেজে।

'কি কাণ্ড। কি অদ্ভুত কাণ্ড!' সেই একই কণ্ঠস্বর। চাখার সিং ইংরেজিতে কথা

বলছে। 'ওহে, চেরিস, দেখে যাও! গর্দভ লোকটা এখানে, বহাল তবিয়তে। সাবাস, মাই ডিয়ার দুশমন। হাউ ডু ইউ ডু, রানা? তোমার সঙ্গে অবশেষে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়ে আমি কৃতার্থবোধ করছি।'

দুই

কথা না বলে চোখ ধাঁধানো টর্চের আলোর দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকল রানা।

চাখার সিং সকৌতুকে বলে চলেছে, 'হাতের ওই অস্ত্রটা এখন আর তোমার দরকার নেই, রানা, নেভার মাইণ্ড। লক্ষ্মী ছেলের মত দাও ওটা আমাকে।'

রানা নড়ল না।

হাতের শটগানটা রানাকে দেখাল চাখার সিং। 'এটা লোড করা হয়েছে বুলশট কার্টিজে। আত্মরক্ষার প্রশ্নে মালাউয়ে পুলিস খুবই বিবেচক ও উদার, বিশেষ করে আমার বেলায় তো আরও। আমি তোমাকে সবিনয়ে অনুরোধ করছি, সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দাও।'

হতাশ বোধ করছে রানা, স্ক্রুড্রাইভারটা চাখার সিং-এর পায়ের কাছে ছুঁড়ে দিল। পা দিয়ে সেটাকে আরেক দিকে সরিয়ে দিল চাখার সিং।

'এবার তুমি তোমার গর্ত থেকে বেরিয়ে এসো, রানা।'

হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল রানা, আহত হাতটা বুকের সঙ্গে চেপে ধরে আছে, তারপর সিধে হয়ে দাঁড়াল।

শটগানটা রানার পেটের দিকে তাক করল চাখার সিং, ইউনিফর্ম পরা গার্ডের উদ্দেশ্যে অ্যাঙ্গানি ভাষায় বলল, 'চেরিস, কেসগুলো পরীক্ষা করো। দেখো তো দু'একটা খোলা হয়েছে কিনা।'

কালো লোকটাকে চিনতে পারল রানা, সুপারমার্কেটে দেখেছে। একটা দানব, বিপজ্জনক চেহারার কসাই। ওর সঙ্গে লাগার চেয়ে চিতার সঙ্গে লাগাও বোধহয় ভাল। দেখল, র‍্যাম্প ধরে ফর্ক-লিফটের দিকে যাচ্ছে লোকটা।

মেশিনের কাছে পৌঁছুবার আগেই বিস্ময়ে ও উল্লাসে চিৎকার করল সে, হাঁটু গেড়ে এক মুঠো চা তুলে নিল। ওখানেও যে পড়ছিল, খেয়াল করেনি রানা। ঝরে পড়া গুঁড়ো চা অনুসরণ করে ফর্ক-লিফটের ওপর কেসটার কাছে পৌঁছে গেল সে।

'কেসটা উঁচু করো, চেরিস!' নির্দেশ দিল চাখার সিং। ফর্ক-লিফটের কন্ট্রোলে উঠে বসল চেরিস, কেসটা ওপরে তুলল।

কেসটার তলা থেকে ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়ল খানিকটা চা। লাফিয়ে উঠে কেসের গায়ে গর্তটার ভেতর হাত গলাল চেরিস।

'তুমি খুব চালাক লোক, রানা,' প্রশংসার ভান করে মাথা নাড়ল চাখার সিং। 'জাস্ট লাইক শার্লক হোমস, নো লেস। তবে মাঝে মধ্যে বেশি চালাক হওয়া

বুদ্ধিমানের কাজ নয়, নেভার মাইণ্ড।'

শিখ লোকটার চোখের দিকে তাকিয়ে রানা উপলব্ধি করল, তার ভাঁড়সুলভ রসিকতার কোন গুরুত্ব বা তাৎপর্য নেই। চোখ দুটো ঠাণ্ডা ও কঠিন, একজন নিষ্ঠুর খুনীর চোখ। এই লোক ভাঁড় নয়।

'চেরিস আমাদের জন্যে তার ট্রাকটা কোথায় রেখে এসেছে জানো?' জিজ্ঞেস করল চাখার সিং, শটগানটা এখনও রানার পেটের দিকে তাক করা।

'হেডলাইট জ্বালেনি, তবে দক্ষিণ দিক থেকে ট্রাকের আওয়াজ পেয়েছি আমি। সম্ভবত খালি প্লটে, বস্।' ওরা নিজেদের মধ্যে অ্যাঙ্গোনি ভাষায় কথা বলছে, ধরে নিয়েছে রানা বুঝতে পারছে না। কিন্তু জুলু আর নুদেবেল ভাষা জানে রানা, অ্যাঙ্গোনি বুঝতে তেমন অসুবিধে হচ্ছে না।

'যাও, জলদি যাও! ট্রাকটা নিয়ে এসো এখানে!' চাখার সিং হুকুম দিল।

চেরিস চলে যাবার পর রানা ও চাখার সিং নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকল পরস্পরের দিকে। কোন রকম দুর্বলতা বা সিদ্ধান্তহীনতার লক্ষণ আছে কিনা লক্ষ করছে রানা। শান্ত ও পরিতৃপ্ত লাগল শিখ লোকটাকে, হাতের শটগান স্থির।

'আমার হাত গুরুতর জখম হয়েছে,' অবশেষে নিস্তব্ধতা ভাঙল রানা।

'আমার আন্তরিক সহানুভূতি গ্রহণ করো,' জবাব দিল চাখার সিং।

'আমি ইনফেকশনের কথা ভাবছি···।'

'কোন ভয় নেই,' হাসিমুখে অভয় দিল চাখার সিং। 'ইনফেকশন শুরু হবার আগেই মারা যাবে তুমি।'

'আপনি আমাকে খুন করতে চান?'

'বোকার মত প্রশ্ন করলে, নেভার মাইণ্ড। তুমিই বলো, আমার সামনে আর কি বিকল্প আছে? তুমি এত চালাক যে আমার গোপন ব্যাপারটা ধরে ফেলেছ। আমি যেমন প্রায়ই বলে থাকি, কিন্তু কথাটা লোকে কানে তোলে না—বেশি জ্ঞান নিরাময়ের অযোগ্য একটা ব্যাধি। হা, হা।'

'যদি মারাই যাই, আপনি তাহলে আমার কৌতূহল মেটাচ্ছেন না কেন? কেন বলছেন না চিউইউইয়ে কি ঘটেছিল? হানা দেয়ার প্রস্তাবটা কার ছিল, আপনার নাকি চণ্ডমণ্ড গণ্ডের?'

'হায়-হায়, কি সব জিজ্ঞেস করে! চিউইউই বা ওই লোক সম্পর্কে কিছুই আমি জানি না। তাছাড়া, গল্প করার মত মুড নেই আমার।'

'আমাকে বললে আপনার কোন ক্ষতি হচ্ছে না। রেড ড্রাগন ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানীর মালিক কে?'

'নেভার মাইণ্ড, আপনার কৌতূহল আপনাকে সঙ্গে করে কবরে নিয়ে যেতে হবে।'

ল্যাণ্ডরোভারের আওয়াজ পেল ওরা।

নড়ে উঠল চাখার সিং। 'এত তাড়াতাড়ি পেয়ে গেল চেরিস! ট্রাকটা লুকিয়ে রাখার জন্যে বেশি কষ্ট করোনি তুমি। চলো, ওকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে মেইন গেটে যাই। তুমি পথ দেখাবে, প্লীজ? কিন্তু মনে রেখো, তোমার মাত্র এক ফুট পিছনে থাকবে শটগানের মাজল।'

আহত হাতটা বুকের সঙ্গে চেপে ধরে ওয়্যারহাউসের দরজার দিকে এগোল রানা। সারি সারি প্যাকিং-কেসের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে দেখল খালি রেলওয়ে ট্রাকের পাশে সবুজ ক্যাডিলাকটা দাঁড় করানো রয়েছে।

সম্ভবত চিতাবাঘ খাঁচায় না ঢোকা পর্যন্ত নিরাপদ ক্যাডিলাকের ভেতর অপেক্ষা করেছে চাখার সিং। বিড়িঙ্গের পিছনটার কথা ভাবল রানা, মনে পড়ল উৎকট যে গন্ধটা নাকে পেয়েছিল আগে। সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় এক সুতোয় গাঁথার চেষ্টা করছে ও, বুঝতে চেষ্টা করছে কোথায় রাখা হয় চণ্ডীকে, কিভাবেই বা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। একটা ব্যাপার পরিষ্কার, চাখার সিং বা চেরিস দু'জনের কেউই চণ্ডীকে বিশ্বাস করে না। বরং চণ্ডী খাঁচার বাইরে থাকলে অত্যন্ত নার্ভাস বোধ করে তারা।

প্রধান দরজার কাছে পৌঁছুল ওরা, ইঙ্গিতে রানাকে থামতে নির্দেশ দিল চাখার সিং। তারপর হঠাৎ বিরাট দরজাটা একপাশে গুটিয়ে খুলে যেতে শুরু করল। দরজার বাইরে দেখা গেল রানার টয়োটাকে, দরজার দিকে মুখ করা, হেডলাইট জ্বলছে। ইলেকট্রিক্যালি অপারেট করা হয় দরজা, বাইরের দিকের কন্ট্রোল বক্স-এর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে চেরিস। দরজা পুরোপুরি খুলে যাবার পর কন্ট্রোল বক্সের লক থেকে কী-কার্ড বের করে নিল সে। কী-কার্ডটা ছোট্ট কী-চেইনের সঙ্গে ঝুলছে, রেখে দিল হিপ পকেটে।

'সব রেডি, বস্,' চাখার সিংকে বলল সে।

'কি করতে হবে তুমি জানো,' জবাব দিল চাখার সিং। 'আমি চাই না ফিরে এসে কোন পাখি আমার ছাদে বসুক। ভাল করে দেখে নেবে কোন ছাপ বা চিহ্ন যেন না থাকে। অবশ্যই দুর্ঘটনা হতে হবে–পাহাড়ী রাস্তায় এরকম দুর্ঘটনা হরহামেশা ঘটছে। কি বলছি বুঝতে পারছ তো, চেরিস?' আবার অ্যাঙ্গোনি ভাষায় কথা বলছে ওরা।

'একটা দুর্ঘটনার মত দেখাতে হবে,' বলল চেরিস। 'আগুন ধরলে আরও ভাল।'

রানার দিকে মনোযোগ ফিরিয়ে আনল চাখার সিং। 'এবার, প্রিয় বৎস। দয়া করে তুমি তোমার অটোমোবাইলে চড়ে বসো। কোথায় যেতে হবে বলে দেবে চেরিস। প্লীজ, তার নির্দেশ বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন কোরো। শটগানে ওর হাত সাংঘাতিক ভাল।'

কথা না বলে ল্যাণ্ডক্রুজারের ক্যাবে উঠে পড়ল রানা। চাখার সিং নির্দেশ দিতে চেরিসও উঠল, বসল রানার সরাসরি পিছনের সীটে। ওরা বসার পর শটগানটা চেরিসের হাতে ধরিয়ে দিল চাখার সিং। কাজটা এত দ্রুত ও দক্ষতার সঙ্গে সারা হলো যে ঝুঁকি নিয়ে কিছু করার সুযোগই পেল না রানা, তার আগেই জোড়া ব্যারেল ওর ঘাড়ে চেপে বসল।

রানার পাশে খোলা জানালার সামনে এসে দাঁড়াল চাখার সিং। 'চেরিসের ইংরেজি একদম বাজে, নেভার মাইণ্ড,' সহাস্যে বলল সে। 'ওয়েনা কুলুমা ফানিকা-লো- তুমি এভাবে কথা বলো?'

'হ্যাঁ,' একই ভাষায় জবাব দিল রানা।

'গুড। তাহলে পরস্পরকে বুঝতে তোমাদের কোন অসুবিধে হবে না। শুধু ওর হুকুম মত কাজ কোরো, রানা। এত কম রেঞ্জে শটগানটা তোমার এমন সুন্দর চেহারা একেবারে কুৎসিত বানিয়ে দেবে, কোন সন্দেহ নেই।'

জানালার কাছ থেকে পিছু হটল চাখার সিং। চেরিসের নির্দেশে ল্যাণ্ডক্রুজার পিছিয়ে আনল রানা, ইউ টার্ন নিয়ে এগোল মেইন গেটের দিকে, তারপর উঠল পাবলিক রোডে।

রিয়ার-ভিউ মিররে চোখ রানার, দেখল হেঁটে গিয়ে ক্যাডিলাকের দরজা খুলল চাখার সিং। রাস্তাটা বাঁকা হয়ে গেছে, এরপর আর রানার দৃষ্টিপথে থাকল না ওয়্যারহাউস।

ব্যাক সীট থেকে কঠিন হুমকির স্বরে পথ নির্দেশ দিচ্ছে চেরিস, প্রতিটি নির্দেশের সঙ্গে শটগানের মাজল দিয়ে খোঁচা মারছে রানার ঘাড়ে। নিস্তব্ধ ও নির্জন রাস্তার ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে ল্যাণ্ডক্রুজার। গোটা শহর ঘুমাচ্ছে। পুবদিকে যাচ্ছে ওরা। ওদিকে শুধু লেক আর পাহাড়, লোকবসতি নেই।

শহর ছাড়িয়ে আসার পর স্পীড বাড়াবার তাগাদা দিল চেরিস। রাস্তাটা ভাল, দ্রুত ছুটে চলেছে ট্রাক। ইতিমধ্যে রানার আহত বাহু আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে, ব্যথাও করছে খুব। হাতটাকে কোলের ওপর ফেলে রেখেছে ও, ড্রাইভ করছে এক হাতে। চেষ্টা করছে ব্যথাটাকে ভুলে থাকার।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে নতুন এলাকায় পৌঁছে গেল ওরা, পাহাড়ের প্রথম ঢাল বেয়ে ওঠার সময় সামনে পড়ল চুলের কাঁটার মত কয়েকটা বাঁক। ঢালের দু'দিকেই ঘন জঙ্গল, হাইওয়ের দু'পাশে সরে এসেছে। ঢাল বেয়ে ওঠার সময় ল্যাণ্ডক্রুজারের গতি কমে গেল।

ভোর এল চুপিসারে। হেডলাইটের আলো যেখানে পৌঁছায়নি, আরও সামনে, অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতে দেখল রানা গাছপালার আকৃতিগুলোকে। একটু পরই ভোরের আকাশের গায়ে ওগুলোর মাথা ও ডগা স্পষ্ট হতে দেখল ও। কব্জি ঘুরিয়ে হাতঘড়ির দিকে তাকাল। শুকনো রক্তে শক্ত হয়ে রয়েছে আস্তিন। ছ'টা বেজে সাত মিনিট হয়েছে।

চেরিসকে বোঝার মত যথেষ্ট সময় পেয়েছে রানা। তার সঙ্গে গায়ের জোরে ওর পারার কথা নয়। তাছাড়া, শটগানের মাজল ওর ঘাড়ে ঠেকে আছে, আন-আর্মড কমব্যাটের সুযোগ নেই। ভাবাবেগ বা দ্বিধা, কোনটাই নেই চেরিসের আচরণে। সময় হলে গুলি করবে সরাসরি, কোন সুযোগ না দিয়ে। শটগানটা যেভাবে চাখার সিং-এর হাত থেকে নিল আর যেভাবে বাগিয়ে ধরে আছে তা থেকেই বোঝা যায়, এটা ব্যবহারে অভ্যস্ত ও দক্ষ সে। তবে ল্যাণ্ডক্রুজারের ক্যাবের মত ছোট জায়গায় ব্যবহার করা একটু অসুবিধেই।

কি কি উপায় আছে চিন্তা করছে রানা। ট্রাকের ভেতরই চেরিসকে আক্রমণ করার ধারণাটা দ্রুত বাতিল করে দিল ও। লোকটার দিকে মুখ ফেরাবার আগেই চেরিস তার খুলি উড়িয়ে দেবে।

লাথি দিয়ে পাশের দরজাটা খুলতে পারে, লাফ দিতে পারে ক্যাবের বাইরে। সেক্ষেত্রে ল্যাণ্ডক্রুজারের গতি পঞ্চাশের নিচে নামিয়ে আনতে হবে ওকে, তা না

হলে মাটিতে পড়ার সময় হাত-পা ভাঙবে। ধীরে ধীরে অ্যাকসিলারেটর থেকে পা তুলল ও। প্রায় সাথে সাথে এঞ্জিনের আওয়াজে তারতম্য ধরে ফেলল চেরিস, ওর ঘাড়ের গোড়ায় চেপে ধরল শটগানের মাজল।

'জোরে চালাও!' হুমকি দিল সে। 'চালাকি করতে গেলে এখানেই মরবে।'

ভবী ভোলবার নয়। গম্ভীর হলো রানা, ট্রাকের গতি বাড়াল। তবে এ-ও সত্যি যে এভাবে ছুটন্ত গাড়িতে গুলি করার ঝুঁকি চেরিস নেবে না, জানে তার পরিণতি কি হতে পারে।

গন্তব্য যেখানেই হোক, আশা করা যায় পৌঁছুবার পর থামতে বলবে চেরিস। তখন হয়তো একটা সুযোগ পাওয়া যেতে পারে। রানা, তখন একটা খেলা তোমাকে দেখাতেই হবে, তা না হলে স্রেফ মরণ–নিজেকে সাবধান করে দিল ও।

হঠাৎ আরও খাড়া হতে শুরু করল রাস্তা, প্রতিটি বাঁক আগের চেয়ে তীক্ষ্ণ। ভোর এখনও ঝাপসা। প্রতিবার বাঁক ঘোরার সময় এক নজর নিচের উপত্যকা দেখার সুযোগ হলো রানার, রূপালি কুয়াশার স্তর প্রায় ঢেকে রেখেছে। কুয়াশার ফাঁকে পাহাড়ী নদী, সাদা জলপ্রপাত দেখা গেল।

সামনে আরেকটা বাঁক। ঘোরার জন্যে পেশী শক্ত করল রানা, তীক্ষ্ণকণ্ঠে চেরিস বলল, 'থামো! কিনারায় থামো! ওখানটায়।'

ব্রেক করল রানা, হাইওয়ে থেকে নেমে এসে কিনারায় ট্রাক থামাল।

একটা পাহাড়-প্রাচীরের চূড়ায় রয়েছে ওরা। রাস্তার কিনারায় এক সারি সাদা রঙ করা পাথর। পাথর সারির সামনে বিশাল হাঁ করে আছে গভীর খাদ। দুশো বা তিনশো ফুট নিচে পাথর ভরা অগভীর নদী।

হ্যাণ্ডব্রেকে টান দিল রানা, অনুভব করল পাঁজরের গায়ে হাতুড়ির বাড়ি মারছে হৃৎপিণ্ড। গুলিটা কি এখুনি আসবে? ব্যাপারটাকে দুর্ঘটনা হিসেবে সাজাতে চাইলে ট্রাকের ভেতর গুলি করাটা বোকামি হবে। আকারে কেউ দানব হলে, তার কাছ থেকে সাধারণত বোকামিই আশা করা হয়–অন্তত, চেরিসকে দেখে মনে হয় না যে মগজের ভারে নুয়ে পড়েছে।

'এঞ্জিন বন্ধ করে আমাকে চাবি দাও,' হুকুম করল চেরিস।

কাঁধের ওপর দিয়ে চাবির গোছাটা বাড়িয়ে দিল রানা।

'হাত দুটো মাথায় রাখো,' বলল চেরিস, তার কথায় সামান্য একটু স্বস্তিবোধ করল রানা। নির্দেশ পালন করল ও, অপেক্ষা করছে।

ক্লিক করে একটা শব্দ হলো, দরজার হাতল ঘোরানো হয়েছে। কিন্তু ঘাড়ের পিছনে মাজলের চাপ এখনও কমছে না। ঠাণ্ডা বাতাসের স্পর্শ পেল রানা, পিছনের দরজাটা খুলে ফেলেছে চেরিস।

'নড়বে না,' রানাকে সাবধান করে দিল সে, সীট থেকে আড়াআড়িভাবে পিছলে নেমে যাচ্ছে। খোলা দরজা দিয়ে শটগানটা একনও তাক করে আছে।

ট্রাকের বাইরে থেকে নির্দেশ পেল রানা, 'তোমার দিকের দরজাটা ধীরে ধীরে খোলো।' ট্রাকের পাশে চলে এসেছে চেরিস, পাশের জানালা দিয়ে ঢুকে পড়েছে শটগানের ব্যারেল, রানার মুখ থেকে মাজলের দূরত্ব মাত্র কয়েক ইঞ্চি।

দরজা খুলল রানা।

'এবার বেরিয়ে এসো।'

ট্রাক থেকে নামল রানা।

শটগানটা এক হাতে, পিস্তলের মত করে ধরে রানাকে কাভার দিচ্ছে চেরিস, বাম হাতটা খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকাল। রানা দেখল, পিছনের সীটে পড়ে রয়েছে স্টীলের জ্যাক-হ্যাণ্ডেল। তারমানে আসার পথে সামনের সীটের তলা থেকে বের করে ওখানে রেখেছে ওটা চেরিস। সেই মুহূর্তে এক পলকে বুঝে নিল রানা চেরিস তাকে কিভাবে খুন করবে।

পিঠে শটগান ঠেকিয়ে খাদের কিনারায় হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে ওকে। তারপর খুলির ওপর জ্যাক-হ্যাণ্ডেলের প্রচণ্ড এক ঘা মারলেই কিনারা থেকে দুশো ফুট নিচের পাথরে পড়ে যাবে ও। ওকে ফেলে দেয়ার পর ট্রাকটাকেও ফেলা হবে। ড্রাইভারের দিকের দরজা খোলা রাখবে চেরিস, সম্ভবত জ্বলন্ত একটা ন্যাকড়া ফুয়েল ট্যাংকের ফিলারে গুঁজে দেবে সে। ট্রাকটা পড়বে ওর ওপর।

দেখে মনে হবে কুখ্যাত ও বিপজ্জনক পাহাড়ী রাস্তায় অসতর্কভাবে গাড়ি চালাবার খেসারত দিয়েছে আরেকজন ট্যুরিস্ট। পুলিসকে সন্দিহান করে তোলার মত কোন সূত্র পাওয়া যাবে না। বোঝার কোন উপায় থাকবে না দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর সঙ্গে চাখার সিং বা লুকিয়ে রাখা আইভরির কোন সম্পর্ক আছে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই সুযোগটা দেখতে পেল রানা।

খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে হাত গলাচ্ছে চেরিস, সামান্য হলেও আড়ষ্ট হয়ে আছে সে। শটগানটা এখনও রানার পেটের দিকে ধরা, তবে লক্ষ্যস্থির করতে দেরি হয়ে যাবে তার, রানা যদি দ্রুত কিছু একটা করে।

সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা। চেরিস বা শটগানের দিকে নয়, দরজার দিকে। শরীরের সমস্ত ভার নিয়ে দরজার গায়ে পড়ল ও, সশব্দে বন্ধ হলো সেটা, ইস্পাতের কিনারা আর বাজুর মাঝখানে আটকে গেছে চেরিসের বাহু।

প্রচণ্ড ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল চেরিস। সে চিৎকারে হাড় ভাঙার আওয়াজ চাপা পড়ল না। বেগুনি রঙের তর্জনী পিছলে গেল ট্রিগারে, একটা ব্যারেল থেকে গুলি বেরুল। গুলিটা রানার মাথা থেকে এক ফুট দূর দিয়ে ছুটে গেল, যদিও বিস্ফোরণটা এলোমেলো করে দিল ওর চুল। রিকয়েল-এর ধাক্কায় ওপর দিকে খাড়া হলো ব্যারেল।

ছুটে আসার ঝোঁকটা কাজে লাগিয়ে এবার চেরিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা, দু'হাতে ঝাঁকড়ে ধরল শটগান-বাটস্টক ও গরম ব্যারেল। শটগানটা মাত্র এক হাতে ধরে আছে চেরিস, অপর হাতের হাড় ভেঙে যাওয়ায় দুর্বল হয়ে পড়েছে। তারপরও দ্বিতীয় ব্যারেল থেকে গুলি করল সে, সরাসরি আকাশের দিকে।

ট্রাক-এর একটা পাশ দিয়ে চেরিসের মুখ সজোরে ঠুকে দিল রানা, আঘাতটা লাগল তার ওপরের ঠোঁটে, ভেঙে দিল নাক, উপড়ে আনল ওপরের মাড়ির চার-পাঁচটা দাঁত। আবার চিৎকার করল চেরিস, মুখের ভেতর থেকে বিস্ফোরণের মত বেরিয়ে এল রক্ত আর দাঁতগুলো। ইস্পাতের ফাঁদে আটকা পড়া ভাঙা হাতটা ছাড়িয়ে আনতে চেষ্টা করছে সে, অসহ্য ব্যথা বাড়িয়ে তুলছে আরও।

দু'হাতে ধরা শটগানটা হ্যাঁচকা টানে ছাড়িয়ে আনল রানা। উঁচু করল, ওল্টাল, ইস্পাতের বাট-প্লেট সবেগে নামিয়ে আনল চেরিসের নাকে-মুখে, গুঁড়িয়ে দিল চোয়ালের হাড়।

চেহারা বদলে গেল লোকটার। ভেতর দিকে ডেবে গেছে একদিকের চোয়ালের হাড়, ওপরের সারিতে কোন দাঁত দেখা যাচ্ছে না, কালো মুখে চকচক করছে তাজা রক্ত। পিছন দিকে হেলান দেয়ার ভঙ্গিতে পড়ল সে, তাকে ধরে রেখেছে শুধু ফাঁদে আটকা পড়া হাতটা। দরজার হাতল ধরে হ্যাঁচকা টান দিল রানা, খুলে গেল দরজা, চেরিসের হাতটা মুক্ত করল যখন ব্যাপারটা একদমই আশা করছে না সে।

পাথুরে মাটিতে পড়ে ফুটবলের মত ড্রপ খেল চেরিস, ভাঙা হাতটা টেনে না রাখায় পতনের গতি তাকে খাদের কিনারায় এনে ফেলল। ছুটে গিয়ে তার পাঁজরে লাথি মারল রানা। লাথিটা আসছে দেখতে পেল চেরিস, ভাল হাতটা বাড়িয়ে রানার গোড়ালি ধরার চেষ্টা করল। নাগালে পেল না, তার আগেই ফিরে এসেছে রানার পা। লাথি খেয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে চেরিসের শরীর, আবার ছুটে গিয়ে তার পিঠে লাথি মারল রানা। কিনারা থেকে ছিটকে সামনে চলে গেল সে, নেমে গেল নিচের দিকে।

তার চিৎকার শুনতে পেল রানা, ক্রমশ কমে যাচ্ছে ভলিউম, শরীরটা নিচে পড়ার পর থেমে গেল। নিস্তব্ধতা অটুট হয়ে উঠল।

বুকের কাছে এখনও শটগানটা আঁকড়ে ধরে আছে রানা, হেলান দিয়ে রয়েছে ল্যাণ্ডক্রুজারের গায়ে, সামান্য হাঁপাচ্ছে। কয়েক সেকেণ্ড পর সাবধানে সামনে বাড়ল ও, খাদের কিনারা থেকে উঁকি দিয়ে নিচে তাকাল।

পানির কিনারায়, পাথরে মুখ রেখে পড়ে রয়েছে চেরিস, ওর সরাসরি নিচে। ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মত হাত দুটো দু'দিকে মেলা। খাদের কিনারায় পাথুরে মাটিতে ধস্তাধস্তি বা আঁচড়ের কোন দাগ আছে কিনা পরীক্ষা করল রানা। নেই।

দ্রুত চিন্তা করছে ও। পুলিসকে সব কথা জানাবে? জানাবে ওকে খুন করার জন্যে এখানে আনা হয়েছিল, আত্মরক্ষার জন্যে চেরিসকে ফেলে দিয়েছে খাদে? আইভরির কথা জানাবে? উঁহুঁ, না! এ-দেশের একজন নাগরিককে বিদেশী কোন লোক খুন করলে কর্তৃপক্ষ খেপে যেতে পারে। আত্মরক্ষার চেষ্টাকে ধরা হতে পারে অজুহাত হিসেবে। উঁহুঁ, পুলিসকে রিপোর্ট করলে ফেঁসে যেতে হবে।

সিদ্ধান্ত নেয়া সহজ হয়ে গেল পাহাড়ী রাস্তায় ভারি এঞ্জিনের আওয়াজ শুনে। লো গিয়ারে নেমে আসছে সম্ভবত কোন ট্রাক। তাড়াতাড়ি ল্যাণ্ডক্রুজারের মেঝেতে শটগানটা লুকিয়ে ফেলল রানা, তারপুলিনে জড়িয়ে। আবার খাদের কিনারায় এসে দাঁড়াল, ট্রাউজারের জিপার খুলে পিছন ফিরল রাস্তার দিকে। প্রস্রাব করছে।

রানার মাথার অনেক ওপরে, রাস্তার বাঁকে দেখা গেল ট্রাকটাকে, পাহাড় বেয়ে ধীরে ধীরে নেমে আসছে। ট্রাকের পিছনে উঁচু স্তূপ হয়ে রয়েছে কাঠ ও গাছের গুঁড়ি, চেইন দিয়ে আটকানো। ক্যাবে দু'জন লোককে দেখা গেল, ড্রাইভার আর তার হেলপার।

ফোঁটাগুলো ঝেড়ে ফেলার একটা ভঙ্গি করল রানা, তারপর চেইন টেনে বন্ধ করল ট্রাউজার। কালো ড্রাইভার ঠোঁট মুড়ে হাসল, ট্রাকটা সগর্জনে পাশ কাটাবার সময় একটা হাত নাড়ল ওর উদ্দেশে। রানাও হাত নাড়ল।

ট্রাকটা অদৃশ্য হতেই ছুটে ল্যাণ্ডক্রুজারে ফিরে এল রানা। পাহাড়ী রাস্তা বেয়ে উঠতে শুরু করল ওর ট্রাক। দুশো গজ এগোবার পর ট্রাক চলাচলের একটা শাখা পথ দেখতে পেল ও, সেইন হাইওয়ে থেকে নেমে গেছে, দেখে মনে হলো দীর্ঘদিন ব্যবহার করা হয়নি। হাইওয়ে থেকে নেমে এল রানা, নতুন রাস্তা ধরে এগোল। রাস্তার মাঝখানে ঝোপ-ঝাড় জন্মেছে, গতি বাড়ানো গেল না। পিছনে হাইওয়ে অদৃশ্য হলো এক সময়। ল্যাণ্ডক্রুজার থামাল রানা, পায়ে হেঁটে ফিরে আসছে হাইওয়েতে, আবার কোন ট্রাক আসতে দেখলে গা ঢাকা দেয়ার জন্যে তৈরি হয়ে থাকল।

খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে চেরিসের লাশটা একবার দেখে নিল রানা। ওর মন বলছে লাশ ফেলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অকুস্থল ত্যাগ করা উচিত। জানে, মালাউয়ের জেলখানা আফ্রিকার অন্যান্য জেলখানার চেয়ে কোন অংশে উন্নত নয়। বিচার ব্যবস্থাও প্রহসনেরই নামান্তর। তাছাড়া, আহত হাতটা সাংঘাতিক ব্যথা করছে। সংক্রমণ যে শুরু হতে যাচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তবু ওর বিরুদ্ধে প্রমাণটা নষ্ট না করা পর্যন্ত ক্ষতটা দেখতেও রাজি নয় ও।

পাহাড়-প্রাচীরের মাথা ঘুরে নিচে নামার একটা পথ খুঁজে বের করল রানা। পথটা হরিণদের, খাড়া ও আঁকাবাঁকা। চেরিসের কাছে পৌঁছুতে বিশ মিনিট লাগল ওর। গলায় হাত ঠেকাতে সরীসৃপের মত ঠাণ্ডা লাগল। পালস পরীক্ষা করার কোন দরকার নেই। পতনের সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে সে। দ্রুত হাতে তার পকেটগুলো খালি করল রানা। ময়লা একটা পাসবুক পেল, পরিচয়-পত্র বলতে আর কিছু নেই। এটাকে নষ্ট করা দরকার। নোংরা একটা রুমাল আর খুচরো কিছু পয়সা ছাড়া আর শুধু চারটে এসএসজি শটগান কার্তিজ আর কী-কার্ড পাওয়া গেল। কী-কার্ডটা ওয়্যারহাউসের দরজা খোলার কাজে লাগে। রানার প্রয়োজন হতে পারে।

সন্তুষ্টবোধ করল রানা, কারণ পুলিসের কাজ কঠিন করে তুলেছে ও। সহজে তারা চেরিসকে সনাক্ত করতে পারবে না, লাশটা যদি খুঁজে পায়ও। শরীরটাকে গড়িয়ে নদীর কিনারায় নিয়ে এল ও, পায়ের ধাক্কায় ফেলে দিল তীব্র স্রোতের মধ্যে।

পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাটির দিকে ভেসে গেল লাশটা। তাকিয়ে আছে রানা, ডুবে গেল চেরিস। মনে মনে আশা করল রানা, বাকি কাজটা ওর হয়ে সারবে কুমীর।

ল্যাণ্ডক্রুজারের কাছে ফিরে এল রানা, ইতিমধ্যে হাতটা এমন ব্যথা করছে যেন আগুন জ্বলছে ওখানে। ড্রাইভিং সীটে বসে ওর পাশে প্যাসেঞ্জার সীটে রাখল মেডিকেল বক্স, ক্ষতের জমাট বাঁধা রক্তের সঙ্গে আটকে যাওয়া আস্তিন ধীরে ধীরে খুলল ও। ক্ষতটা দেখে থমথমে হয়ে উঠল চেহারা। নখরের আঁচড় গভীর নয়, তবে এরইমধ্যে হলুদ রসের মত পানি বেরুতে শুরু করেছে, ক্ষতের চারপাশে মাংস হয়ে উঠেছে গরম আর লাল। অ্যান্টিসেপটিক মলম লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধল

রানা। তারপর একটা ডিসপোজেবল সিরিঞ্জে ব্রড-স্পেকট্র্যাম অ্যান্টিবায়োটিক ভরে বাম হাতের বাইসেপে পুশ করল।

কাজগুলো সারতে সময় লাগল। আবার হাত ঘড়ির দিকে তাকাতে দেখল প্রায় আটটা বাজে। বান্ডিল পথটা ধরে পিছিয়ে আনল টয়োটাকে, ফিরে এল পাহাড়ী হাইওয়েতে। পাহাড়-প্রাচীরের মাথাটাকে বীরগতিতে পাশ কাটাল রানা, দেখল রাস্তার পাশে ধুলোর ওপর টয়োটার চাকা আর ওর পায়ের ছাপ পরিষ্কার ফুটে আছে। ওগুলো মুছবে কিনা ভাবল, মনে পড়ল টিমবার লরির ড্রাইভার ওখানে ওকে দেখেছে। কিন্তু না, চাখার সিংকে আইভরি সরাতে বাধা দিতে হলে এখানে আর সময় নষ্ট করা উচিত হবে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লিলঙউয়ে-তে ফিরে যেতে হবে ওকে।

রাজধানীর দিকে ছুটছে ল্যাণ্ডক্রুজার। গ্রামগুলোকে পাশ কাটাবার সময় স্পীড কমিয়ে আনতে হলো রানাকে, মোষ ও গরুর গাড়িতে তরকারি আর সবজি নিয়ে হাট-বাজারে যাচ্ছে গ্রাম্য ব্যবসায়ীরা। শহরের কাছাকাছি চলে আসার পর যানবাহনের ভিড় বাড়ল রাস্তায়। সাবধান, একই গতিতে ট্রাক চালাচ্ছে ও, এমন কিছু করছে না যাতে হঠাৎ কারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। রাস্তায় ল্যাণ্ডরোভার আর টয়োটার কমতি নেই, কাজেই ওর ল্যাণ্ডক্রুজার বিশেষভাবে লক্ষ করার মত নয়। তবে ব্যক্তিগত লোগোটার জন্যে তিরস্কার করল নিজেকে, ট্রাকের গায়ে ওটা অত বড় করে আঁকার ব্যাপারে গর্ববোধের খানিকটা ভূমিকা তো ছিল। কিন্তু তখন কে জানত যে বিচার এড়াবার জন্যে ফেরারি সাজতে হবে ওকে।

রাজধানীতে ল্যাণ্ডক্রুজার নিয়ে ঘোরাঘুরি করাটা বোকামি হয়ে যাবে। সরাসরি এয়ারপোর্টে চলে এল রানা, পাবলিক কার পার্কে ট্রাক রেখে বেরিয়ে এল। এয়ারপোর্ট বিল্ডিঙে ঢুকে পুরুষদের ওয়াশ-রুমে চলে এল, স্পোর্টস গ্রিপ থেকে বের করল স্পেয়ার টয়লেট-কিট আর পরিষ্কার একটা শার্ট। ছেঁড়া, রক্তমাখা শার্ট আর জার্সিটা গোল পাকিয়ে ফেলে দিল রিফিউজ বিন-এ। ক্ষতটা এখনও ব্যথা করছে, আড়ষ্ট হয়ে আছে গোটা হাত, তবু ওখানে হাত না দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল রানা। দাড়ি কামাবার পর নতুন শার্টটা পরল, লম্বা আস্তিনে ঢাকা পড়ে গেল ব্যাণ্ডেজটা।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে খুঁটিয়ে দেখল নিজেকে। সম্মানী ভদ্রলোক বলেই মনে হলো। 'শালা,' বলে আদর করল নিজেকে, ওয়াশ-রুম থেকে বেরিয়ে এগোল টেলিফোন বুদের দিকে।

খানিক আগে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে একটা প্লেন ল্যাণ্ড করেছে, অ্যারাইভাল লাউঞ্জে প্রচণ্ড ভিড়। ওর ওপর কারও নজর নেই। টেলিফোন বুদের ওপরের দেয়ালে পুলিসের জরুরী নাম্বারগুলো বড় করে লেখা রয়েছে। মাউথপীসে রুমাল জড়াল রানা, রিসিভারে কথা বলল সোয়াহিলি ভাষায়।

'ডাকাতি ও খুন সম্পর্কে রিপোর্ট করতে চাই আমি,' মহিলা পুলিস অপারেটরকে বলল ও। 'তাড়াতাড়ি একজন সিনিয়র অফিসারকে লাইন দিন।'

'দিস ইজ ইন্সপেক্টর মায়রা,' গলার আওয়াজ অত্যন্ত ভারি, কর্তৃত্বের সুর স্পষ্ট। 'খুন সম্পর্কে তথ্য আছে আপনার কাছে?'

'মন দিয়ে শুনুন,' বলল রানা, আগের মতই সোয়াহিলি ভাষায় কথা বলছে। 'একবারই মাত্র বলব আমি। টিউইউই ন্যাশনাল পার্ক থেকে লুঠ করা আইভরি এখানে মানে লিলঙউয়েতে রয়েছে। ডাকাতির সময় অন্তত আটজন লোককে খুন করা হয়। লুঠ করা আইভরি পাবেন টি-চেস্টে, ওগুলো চাখার সিং ট্রেডিং কোম্পানীর ওয়্যারহাউসে আছে। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে, কারণ ওগুলো যে-কোন মুহূর্তে পাচার করে ফেলা হবে।

'আপনি কে কথা বলছেন, প্লীজ?' জানতে চাইল ইন্সপেক্টর।

'সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। আপনি শুধু তাড়াতাড়ি ওখানে গিয়ে আইভরিগুলো উদ্ধার করুন,' বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা।

অ্যাভিস কার-এর রেন্টাল কাউন্টারে চলে এল ও। কাউন্টারের কালো মেয়েটা ভারি মিষ্টি হাসি উপহার দিল ওকে। নীল একটা ফোক্সওয়াগেন গালফ পেল রানা, ওকে বলা হলো, 'দুঃখিত, রিজার্ভেশন না থাকায় এরচেয়ে ভাল গাড়ি দিতে পারলাম না।'

কারপার্ক ত্যাগ করার আগে ধুলো ঢাকা ল্যাণ্ডক্রুজারের পাশে একবার দাঁড়াল রানা, খানিকটা আড়াল তৈরি করে তারপুলিনে জড়ানো শটগানটা ঢুকিয়ে নিল ফোক্সওয়াগেনের বুটে। বিনকিউলারটা নিতেও ভুলল না।

এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে এসে রেলওয়ে লাইনের দক্ষিণ দিকটায় থাকল রানা, যানবাহনের ভিড়ে গাড়ি চালাচ্ছে সাবধানে। বাণিজ্যিক অফিস এলাকা ছাড়িয়ে খোলা বাজার এলাকার দিকে যাচ্ছে ও। ওদিকটা আগেই দেখা আছে ওর।

সাড়ে দশটাতেই খোলা বাজারে অসম্ভব ভিড় দেখা গেল। হকাররা রাস্তার ধারে তাদের পণ্য সাজিয়ে বসেছে, খদ্দেররাও হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। এই ভিড়ের মধ্যেই চলাচল করছে বা একপাশে দাঁড়িয়ে আছে ট্রাক ও মিনি-বাস। রানাকে আড়াল দিল ওগুলো। ছোট্ট নীল ফোক্সওয়াগেনটাকে কয়েকটা মিনি-বাসের মাঝখানে এমনভাবে দাঁড় করাল ও, যাতে গাড়িতে বসেই রেলওয়ে লাইন আর হালকা শিল্পাঞ্চলটা দেখা যায়। বাজারটা উঁচু জায়গায় হওয়ায় সুবিধেটা পাওয়া গেল।

ভাল করে তাকাতে রানা দেখল, চাখার সিং-এর ওয়্যারহাউস আর টয়োটা ওভারশপ থেকে মাত্র আধ মাইল দূরে রয়েছে ও। এত কাছে যে বিল্ডিঙের গায়ে বড় বড় অক্ষরে লেখা কোম্পানীর সাইনবোর্ডটা খালি চোখেই পড়া গেল। চোখে বিনকিউলার লাগাতে ওয়্যারহাউস আর প্রধান দরজার সামনেটা পরিষ্কার দেখা গেল। লোডিং র‍্যাম্পে কয়েকজন লোক কাজ করছে, তাদের মুখের ভাবও দেখতে পাচ্ছে রানা।

ওয়্যারহাউসের মেইন গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকছে অনেক ট্রাক, অনেক ট্রাক বেরিয়েও যাচ্ছে। ওগুলোর মধ্যে বিশাল প্যানটেকনিকন আর ট্রেইলরটা চিনতে পারল রানা। কিন্তু পুলিসী তৎপরতার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। অথচ ওদেরকে ফোন করার পর প্রায় চল্লিশ মিনিট পেরিয়ে গেছে।

ইন্সপেক্টর মায়রা ঘুষখোর কিনা কে জানে, ভাবল রানা। সদলবলে হানা

দেয়ার আগে সে হয়তো ফোন করে সাবধান করে দেবে চাখার সিংকে, যাতে আইভরিগুলো সরিয়ে ফেলার সময় পায় সে। স্বদেশে এ-ধরনের ঘটনা প্রচুর ঘটে, রানার সন্দেহ হওয়ার সেটাই কারণ। দারিদ্র্য ও দুর্নীতি কোন কোন দেশকে একেবারে ধ্বংসের মুখে এনে ফেলেছে।

হঠাৎ সতর্ক হলো রানা। মেইন লাইন থেকে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে একটা লোকোমোটিভ পিছু হটছে। লাইন বদলে শাখায় চলে এল, শাখাটা ঢুকেছে ওয়্যারহাউস কমপ্লেক্সে। পাশের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে ঝুঁকে রয়েছে ড্রাইভার।

লোকোমোটিভ আসছে দেখে বাউণ্ডারী ফেন্স-এর গায়ে বসানো জালঘেরা গেট খুলে দিল ওয়্যারহাউসের একজন গার্ড, লাইন ধরে সরাসরি ওয়্যারহাউসের খোলা দরজার দিকে এগোল লোকো, ভেতরে ঢুকল শ্লথগতিতে। রানার দৃষ্টিপথ থেকে অদৃশ্য হলো সেটা, তবে কয়েক সেকেণ্ড পর অস্পষ্ট ধাতব আওয়াজ শুনে বুঝল এঞ্জিনের সঙ্গে জোড়া লাগানো হলো রেল-ট্রাক। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল, তারপর ওয়্যারহাউস থেকে বেরিয়ে এল লোকো, টেনে আনছে তিনটে রেল-ট্রাককে। ধীরে ধীরে বাড়ল লোকোর গতি।

তিনটে বগিই হেভী ডিউটি ক্যানভাস দিয়ে মোড়া। চোখে বিনকিউলার, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানা, কিন্তু ক্যানভাসের নিচে টি-চেস্টগুলো আছে কিনা বুঝতে পারল না।

চোখ থেকে বিনকিউলার নামিয়ে ফোক্সওয়াগেনের হুইলে ঘুসি মারল রানা, হতাশায় কালো হয়ে গেছে চেহারা। পুলিস এল না কেন? প্রায় দেড় ঘণ্টা আগে ওদেরকে ফোন করা হয়েছে।

বগিতে অবশ্যই আইভরি আছে, ভাবল রানা। বাইরে পাঠানোর মত অন্য কোন কার্গো র‍্যাম্পে ছিল না কাল রাতে। আইভরিই, কোন সন্দেহ নেই। রওনা হয়ে গেল তাইওয়ানের পথে।

বগি তিনটেকে নিয়ে মেইন লাইনে ফিরে আসছে লোকো। বাজারের সীমানা ঘেঁষে যেতে হবে ওটাকে, রানা যেখানে রয়েছে। ফোক্সওয়াগেন স্টার্ট দিয়ে মেইন রোডে চলে এল ও, স্পীড বাড়িয়ে পাশ কাটাল একটা লরিকে, সরাসরি সামনের লেভেল-ক্রসিঙের দিকে যাচ্ছে। মেইন গুডস ইয়ার্ড-এ পৌঁছুতে হলে এই লেভেল-ক্রসিং পেরোতে হবে লোকোর ড্রাইভারকে।

লাল আলো জ্বলছে আর নিভছে, ঢং ঢং করে বেজে উঠল একটা ঘণ্টা, রানার সামনে খাড়া ব্যারিয়ারটা নেমে এল স্যাঁৎ করে। ব্রেক কষতে বাধ্য হলো ও। ক্রসিঙের ওপর দিয়ে ধীরগতিতে এগোল লোকো, স্থির দাঁড়িয়ে থাকা ফোক্সওয়াগেনের সরাসরি সামনে দিয়ে। লোকোর গতি খুব কম দেখে সিদ্ধান্ত নিতে এক সেকেণ্ডও লাগেনি রানার।

হ্যাণ্ডব্রেকে টান দিল ও, এঞ্জিন চালু রেখেই লাফ দিয়ে নেমে পড়ল রাস্তায়। ব্যারিয়ারের তলা দিয়ে ঢুকে পড়ল। প্রথম বগিটা এত কাছ দিয়ে চলে গেল যে ইচ্ছে করলে ছুঁতে পারত ও।

বগির গায়ে একটা হোল্ডারে আটকানো রয়েছে রেলওয়েজ কনসাইনমেন্ট

কার্ড। লেখাটা পড়তে কোন অসুবিধে হলো না।

প্রাপক: রেড ড্রাগন ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী

গন্তব্য: তাইওয়ান

কার্গো: ২৫০ কেস চা

সন্দেহের আর কিছু থাকল না। চলন্ত ট্রেনটার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা, রাগে জ্বলে যাচ্ছে ও। ওর চোখের সামনে দিয়ে আইভরি সরিয়ে ফেলছে ওরা অথচ কিছুই ওর করার নেই।

লাল আলো নিভে গেল, থামল ঘণ্টাধ্বনি, আবার খাড়া হলো ব্যারিয়ার। ফোক্সওয়াগেনের পিছন থেকে হর্ন দিচ্ছে কয়েকটা মিনি-বাস আর ট্রাক। ফিরে এসে গাড়ি ছাড়ল রানা।

খানিকদূর এগিয়ে বামদিকে বাঁক নিল ও, রেললাইনের পাশ দিয়ে এগিয়েছে রাস্তাটা। গাড়ি পার্ক করার জন্যে ভাল একটা জায়গা খুঁজে বের করল, যেখান থেকে রেলওয়ের গুডস ইয়ার্ডটা দেখা যাবে।

চোখে বিনকিউলার তুলে রানা দেখল লম্বা একটা মালবাহী ট্রেনের পিছনে জোড়া লাগানো হলো বগি তিনটে। বগিগুলোর পিছনে থাকল ট্রেনের কিচেন। কিছুক্ষণ পর গুডস ইয়ার্ড থেকে বেরিয়ে এল ট্রেনটা। সবুজ একটা মেইন লাইন লোকো টেনে নিয়ে যাচ্ছে ওটাকে, রওনা হলো মোজাম্বিক আর বেইরা বন্দরের উদ্দেশে, এখান থেকে পাঁচশো মাইল দূরে।

হতাশা ও রাগে ছটফট করছে রানার মন। কিন্তু কি করতে পারে ও? মাথার ভেতর দ্রুত কয়েকটা আইডিয়া খেলে গেল, আইডিয়া না বলে ফ্যান্টাসী বলাই ভাল। লোকোটা হাইজ্যাক করা যায়! ছুটে যেতে পারে পুলিস হেডকোয়ার্টারে, ট্রেন সীমান্ত পেরোবার আগেই তৎপর হবার দাবি জানাতে পারে।

এ-সব কিছু না করে খোলা বাজারের সীমানায়, আগের জায়গায় ফিরে এল রানা, চোখে বিনকিউলার তুলে নজর রাখল চাখার সিং-এর ওয়্যারহাউস আর টয়োটা ওঅর্কশপের ওপর।

ক্লান্ত লাগছে রানার, তেতো হয়ে আছে মন। হঠাৎ খেয়াল হলো, কাল রাতে ঘুমায়নি ও। আড়ষ্ট হাতটা ব্যথা করছে সারাক্ষণ। ব্যাণ্ডেজটা খুলল ও, সংক্রমণের পরিচিত লক্ষণগুলো না দেখে স্বস্তিবোধ করল। ক্ষতগুলো বরং শুকিয়ে আসছে। ধীরে ধীরে ব্যাণ্ডেজটা আবার বাঁধল।

ওয়্যারহাউসের দিকে চোখ, আইভরিগুলো কিভাবে আটকানো যায় ভাবছে রানা।

উপলব্ধি করল, ওর হাত বাঁধা। গোটা ব্যাপারটা এসে শেষ হবে চেরিসের মৃত্যুতে। চাখার সিংকে শুধু একটা আঙুল তুলতে হবে ওর দিকে, খুনের অভিযোগে গ্রেফতার হয়ে যাবে ও। না, কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট করার মত বোকামি করা চলবে না।

ওয়্যারহাউসের ওপর লক্ষ রাখছে রানা, কল্পনার চোখে কয়েকটা মুখ দেখতে পেল। আলি শাহ, রুমানা, ওদের ছেলেমেয়ে। শোকটা এখনও এত প্রবল যে অসুস্থ বোধ করল ও। 'প্রতিশোধ আমি নেবই,' বিড়বিড় করে যেন ওদেরকে

সান্ত্বনা দিতে চাইল।

গুডস ট্রেন চলে যাবার পর প্রায় দু'ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে, এই সময় ওয়্যারহাউসের আশপাশে হঠাৎ একটা তৎপরতা লক্ষ করল রানা। মেইন গেটে দেখা গেল চাখার সিং-এর সবুজ ক্যাডিলাক, পিছু পিছু এল বাদামি রঙের দুটো পুলিস ল্যাণ্ডরোভার, দুটো থেকেই ইউনিফর্ম পরা কনস্টেবল যেন উপচে পড়ছে।

গেটে থামল কনভয়টা, গার্ডদের সঙ্গে কি যেন কথা হলো, তারপর গেট পেরিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। ওয়্যারহাউসের দরজার পাশে থামল গাড়িগুলো। একজন অফিসারের নেতৃত্বে ল্যাণ্ডরোভার দুটো থেকে নামল এগারোজন কনস্টেবল। ক্যাডিলাকের পাশে দাঁড়ানো চাখার সিং-এর সঙ্গে দু'একটা কথা বলল অফিসার। বিনকিউলার দিয়ে রানা দেখল, চাখার সিংকে হাসিখুশি ও নিরুদ্বিগ্ন লাগছে। তার পাগড়ি ধবধবে সাদা, সুদর্শন মুখে মানিয়েছেও দারুণ।

কনস্টেবলদের নিয়ে ওয়্যারহাউসের ভেতর ঢুকল অফিসার, বেরিয়ে এল এক ঘণ্টা পর, পাশে রয়েছে চাখার সিং। অফিসারের মুখে সবিনয় হাসি, হাত নেড়ে কি যেন বলছে সে। সম্ভবত বিরক্ত করার জন্যে ক্ষমা চাইছে। চাখার সিং-এর মুখে সহনশীল, উদার হাসি, বেশ ক'বার কাঁধ ঝাঁকিয়ে সে বোধহয় বোঝাতে চাইছে ক্ষমা চাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। দু'জন অনেকক্ষণ ধরে পরস্পরের করমর্দন করল।

ল্যাণ্ডরোভার নিয়ে চলে গেল পুলিস। ক্যাডিলাকের পাশে দাঁড়িয়ে ওদেরকে চলে যেতে দেখল চাখার সিং। রানার মনে হলো, এখন আর হাসছে না সে।

'বাস্টার্ড!' ফিসফিস করল রানা। 'ভেবো না পার পেয়ে গেছো!'

রাগ দমন করে আবার ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে শুরু করল ও। সীমান্ত পেরোবার আগে ট্রেনটা থামানো সম্ভব কি? খানিক পর ধারণাটা বাতিল করে দিল। ও জানে, মালবাহী ট্রেনটা বিরতিহীন, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাবে সীমান্তে।

তাহলে পোর্ট অভ বেইরা-তে বাধা দিলে কেমন হয়, দূরপ্রাচ্যগামী স্টিমারে আইভরি তোলার আগে? ধারণাটা খারাপ নয় তবে কাজ হবে কিনা বলা কঠিন। চাখার সিং সম্পর্কে অল্প যে-টুকু জেনেছে ও, তাতে করে পরিষ্কার বোঝা যায় যে ঘুষ প্রদান ও অন্যায় প্রভাব বিস্তার করার জন্যে তার একটা শক্তিশালী নেটওঅর্ক মধ্য আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে কাজ করছে, জিম্বাবুই আর জাম্বিয়ায় তো বটেই, এবং মোজাম্বিকেই বা নয় কেন, বিশেষ করে ওটা যখন মহাদেশের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত আর বিশৃঙ্খল রাষ্ট্র?

রানা প্রায় নিশ্চিত, ওয়্যারহাউসের ভেতর ব্যাগভর্তি টাকা হাত বদল হয়েছে। অর্থাৎ এ-দেশের ভেতর কর্তৃপক্ষ তাকে সাহায্য করবে। মালাউয়ের বাইরের লোকদের কাছ থেকেও সাহায্য পাবার ব্যবস্থা করবে সে। মালাউয়ের চারধারে কোন বন্দর নেই, কাজেই মোজাম্বিক বন্দরের ক্যাপটেন, আর্মি, পুলিস আর কাস্টমস অফিসারদের সাহায্য নেবে সে। টাকা খেয়ে চাখার সিং-এর স্বার্থ রক্ষা করবে তারা। রানা সিদ্ধান্ত নিল, তবু একবার চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

গাড়ি চালিয়ে শহরের মাঝখানে মেইন পোস্ট অফিসে চলে এল রানা।

মালাউয়ে পুলিসের কাছে যথেষ্ট সফিস্টিকেটেড ইকুইপমেন্ট থাকার কথা নয়, ওর টেলিফোন কল দ্রুত ট্রেস করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তবু রানা কোন ঝুঁকি নিল না–সংক্ষেপে কথা বলল ও, মাউথপীসে রুমাল জড়িয়ে, সোয়াহিলি ভাষায়।

'ইন্সপেক্টর মায়রাকে জানান, লুট করা আইভরি এগারোটা পঁয়ত্রিশে ওয়ারহাউস থেকে বেরিয়ে গেছে। মালবাহী ট্রেনে তুলে বেইরা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আইভরিগুলো আছে টি-চেস্টের ভেতর। প্রাপক রেড ড্রাগন ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী, তাইপে।'

অপারেটর ওর নাম জিজ্ঞেস করার আগেই রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা, রাস্তা পেরিয়ে ঢুকে পড়ল একটা জেনারেল স্টোরে। পুলিস যদি কিছু না করে, দায়িত্বটা ওকেই নিতে হবে।

এক প্যাকেট সেফটি-ম্যাচ, এক রোল সেলোটেপ, এক বাক্স মশার কয়েল আর দুই কিলো হিমায়িত মাংস কিনল রানা। তারপর ফিরে এল ক্যাপিটাল হোটেলে।

হোটেল কামরায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল, কামরাটা কেউ সার্চ করেছে। ছোট ক্যানভাস ব্যাগটা খুলে দেখল ভেতরে এলোমেলো হয়ে রয়েছে ওর ব্যক্তিগত জিনিস-পত্র। চাখার সিং-এর কাজে লাগবে এমন কিছু ছিল না ব্যাগটায়। পাসপোর্ট আর ট্রাভেলস চেক ক্যাশিয়ারের ডেস্কে জমা রেখেছে রানা। তবে তল্লাশীটা থেকে প্রমাণ হলো চাখার সিং সম্পর্কে ওর ধারণা ঠিকই আছে। লোকটা শুধু শয়তান নয়, চালাক শয়তান। একটি সংগঠিত অপরাধচক্রের হোতা সে, কোন কৌশলই তার অজানা নেই। রানা ভাবল, ঠিক আছে, আমিও দেখতে চাই কতটা দৌড় তোমার। তবে তার আগে ঘুম দরকার ওর।

বাহুর ড্রেসিং বদল করল রানা, আরেকটা ইঞ্জেকশন পুশ করল, তারপর শুয়ে পড়ল বিছানায়।

প্রায় দুপুর পর্যন্ত ঘুমাল ও, তারপর শাওয়ার সেরে কাপড় পাল্টাল। ক্লান্তি দূর হওয়ায় তাজা ও ঝরঝরে লাগছে শরীরটা, সেই সাথে মনটাও শান্ত ও খুশি। সন্দেহ নেই এমনকি ঘুমের মধ্যেও ব্যস্ত ছিল মাথাটা, কারণ রাইটিং-ডেস্কে বসার পর ওর প্ল্যানের সমস্ত খুঁটিনাটি পরিষ্কার দেখতে পেল ও। জেনারেল স্টোর থেকে কেনা জিনিসগুলো ওর সামনে ডেস্কের ওপর সাজানো রয়েছে। প্রথমেই মশার একটা কয়েল জ্বালল ও। তারপর কাজ শুরু করল, লক্ষ রাখল কি হারে পুড়ছে ওটা।

সবগুলো ম্যাচ-বক্স থেকে কাঠি বের করল রানা, প্রতিটি কাঠির মাথা থেকে ছুরির সাহায্যে চেছে আলাদা করল বারুদ। বাতিল কাঠিগুলো ফেলে দিল ওয়েস্ট-পেপার বিন-এ। বারুদগুলো কাগজের মোড়কে ভরল আবার, তারপর টেপ দিয়ে আটকাল।

ওর মুঠোর আকৃতি পেল মোড়কটা, ছোট্ট আগুনে বোমা হিসেবে দারুণ কাজ দেবে। ইতিমধ্যে জানা হয়ে গেছে মশার কয়েল কি হারে পুড়ছে–প্রতি আধ ঘণ্টায় দু'ইঞ্চির মত। ধোঁয়ার গন্ধটা সহ্য হয় না রানার, হাঁচি পায়, কাজেই

কয়েলটা বাথরুমে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিল টয়লেটে।

ডেকে ফিরে এসে নতুন দুটো কয়েল পাঁচ ইঞ্চি লম্বা করে কাটল, পুড়তে সময় নেবে এক ঘণ্টার কিছু বেশি। হাতে তৈরি আগুনে বোমার ফিউজ ওগুলো, দ্বিতীয়টা ব্যাক-আপ হিসেবে কাজ করবে প্রথমটা ব্যর্থ হলে। বারুদ ভরা প্যাকেটটা ফুটো করল রানা, ফুটোর ভেতর কয়েলের প্রান্তগুলো ঢোকাল, টেপ দিয়ে আটকাল যাতে জায়গামত থাকে।

এরপর নিচে নেমে এসে ডিনার খেল। ডিনারে বসে ইচ্ছে হলো খানিকটা হুইস্কি খায়। নিজেকে মানা করল, সামনে বিপজ্জনক কাজ রয়েছে।

ডিনারের পর টেলিফোন গাইড উল্টে চাখার সিং-এর বাড়ির ঠিকানা বের করল রানা। টাউন ম্যাপের ভাঁজ খুলে দেখে নিল রাস্তাটা। নিচে নেমে চড়ে বসল ফোক্সওয়াগেনে, প্রায় ফাঁকা ও নির্জন রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে। চাখার সিং সুপারমার্কেটের আলোকিত সামনেটা দূর থেকে দেখতে পেল ও। স্বাভাবিক গতিতে পাশ কাটিয়ে এল জায়গাটা। তারপর গোটা এলাকাটা চক্কর দিয়ে ঘুরতে শুরু করল। বিল্ডিংটার পিছনের গলিতে আবর্জনা ভরা ব্যাগ আর খালি কার্ডবোর্ড বাক্সের স্তূপ দেখল ও, সুপারমার্কেটের পিছনের দেয়ালে ঠেকে রয়েছে, সময়মত নিয়ে যাবে পৌরসভার গাড়ি। আবর্জনা-স্তূপের ওপর, পাঁচিলের মাথায় স্মোক ডিটেকটর দেখে খুশি হলো ও, বুঝল ফায়ার-ওয়ার্নিং সিস্টেমের একটা অংশ ওটা।

ওখান থেকে গাড়ি চালিয়ে এয়ারপোর্টে চলে এল রানা। প্রায় খালি এয়ারপোর্ট কারপার্কে ল্যাণ্ডক্রুজারটা এখন নজর কাড়ছে। লক্ষ রাখার কথা বলে অ্যাটেনড্যান্টকে ক'টা টাকা দিল ও, তারপর ট্রাকের পিছনের দরজা খুলে মেডিকেল বক্সের ভেতরটা হাতড়াল, খুঁজে নিল স্লিপিং ক্যাপসুল ভরা প্লাস্টিকের বোতলটা।

স্ট্রীট ল্যাম্পের নিচে ফোক্সওয়াগেন থামাল রানা। কোলের ওপর রেখে কিমা করা মাংসের প্লাস্টিক ব্যাগটা খুলল। ইতিমধ্যে নরম হয়ে গেছে মাংস। নখের সাহায্যে স্লিপিং ক্যাপসুলগুলো খুলে সাদা পাউডার ঢালল মাংসের ওপর। পঞ্চাশটা ক্যাপসুল ব্যবহার করল ও। জানে, এই মাংস খাওয়াতে পারলে বড় আকারের একটা হাতিকেও অচল করে দেয়া যাবে। গুঁড়ো ওষুধ কুচি করা মাংসের সঙ্গে ভাল করে মেশাল ও।

গাড়ি চালিয়ে গভর্নমেন্ট হাউস আর স্টেট হাউসের পিছনে, অভিজাত এলাকায় চলে এল রানা। চাখার সিং-এর বাড়িটা এখানেই। বাড়িটার সামনে দুই বা তিন একর জায়গা জুড়ে শুধু লন আর বাগান। পাশ কাটিয়ে এল ও, গাড়ি থামাল প্রায় অন্ধকার রাস্তায়। তারপর ফুটপাত ধরে ফিরে চলল।

চাখার সিং-এর বাড়িটাকে ঘিরে থাকা বেড়ার পাশে আসতেই দুটো গাঢ় আকৃতি বিচ্ছিন্ন হলো ছায়া থেকে, ঝাঁপিয়ে পড়ল বেড়ার জালে। জার্মান রটওয়েইলার্স, চিনতে পারল রানা। ওর রক্ত পান করার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে কুকুর দুটো। হায়েনার পর রটওয়েইলার্সই রানার সবচেয়ে অপ্রিয় জানোয়ার। ফুটপাত ধরে, বাড়িটার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত হাঁটছে ও, বেড়ার

ওপারে ওর পাশাপাশি হাঁটছে কুকুর দুটো।

সামনে ড্রাইভওয়েতে ঢোকার গেট। রানা লক্ষ করল, চেইনের সঙ্গে ঝুলন্ত তালাটা আসলে জটিল কিছু নয়, হাতে পেপার ক্লিপ থাকলে দু'মিনিটের কাজ।

ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রটওয়েইলার্স দুটো, কোণে পৌঁছে বাঁক ঘুরল রানা, ঢুকে পড়ল অন্ধকার একটা গলিতে। পকেট থেকে ওষুধ মেশানো মাংসের প্যাকেটটা বের করল ও, ভাগ করল দুটো সমান ভাগে। আবার আগের পথ ধরে ফিরে আসছে ও।

কুকুর দুটো ওর জন্যে অপেক্ষা করছে। বেড়ার ওপর দিয়ে এক ভাগ মাংস ছুঁড়ে দিল ও, শূন্যে থাকতেই একটা কুকুর হাঁ করা মুখে আটকাল সেটা, এক ঢোকে গিলে ফেলল। এবার মাংসের দ্বিতীয় ভাগটাও ছুঁড়ল ও, দেখল সেটাও এক ঢোকে গিলে ফেলা হলো।

ফোক্সওয়াগেনে চড়ে শহরে ফিরে এল রানা। সুপারমার্কেট থেকে বেশ খানিকটা দূরে থামল, গাড়িতে বসেই বারুদ ভরা মোড়ক থেকে বেরিয়ে আসা মশার কয়েলের প্রান্ত দুটোয় আগুন দিল। ফুঁ দিয়ে শিখা নেভাল, দেখে নিল ভালভাবে পুড়ছে কিনা।

গাড়ি থেকে নেমে শান্তভাবে হাঁটছে রানা। একটু পরই সুপারমার্কেটের পিছনের গলিতে পৌঁছে গেল। আগুনে বোমাটা খালি একটা কার্ডবোর্ডের বাক্সে ফেলল ও, হাঁটার গতি না বাড়িয়ে বেরিয়ে এল গলি থেকে।

ফোক্সওয়াগেনে বসে হাতঘড়ি দেখল রানা। দশটা বাজতে কয়েক মিনিট বাকি। আবার গভর্নমেন্ট হাউসের পিছনে চলে এল ও, গাড়ি থামাল চাখার সিং-এর বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে।

হাতে কালো লেদার গ্লাভস পরল রানা। ড্রাইভিং সীটের তলা থেকে শটগানটা বের করল, হালকা তারপুলিন দিয়ে এখনও মোড়া রয়েছে। অস্ত্রটা খুলে তিনটে আলাদা ভাগ করল, প্রতিটি পার্টস মুছল সযত্নে, যাতে কোন ফিঙ্গারপ্রিন্ট না থাকে। তারপর ফোরস্টক-এর সঙ্গে জোড়া লাগাল ডাবল ব্যারেল। ফোক্সওয়াগেন থেকে নেমে ব্যারেলগুলো ট্রাউজারের একটা পায়ার ভেতর ঢুকিয়ে দিল, ব্রীচ আর বাটস্টক থাকল ওর লেদার জ্যাকেটের তলায়।

প্যান্টের ভেতর ব্যারেল থাকায় হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে, তবে সবাইকে দেখিয়ে অস্ত্র বহন করার চেয়ে একটু খোঁড়ানো ভাল। কতক্ষণ পর পর এই এলাকায় টহল দেয় পুলিস জানা নেই ওর। পকেটে হাত ভরল রানা, দেখে নিল স্পেয়ার কার্ট্রিজ আর ওয়্যারহাউসের চাবি আছে কিনা। আড়ষ্ট পা টেনে হাঁটছে ও, যাচ্ছে চাখার সিং-এর বাড়ির দিকে।

বাড়িটার কোণে পৌঁছুল ও, বেড়ার ওপার থেকে কোন কুকুর ওকে অভ্যর্থনা জানাল না। মৃদু শিস দিল রানা, তারপরও এল না তারা। তারমানে ওষুধে কাজ হয়েছে। গাড়িপথে ঢোকার গেটে ওর হিসেবের চেয়ে কম সময় ব্যয় হলো, পেপার-ক্লিপের সাহায্যে তালাটা খুলতে এক মিনিটের বেশি লাগল না। গেটটা পুরোপুরি খোলা রেখে লনের ওপর দিয়ে এগোল রানা, কাঁকর ছড়ানো গাড়িপথটাকে এড়িয়ে।

মালাভিয়ের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি জাম্বিয়ার মত খারাপ নয়, তবু চাখার সিং-এর বাড়িতে নাইট গার্ড থাকবে বলে ধারণা করল ও। কিন্তু না, কেউ ওকে চ্যালেঞ্জ করল না। দেখা যাচ্ছে মানুষের চেয়ে জানোয়ারদের ওপরই চাখার সিং-এর বেশি আস্থা।

বাগানে ঢুকে ঝোপ-ঝাড়ের আড়াল পেয়ে গেল রানা, এখান থেকে বাড়িটার মূল অংশের ওপর চোখ বুলাল। নিচু র‍্যাঞ্চহাউসের স্টাইলে বানানো হয়েছে বাড়িটা, জানালাগুলো বিশাল, প্রায় সবগুলোই খোলা আর আলোকিত। মাঝেমধ্যে পর্দার গায়ে সচল ছায়া পড়তে দেখল ও। ছায়ার আকৃতি দেখে আন্দাজ করল কে মা আর কে মেয়ে।

জোড়া গ্যারেজ মূল ভবনের লাগোয়া। একটা দরজা খোলা, ভেতরে সবুজ ক্যাডিলাক চকচক করছে। তার মানে চাখার সিং বাড়িতেই আছে।

ছায়ায় দাঁড়িয়ে শটগানটা জোড়া লাগাল রানা, ব্রীচে ভরল দুটো এসএসজি কার্ট্রিজ। কাছ থেকে গুলি করলে একটা লোককে কেটে দু'টুকরো করবে এই বুলেট। অ্যাকশন ক্লোজ করল ও, সেট করল সেফটি-ক্যাচ। জানালা থেকে আসা আলো হাতঘড়ির ডায়ালে ফেলার জন্যে কব্জিটা ঘোরাল, চোখ বুলাল আলোকিত সংখ্যাগুলোর ওপর। এখন থেকে আনুমানিক বিশ মিনিট পর, নির্ভর করে মশার কয়েল কি হারে পুড়ছে তার ওপর, বারুদ ভরা কাগজের মোড়কটা বিস্ফোরিত হবে। আবর্জনার স্তূপে আগুন ধরে যাবে, চারদিক ঢাকা পড়ে যাবে ধোঁয়ায়। আগুন ধরার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বেজে উঠবে ফায়ার অ্যালার্ম।

খোলা লনের ওপর দিয়ে দ্রুত পায়ে এগোল রানা, বাড়ির জানালাগুলোর দিকে চোখ। পায়ের তলায় কিচকিচ আওয়াজ করল কাঁকর, তারপর গ্যারেজের ভেতর ঢুকে পড়ল ও। চিৎকার হবে, পেশী শক্ত করে অপেক্ষা করল, কিন্তু কোন শব্দ হলো না। ক্যাডিলাকের দরজাগুলো পরীক্ষা করল ও। সবগুলোয় তালা দেয়া।

গ্যারেজের দেয়ালে একটা দরজা রয়েছে, নির্ঘাত মূল ভবনের সঙ্গে সংযুক্ত। এই দরজা দিয়েই গ্যারেজে ঢুকবে চাখার সিং।

ফায়ার অ্যালার্ম বাজার খবর পেয়ে গ্যারেজে ঢুকবে সে, তার আগে আরও অন্তত পনেরো মিনিট অপেক্ষা করতে হবে রানাকে। অপেক্ষা করছে ও, বিবেক ও নীতিবোধ প্রশ্ন তুলল ওর মনে। কাজটা কি উচিত হচ্ছে?

চেরিস খুন হয়েছে বটে, কিন্তু আত্মরক্ষার জন্যে তাকে খুন করতে বাধ্য হয়েছে রানা। তবে ঠাণ্ডা মাথায় আগেও অনেক খুন করেছে ও। ওর পেশায় টিকে থাকতে হলে মাঝে-মধ্যে পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে খুন না করে কোন উপায় থাকে না। যদিও কোন হত্যাই আনন্দ বা তৃপ্তি দেয় না রানাকে। দেশপ্রেমিক হিসেবে এসপিওনাজ জগতে আছে ও, মাতৃভূমির স্বার্থ রক্ষার জন্যে নিবাচিত একজন সৈনিক, এবং খুন-খারাবি একজন সৈনিকের দায়িত্ব হলেও প্রতিটি হত্যাকাণ্ড ঘটাবার পর এক ধরনের অপরাধবোধে জর্জরিত হতে হয় ওকে।

তারপরও আজ আবার ঠাণ্ডা মাথায় খুন করার প্রস্তুতি নিচ্ছে রানা। ঠাণ্ডা মাথায়, হিসেব কষে। প্রশ্ন উঠল, আলি শাহ যাদের দ্বারা খুন হয়েছে তাদেরকে সে

খুন করবে, এভাবে চিন্তা করাটা কি ঠিক হচ্ছে? কোন বিচারক রায় দেননি, মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেননি, তারপরও কোন্ অধিকারে একজনের প্রাণ কেড়ে নিতে চায় সে?

তারপর রুমানা আর ওদের ছেলেমেয়েদের কথা মনে পড়ল। আক্রোশে হাঁপিয়ে উঠল রানা। এই মুহূর্তে নাগাল পেলে জেরা করার ঝামেলায় যাবে না, সরাসরি গুলি করে মেরে ফেলবে চাখার সিংকে। রানা বিশ্বাস করে, এটা ওর পবিত্র একটা কর্তব্য—ষোলো আনা প্রতিশোধ নেয়া। যারা দায়ী তাদের একজনকেও বাঁচতে দেবে না ও। এ-ও জানে, খুনগুলো ঘটাবার পর অদ্ভুত এক অপরাধবোধ জাগবে মনে, তবু দায়িত্ব ত্যাগ করা ওর পক্ষে সম্ভব নয়।

দরজার ভেতর কোথাও টেলিফোন বেজে উঠল। নড়ে উঠল রানা, আরও শক্ত করে ধরল শটগানটা। এক মিনিট পর দ্রুতগতি পায়ের শব্দ ঢুকল কানে, দরজার ওদিক থেকে এগিয়ে আসছে। তালা খোলার আওয়াজ হলো। দড়াম করে দেয়ালে বাড়ি খেল কবাট। গ্যারেজে ঢুকল এক লোক। আলো রয়েছে লোকটার পিছনে, মাথায় পাগড়ি না থাকায় প্রথম এক মুহূর্ত চাখার সিংকে চিনতে পারল না রানা। ক্যাডিলাকের পাশে চলে এল লোকটা। চাবির শব্দ হলো, কী-হোল খুঁজছে সে। না পেয়ে বিরক্তিসূচক শব্দ করল, তারপর দেয়ালের দিকে হাত বাড়িয়ে অন করল আলোর সুইচ।

আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল গ্যারেজ।

মাথায় পাগড়ি না থাকলেও চাখার সিং-এর না কাটা চুল আর দাড়ি মোচড় খেয়ে খুলির মাঝখানে একটা মস্ত খোঁপার মত হয়ে আছে। রানার দিকে খানিকটা পিছন ফিরে রয়েছে সে, ক্যাডিলাকের দরজার তালায় চাবি ঢোকাল।

এগিয়ে এসে তার পিছনে দাঁড়াল রানা, পিঠে ঠেকাল শটগানের মাজল। 'বীরত্ব দেখিয়ে কিছু করতে যাবেন না, মি. চাখার। আপনারই শটগান আপনার শিরদাঁড়ায় ঠেকে আছে।'

স্থির পাথর হয়ে গেল চাখার সিং। তারপর ধীরে ধীরে মাথা ঘুরিয়ে তাকাল রানার দিকে, হাঁ হয়ে আছে মুখ। 'কিন্তু···তুমি···' শুরু করলেও, নিজেকে তাড়াতাড়ি সামলে নিল সে।

মাথা নাড়ল রানা। 'আপনার প্ল্যানে কাজ হয়নি। চেরিসের ঘিলু খুব কম, না বলে পারছি না। তাকে আপনার অনেক আগেই বরখাস্ত করা উচিত ছিল। এবার গাড়ির ওই দিকে চলে যান, তবে সাবধানে নড়াচড়া করবেন। প্লীজ লেট আস কীপ আওয়ার ডিগনিটি।'

শিখ লোকটার পিঠে মাজলের গুঁতো মারল রানা, পাতলা সুতী শার্টের ভেতর চামড়া ছিলে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট জোরে। খাকি রঙের স্ল্যাকস আর ওই শার্টটাই শুধু পরে আছে সে, পায়ে স্যাণ্ডেল। বোঝাই যায়, ব্যস্ত হাতে কাপড় পরেছে সে।

ক্যাডিলাকের রেডিয়েটর গ্রিলকে পাশ কাটিয়ে প্যাসেঞ্জার সাইডের দরজার কাছে চলে এল ওরা।

'দরজাটা খুলুন। ভেতরে ঢুকুন,' নির্দেশ দিল রানা।

নরম, আরামদায়ক সীটে বসল চাখার সিং; তাকিয়ে আছে শটগানের

ব্যারেলের দিকে, তার মুখের কাছ থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে। যতটা না গরম পড়েছে তারচেয়ে বেশি ঘামছে সে। টিয়া পাখির মত বাঁকা নাকে ঘামের বিন্দু জমেছে। জুলফির কাছ থেকে মোটা ধারায় গড়াচ্ছে, ভিজিয়ে দিচ্ছে দাড়ি। তার মুখ থেকে মাংস ও এলাচের গন্ধ বেরুচ্ছে। তবে ক্যাডিলাকের চাবি রানার দিকে বাড়িয়ে দেয়ার সময় তার চোখে ক্ষীণ আশার আলো জ্বলে উঠল।

'তুমি···আপনি গাড়ি চালাবেন? এই নিন চাবি, কোন আপত্তি নেই। চলুন কোথায় নিয়ে যাবেন। নিজেকে আমি আপনার হাতে তুলে দিলাম, পুরোপুরি।' হাসি হাসি মুখ করল চাখার সিং। 'আমার ভাষা বোঝেন তো? হে হে, বুঝবেন না কেন–নেভার মাইণ্ড, এক অর্থে বলা যায় একই দেশের মানুষ আমরা,' হিন্দী ভাষায় কথাগুলো বলল সে।

'নাইস ট্রাই, মি. সিং। তবে শটগানটা মুহূর্তের জন্যেও আপনার দিক থেকে সরবে না। ড্রাইভিং সীটে সরে বসুন, সাবধানে।'

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে সরে যাচ্ছে চাখার সিং, শটগানের মাজল দিয়ে তাকে গুঁতো মারল রানা। 'তাড়াতাড়ি করুন।'

'আসলে কি চান আপনি, মি. রানা?'

'কথা নয়, একদম চুপ!' প্যাসেঞ্জার সীটে উঠে পড়ল রানা। শটগানটা কোলের ওপর, স্বাভাবিক দৃষ্টিতে তাকালে কেউ দেখতে পাবে না, তবে মাজলটা ঠেকে আছে চাখার সিং-এর নিচের দিকের পাঁজরে। খালি হাতটা দিয়ে দরজা বন্ধ করল ও। 'এবার স্টার্ট দিন। রাস্তায় বের করুন গাড়ি।'

লনের ওপর হেডলাইটের আলো পড়তে দূরে দেখা গেল ঘাসের ওপর নিঃসাড় পড়ে রয়েছে একটা কুকুর।

'আমার কুকুর···আমার মেয়েদের অত্যন্ত প্রিয় ওগুলো!'

'সুযোগ থাকলে ক্ষমা চেয়ে নিতাম,' বলল রানা। 'তবে ওষুধ খেয়ে অজ্ঞান হয়ে আছে কুকুরটা, মরেনি।'

রাস্তায় বেরিয়ে এল ক্যাডিলাক। 'আমার দোকান, শহরে আমার সুপারমার্কেটে আগুন লেগেছে। বোধহয় আপনিই দায়ী, মি. রানা। ওখানে আমার কয়েক মিলিয়ন মার্কিন ডলার পুঁজি খাটছে···।'

'সত্যি আপনার দুর্ভাগ্যের জন্যে আমি দুঃখিত, মি. সিং,' বলল রানা। 'জীবন বড় কঠিন, তাই না? তবে আপনার আর কি ক্ষতি হবে, ক্ষতি যা হবার বীমা কোম্পানীর হবে। তা আপনি হঠাৎ আমাকে এত সম্মান দেখাচ্ছেন কেন বলুন তো? যতদূর মনে পড়ে, এর আগে আপনি আমাকে তুমি বলে সম্বোধন করেছেন।'

'মানুষ ভুল করে না?' নরম সুরে জিজ্ঞেস করল চাখার সিং। 'তাছাড়া আপনি আমার ছেলের বয়েসী, তুমি তো বলতেই পারি।'

'না, আপনিই বলুন,' কঠিন সুরে বলল রানা। 'এবার ওয়্যারহাউসের দিকে গাড়ি চালান।'

'ওয়্যারহাউস? কোন ওয়্যারহাউস?'

'যেখানে আপনার আর চেরিসের সঙ্গে আজ ভোররাতে আমার দেখা

হয়েছিল, মি. সিং। এবার চিনতে পারছেন?'

ওয়্যারহাউসের দিকেই গাড়ি চালাচ্ছে চাখার সিং, এখনও দরদর করে ঘামছে সে। বন্ধ ক্যাডিলাকের ভেতর রসুন আর এলাচের গন্ধ বেশি করে পাচ্ছে রানা। বাঁ হাতটা দিয়ে এয়ার-কন্ডিশনিং অ্যাডজাস্ট করল ও।

মুখে কোন কথা বলছে না, তবে ঘন ঘন রিয়ার-ভিউ মিররের দিকে তাকাচ্ছে চাখার সিং—বোঝা যায়, সাহায্য পাবার আশায় আছে সে। তবে রাস্তাটা প্রায় ফাঁকাই বলা যায়।

শিল্পাঞ্চলে ঢোকার মুখে ট্রাফিক লাইটে থামল ক্যাডিলাক। পিছন থেকে হেডলাইটের আলো পড়ল ক্যাডিলাকের ভেতর, তারপর একটা ল্যাণ্ডরোভার এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল পাশে। বাদামি রঙ গাড়িটার। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে রানা দেখল, ইউনিফর্ম পরা দু'জন কনস্টেবল বসে রয়েছে।

ওর পাশে আড়ষ্ট হলো চাখার সিং, নিজেকে যেন গুটিয়ে নিচ্ছে লোকটা। চুপিসারে তার দিকের দরজার কাছে পৌঁছে গেল একটা হাত।

'প্লীজ, মি. সিং,' বলল রানা, কথায় হাসির সুর। 'এ-ধরনের ভুল করবেন না। রক্ত আর নাড়িভুঁড়ি ছড়িয়ে থাকলে আপনার ক্যাডিলাকের রিসেল ভ্যালু কমে যাবে।'

ধীরে ধীরে চুপসে গেল চাখার সিং। পুলিস কনস্টেবলদের একজন ল্যাণ্ডরোভার থেকে এখন তাকিয়ে রয়েছে ওদের দিকে।

'হাসুন,' নির্দেশ দিল রানা। 'ওর দিকে তাকিয়ে সামান্য হাসুন।'

মাথাটা ঘোরাল চাখার সিং, খোঁচা খাওয়া কুকুরের মত মুখ বিকৃত করল। তাড়াতাড়ি অন্য দিকে তাকাল কনস্টেবল। ট্রাফিক সিগন্যাল বদলে গেল, সামনে বাড়ল ল্যাণ্ডরোভার।

'ওদেরকে আগে থাকতে দিন,' নির্দেশ দিল রানা।

পরবর্তী মোড়ে বাম দিকে ঘুরল ল্যাণ্ডরোভার।

'দারুণ সহযোগিতা করেছেন,' বলল রানা। 'আপনার আচরণে আমি সন্তুষ্ট।'

'আমরা অসভ্য নই, মি. রানা—আপনি বা আমি। সভ্য মানুষ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করে। জানতে পারি, কি কারণে আপনি আমার সঙ্গে খারাপ আচরণ করছেন?'

'আবার ইয়ার্কিও মারা হচ্ছে!' বিস্ময় প্রকাশ করল রানা। 'আপনার কোন ধারণা নেই কতটুকু খারাপ ব্যবহার করা হবে। ওয়েট অ্যাণ্ড সী।'

'ইয়ার্কি? মস্করা? ওহ্ নো! বিলিভ মি, আপনার সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করতে চাই আমি। ঠিক আছে, আইভরি নিয়েই কথা হোক। কিন্তু আইভরি আপনার উদ্বেগ হয়ে কি করে?'

'আইভরি চুরি হলে যে-কোন ভাল লোকই উদ্বিগ্ন হবে। তবে আপনি ঠিক ধরেছেন। ওটা আসল কারণ নয়।'

'তাহলে আসুন চেরিসের হাতে আপনাকে তুলে দেয়ার ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলি। ওটা ব্যক্তিগত কিছু ছিল না। নিজের বিপদ নিজেই আপনি ডেকে এনেছিলেন। নিজেকে আমি রক্ষা করার চেষ্টা করলে আপনি আমাকে দোষ দিতে

পারেন না। আপনার শরীরে বা সম্মানে যদি কোন আঘাত লেগে থাকে, খুশি মনে ক্ষতিপূরণ দেব আমি। নেভার মাইণ্ড, আসুন আমরা বরং একটা সংখ্যা নিয়ে আলাপ করি। দশ হাজার ডলার। মার্কিন, অবশ্যই।' হাসি হাসি মুখ করে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল চাখার সিং।

'এটাই কি আপনার শেষ প্রস্তাব? না বলে পারছি না, রূপণতার চূড়ান্ত করছেন আপনি!'

'হ্যাঁ, ঠিক, কম হয়ে গেছে। বেশ, তাহলে পঁচিশ হাজার···না, যান, পঞ্চাশই নিন। পঞ্চাশ হাজার ইউএস ডলার।'

'আমার প্রিয় বন্ধুদের মধ্যে অন্যতম ছিল আলি শাহ,' মৃদু, নরম সুরে বলল রানা। 'তার বউ ছিল ভারি লক্ষ্মী একটা মেয়ে। ওদের তিন ছেলেমেয়ে–দুটো মেয়ে, একটা ছেলে। আলি শাহ তার ছেলের নাম রেখেছিল আমার নামে···।'

'এবার আপনি আমাকে ধাঁধায় ফেলে দিচ্ছেন, মি. রানা, নেভার মাইণ্ড। আলি শাহ কে?' জানতে চাইল চাখার সিং। 'ঠিক আছে যান, তার বাবদেও পঞ্চাশ হাজার ডলার দেয়া গেল। সব মিলিয়ে এক লাখ মার্কিন ডলার। নগদ গুণে দেব আপনাকে, আপনি হেঁটে চলে যাবেন। দু'জনেই এই বোকামির কথা ভুলে যাব। ব্যাপারটা ঘটেইনি। আমি ঠিক বলছি, মি. রানা?'

'একটু দেরি হয়ে গেছে, মি. সিং। আলি শাহ ছিল চিউইউই ন্যাশনাল পার্কে চীফ ওয়ার্ডেন।'

ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ছাড়ল চাখার সিং। 'ওই ব্যাপারটার জন্যে সত্যি আমি সাংঘাতিক দুঃখিত, মি. রানা। ঘটনাটা আমার নির্দেশে ঘটেনি···' তার ভঙ্গুর কণ্ঠস্বরে আতঙ্কের কাঁপন লক্ষ করার মত। 'ওই ঘটনার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। সত্যিই আমি জড়িত নই। জড়িত আসলে···জড়িত আসলে ওই চীনা ভদ্রলোক।'

'তাহলে চীনা ভদ্রলোক সম্পর্কে বলুন আমাকে।'

'বললে আপনি আমার ক্ষতি করবেন না? কসম?'

মনে হলো বেশ সময় নিয়ে বিবেচনা করছে রানা। 'ঠিক আছে,' অবশেষে বলল ও। 'আপনার ওয়্যারহাউসে যাব আমরা, নিরিবিলিতে বসে ব্যাপারটা নিয়ে কথা হবে। চঙমঙ গঙ সম্পর্কে আপনি যা জানেন সব আমাকে বলবেন, তারপর আপনাকে আমি ছেড়ে দেব–কোন ক্ষতি না করে।'

রানার দিকে ফিরল চাখার সিং, ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলের আভায় ভাল করে দেখল ওকে, তারপর বলল, 'আপনাকে আমি বিশ্বাস করলাম, মি. রানা। আমার ধারণা কথা দিয়ে কথা রাখার লোক আপনি।'

'আপনার ধারণা নির্ভুল, মি. সিং,' আশ্বস্ত করল রানা। 'গাড়িতে আর কোন কথা নয়, কেমন? ওয়্যারহাউসে চলুন।'

স মিল পাশ কাটিয়ে এল ওরা। কাঠ বোঝাই উঠন দিনের মত আলোকিত। লম্বা শেডের ভেতর কাজ করছে শ্রমিকরা।

'ব্যবসা খুব ভালই মনে হয়, মি. সিং। রাতেও কাজ করাচ্ছেন।'

'হপ্তাশেষে বড় একটা চালান যাবে অস্ট্রেলিয়ায়।'

'লাভটা ভোগ করার জন্যে অন্তত এই ক'টা দিন বেঁচে থাকতে চাইবেন আপনি, কাজেই আমার সঙ্গে সহযোগিতা করুন।'

রাস্তার শেষ মাথায় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওয়্যারহাউস। মেইন গেটের সামনে গাড়ি থামাল চাখার সিং। গেট হাউসের ভেতর লোক বা আলো নেই।

'লেফট-হ্যান্ড ড্রাইভ,' বলল চাখার সিং, ক্ষমাপ্রার্থনাসূচক কাঁধ ঝাঁকিয়ে ক্যাডিলাকের কন্ট্রোলের দিকটা ইঙ্গিত করল। 'আপনার দিক থেকে গেট অপারেট করতে হবে।' রানার হাতে একটা প্লাস্টিক-কোটেড ইলেকট্রনিক কী-কার্ড ধরিয়ে দিল সে। এই একই কার্ড চেরিসের কাছ থেকেও পেয়েছে রানা।

জানালার কাঁচ নামিয়ে বাইরের দিকে ঝুঁকল রানা, কার্ডটা কন্ট্রোল বক্সের ফাঁকে চেপে ধরল। খুলে গেল গেট, গাড়ি নিয়ে ভেতরে ঢুকল চাখার সিং। ওদের পিছনে আবার বন্ধ হয়ে গেল গেট।

'আপনার চিতা-গার্ড নিশ্চয় অনেক খরচ বাঁচিয়ে দিচ্ছে,' আপাপী সুরে কথা বলছে রানা, তবে চাখার সিং-এর পাঁজরে শটগানের চাপ একটুও কমায়নি। 'কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝি না, ওটাকে আপনি অমন খেপিয়ে রাখেন কিভাবে? আমার অভিজ্ঞতা বলে, খোঁচা না দিলে চিতা কখনও কোন মানুষকে আক্রমণ করে না।'

'কথাটা ঠিক।' মৌখিক চুক্তি হবার পর চাখার সিং আগের চেয়ে অনেক শান্ত। তার ঘাম ঝরাও বন্ধ হয়ে গেছে। খানিকটা উৎসাহের সুরেই কথা বলছে সে। 'যার কাছ থেকে কিনি, সেই আমাকে পরামর্শটা দিয়েছিল। দিন কয়েক পর পর শয়তানটাকে ব্যথা দিতে হয়, নেভার মাইণ্ড। ওটার লেজের তলায় গরম লোহা ব্যবহার করি আমি...,' হেসে উঠল সে, এবার নির্ভেজাল মজা পেয়ে। 'আহ্, যদি দেখতেন কী রকম খেপে শালী! ওরকম চেঁচামেচি জীবনে আপনি শোনেননি।'

'আপনি ওটাকে ইচ্ছা করে খেপান? খেপিয়ে তোলার জন্যে কষ্ট দেন?' রানা বিস্মিত ও আহতবোধ করল, কথার সুরে ঘৃণা আর রাগ চাপা থাকল না।

'আরও যোগ্য ও দক্ষ করার জন্যে এক ধরনের ট্রেনিং মাত্র। জানি পশু-প্রেমিকদের পছন্দ হবে না ব্যাপারটা। সামান্য জখম, শুধু চামড়া আর খানিকটা চর্বি পোড়ে, শুকাতে বেশি সময় লাগে না।'

ওয়্যারহাউসের সামনে গাড়ি থামাল চাখার সিং। রোলার ডোর খোলার জন্যে কী-কার্ডটা আরেকবার ব্যবহার করল রানা। ভেতরে ঢুকল ওরা, পিছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

'ওদিকে, লোডিং র‍্যাম্পে পার্ক করুন,' নির্দেশ দিল রানা। হেডলাইটের আলোয় গুহাসদৃশ ওয়্যারহাউস আলোকিত হয়ে উঠল। আগের মতই মাল-পত্রে ঠাসা দেখল রানা।

র‍্যাম্পের দিকে এগোচ্ছে ক্যাডিলাক, মুহূর্তের জন্যে হেডলাইটের পুরো আলোয় ধরা পড়ল চিতাবাঘ। নিখুঁত চৌকো আকৃতিতে সাজিয়ে স্তূপ করা হয়েছে অনেকগুলো প্যাকিং-কেস, স্তূপটার মাথায় গুঁড়ি মেরে বসে রয়েছে সে। আলো লাগতেই মাথা নিচু করে গর্জে উঠল, হলুদ চোখ জ্বলজ্বল করছে, খেঁকিয়ে ওঠার

ভঙ্গি করে ভাঁজ ভুলল ঠোঁটে। পরমুহূর্তে লাফ দিয়ে প্যাকিং কেসের আরেকটা স্তূপের আড়ালে চলে গেল।

'চণ্ডীর মুখে জখমটা দেখলেন?' অভিমান ও নরম অভিযোগের সুরে জিজ্ঞেস করল চাখার সিং। 'ওটা আপনার কীর্তি, অথচ তারপরও আপনি আমাকে নিষ্ঠুর বলে দোষ দেন, মি. রানা। শয়তানটা এই মুহূর্তে সাংঘাতিক খেপে আছে, কোনভাবে সামলানো যাচ্ছে না। ওটাকে হয়তো মেরেই ফেলতে হবে আমার। বড় বেশি বিপজ্জনক, এমন কি আমার বা আমার লোকদের জন্যেও।'

'এখানেই আলাপ করা যায়,' বলল রানা, চাখার সিং-এর কথায় গুরুত্ব দিল না। 'হেডলাইট নেভান, এঞ্জিন বন্ধ করুন।' হাত বাড়িয়ে ক্যাডিলাকের কেবিন লাইটের সুইচ অন করল ও, হেডলাইট নিভে যেতে গাড়ির ভেতরে নরম আভা থাকল শুধু।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল ওরা, তারপর শান্তভাবে প্রশ্ন করল রানা, 'তাহলে বলুন, মি. সিং, কখন ও কোথায় চণ্ডমণ্ড গঙের সঙ্গে পরিচয় হলো আপনার।'

'প্রায় তিন বছর আগে। এক বন্ধু আমাকে জানাল, আইভরি ও অন্যান্য জিনিস সম্পর্কে আগ্রহ আছে ভদ্রলোকের, ও-সব আমি তাকে সাপ্লাই দিতে পারি।'

'অন্যান্য জিনিসগুলো কি?'

ইতস্তত করছে চাখার সিং, তার পাঁজরে শটগানের গুঁতো মারল রানা। 'কি কথা হয়েছে, এরইমধ্যে ভুলে গেলেন?'

'ডায়মণ্ড...' কুঁকড়ে সরে যাবার চেষ্টা করল চাখার সিং। 'নামিবিয়া আর অ্যাঙ্গোলা থেকে। সান্দওয়ানা থেকে পান্না...'

'দেখা যাচ্ছে সাপ্লাই পাবার বহু উৎস আছে আপনার, মি. সিং।'

'আমি একজন ব্যবসায়ী, মি. রানা। ব্যবসায় আমি ভাল করছি, বোধহয় খুব ভাল করছি। সেজন্যেই মি. গঙ আমার সঙ্গে চুক্তি করতে চান।'

'লাভের বিনিময়ে পরস্পরকে আপনারা সাহায্য করতে রাজি হন, তাই তো?'

কাঁধ ঝাঁকাল চাখার সিং 'ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ ব্যবহার করার সুযোগ ছিল তাঁর। সম্পূর্ণ নিরাপদ শিপমেন্ট...।'

'তবে পাচারের মাল বেশি ভারি হয়ে গেলে ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে ভরা যায় না,' বলল রানা। 'এই যেমন আইভরির শেষ চালানটা।'

'হ্যাঁ,' একমত হলো চাখার সিং। 'তবে তাঁর ফ্যামিলি কানেকশনও বিরাট উপকারে লাগে।'

'আপনাদের সমস্ত ব্যবসার বিশদ বিবরণ দিন। তারিখ, পণ্য, মূল্য...'

'কি বলছেন!' প্রতিবাদ করল চাখার সিং। 'গত তিন বছরে কত ব্যবসা হয়েছে তার কি কোন হিসাব আছে! সব কি আর কারও পক্ষে মনে রাখা সম্ভব?'

'এইমাত্র না আপনি বললেন আপনি খুব ভাল একজন ব্যবসায়ী?' শটগান দিয়ে আবার তাকে গুঁতো মারল রানা, সরে যেতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো চাখার সিং, আগে থেকেই দরজার সঙ্গে সেঁটে আছে শরীরটা। 'আমি জানি, প্রতিটি

ব্যবসার খুঁটিনাটি সবকিছু আপনার মনে আছে।'

'ঠিক আছে,' বাধ্য হয়ে রাজি হলো চাখার সিং। 'প্রথম ব্যবসাটা করি আমরা তিন বছর আগে ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় হপ্তায়। আইভরি, মূল্য পাঁচ হাজার ডলার। ওটা ছিল পরীক্ষামূলক চালান। কোন সমস্যা হয়নি। মার্চের প্রথম হপ্তায় দ্বিতীয় চালানটা পাঠাই আমরা—আইভরি আর গণ্ডারের শিং, বিরাশি হাজার ডলার। একই বছর মে মাসে পান্না, চার লাখ ডলার···।'

সমস্ত তথ্য মনে গেঁথে নিচ্ছে রানা, লেখার সময় কিছুরই মনে পড়বে। প্রায় বিশ মিনিট ধরে বলে গেল চাখার সিং। সবশেষে বলল, 'আর বাকি থাকল একটা শিপমেন্ট—এবারের আইভরি। এ-সম্পর্কে আপনি জানেন।'

'শুড।' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'অবশেষে আমরা চিউইউই প্রসঙ্গে এলাম। আইডিয়াটা কার ছিল, মি. সিং?'

'কার আবার। অ্যামব্যাসাডরের। পুরোপুরি তাঁর একার আইডিয়া।'

'আপনি মিথ্যে কথা বলছেন। আইভরি গোডাউন সম্পর্কে তাঁর জানার কথা নয়। ওটা ঠিক কোথায় তা খুব কম লোকই জানে। আপনি জানতে পারেন কারণ আইভরির অবৈধ ব্যবসার সঙ্গে অনেকদিন থেকে জড়িত আপনি।'

'বেশ। হ্যাঁ, ওটা সম্পর্কে জানা ছিল আমার। কয়েক বছর ধরে খোঁজ-খবর রাখছিলাম। অপেক্ষা করছিলাম কবে সুযোগ পাব। তবে, চঙমঙ গঙ আমাকে বলেন, তাঁর বড় একটা চালান দরকার। হারারে এমব্যাসীতে তাঁর মেয়াদ প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল, বড় একটা দাঁও মেরে কেটে পড়তে চেয়েছিলেন। বড় চালান দরকার ছিল তাঁর পরিবারকে প্রভাবিত করার জন্যে। আমাকে বললেন, 'তাঁর বাবাকে খুশি করতে হবে।'

'তবে লোকজন ভাড়া করেন আপনি, তাই না? হানাদার-বাহিনীর সঙ্গেও আপনি যোগাযোগ করেন। এ-সব কাজ চঙমঙ গঙের দ্বারা হবার নয়। আপনার মত কনট্যাক্ট নেই তাঁর।'

'আমি আপনার বন্ধুকে খুন করার হুকুম দিইনি,' গলা কেঁপে গেল চাখার সিং-এর। 'আমি চাইনি এ-ধরনের কিছু ঘটুক।'

'তারমানে কি আপনি চেয়েছিলেন বেঁচে থাকুক ওরা, মি. গঙের কথা পুলিসকে বলার জন্যে?'

'হ্যাঁ—না, না! খুন করার আইডিয়াটা ছিল মি. গঙের। আমি খুন-খারাবিতে বিশ্বাসী নই, মি. রানা।'

'সেজন্যেই কি আপনি আমাকে আর চেরিসকে পাহাড়ী এলাকায় পাঠিয়েছিলেন?'

'না! আপনি আমাকে কোন সুযোগ দেননি, মি. রানা। প্লীজ, ব্যাপারটা আপনাকে বুঝতে হবে। আমি একজন ব্যবসায়ী, গ্যাঙলিডার নই।'

'ঠিক আছে, আপাতত এ-প্রসঙ্গ থাক। এবার বলুন, মি. গঙের সঙ্গে এরপর কি ব্যবসা করতে যাচ্ছেন আপনি? এত লাভজনক ব্যবসা, নিশ্চয় এটা চালিয়ে যাবেন আপনারা—মি. গঙ তাইওয়ানে ফিরে গেলেও, তাই না?'

'না!'

'মিথ্যে বলবেন না, মি. সিং। তা বললে চুক্তিটা ভাঙা হবে।' ইস্পাতের মাজল এত জোরে চালাল রানা, ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল চাখার সিং।

'হ্যাঁ,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে। 'ঠিক আছে। বলছি। কিন্তু এভাবে আমাকে মারবেন না। মারলে আমি কথা বলতে পারব না।'

চাপ একটু কমাল রানা। 'আপনাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি, মি. সিং। আপনি চুক্তি ভাঙার সুযোগ দিলে খুশি হব আমি। আজি শারের মেয়ে দুটোর বয়স ছিল আট আর দশ। আপনার লোকেরা ওদেরকে রেপ করেছে। তার ছেলে, মাসুদ, বয়স মাত্র চার। দেয়ালে আছাড় মেরে ওরা তার খুলি ফাটিয়েছে। দৃশ্যটা সুন্দর ছিল না, মি. সিং। হ্যাঁ, আপনি চুক্তি ভাঙার সুযোগ দিলে খুশি হব আমি।'

'প্লীজ, মি. রানা, এ-সব আমি শুনতে চাই না। আমি একজন সংসারী মানুষ, ব্যবসা করে খাই। আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে যে আমি চাইনি...'

'আপনার জটিল বোধ আর অনুভূতির ব্যাপারগুলো বাদ দিন, মি. সিং। আমি জানতে চাইছি, আগামী দিনগুলোর জন্যে আপনাদের কোন প্ল্যান ছিল কিনা।'

'নির্দিষ্ট কয়েকটা সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করি আমরা,' স্বীকার গেল চাখার সিং। 'আফ্রিকায় বিরাট সম্পত্তি আছে গণ্ড পরিবারের। আইভরির এই শেষ চালানটা তাইপেতে পৌঁছুবার পর পরিবারে মি. চঙমঙের মর্যাদা তুঙ্গে উঠে যাবে। বাবার সবচেয়ে প্রিয় সন্তান হয়ে উঠবেন তিনি। তাঁর আশা, রেড ড্রাগন ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানীর আফ্রিকান শাখার পুরো দায়িত্ব তাঁর হাতে তুলে দেবেন বাবা।'

'রেড ড্রাগন ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানী?'

'ওটা ওদের পারিবারিক হোল্ডিং কোম্পানী।'

'এ-সব প্লানে আপনারও ভূমিকা আছে, তাই না? আপনার এক্সপার্ট সার্ভিসের চাহিদা খুব বেড়ে যাবে। এ-ব্যাপারে মি. চঙমঙের সঙ্গে নিশ্চয় আপনার কথা হয়েছে?'

'না—!' আবার আর্তনাদ করল চাখার সিং, রানা তার পাঁজরে শটগানের প্রচণ্ড গুঁতো মেরেছে। 'প্লীজ, ভাই, আমাকে আর মারবেন না। হাই ব্লাড প্রেশারে ভুগছি আমি। এভাবে আঘাত পেতে আমি অভ্যস্ত নই। এ-ধরনের আনসিভিলাইজড আচরণ আমার স্বাস্থ্যের জন্যে মারাত্মক ক্ষতিকর...।'

'মি. চঙমঙের সঙ্গে আপনার পরবর্তী ব্যবসাটা কি? কোত্থেকে কি লুঠ করে কখন কোথায় পাঠাবেন?'

'আমি তাঁকে বলে দিয়েছি, লুঠপাট করার মধ্যে আমি আর নেই।'

'তাহলে? ব্যবসাটা কি রকম হবে? কোথায় হবে?'

'উবোমো-য়,' ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল চাখার সিং। 'রেড ড্রাগনের প্ল্যান হলো, তারা উবোমো-য় ব্যবসা করবে।'

'উবোমো?' রানার গলায় বিস্ময়। 'শেখ ফাহিম ফয়সল?'

উবোমো মানে আফ্রিকা মহাদেশের একটি দুর্লভ সাফল্যের ইতিহাস। মালাউয়ের মতই, গ্রেট রিফট ভ্যালি-র ঢালে প্রায় লুকিয়ে আছে। আফ্রিকার পুব পাশে লেক আর পাহাড় নিয়ে একটা দেশ, যেখানে খোলা বৃক্ষহীন প্রান্তর আর

আদি নিরক্ষীয় বনভূমি মিলিত হয়েছে। হেস্টিংস বান্দার মতই প্রেসিডেন্ট শেখ ফাহিম ফয়সল প্রাচীন আফ্রিকান পদ্ধতিতে শাসন করছেন দেশটাকে। ভদ্রলোককে ধন্যবাদ দিতে হয় এই জন্যে যে দেশটাকে তিনি ঋণমুক্ত রাখতে পেরেছেন, উপজাতিদের ঝগড়া মিটিয়ে দেশটাকে কয়েক টুকরো হতে দেননি।

প্রেসিডেন্ট ফাহিম ফয়সল সম্পর্কে জানে রানা, ভদ্রলোক ছোট একটা কটেজে থাকেন, মাথার ওপর করোগেটেড লোহার ছাদ, ল্যাণ্ডরোভারটা নিজেই চালান। মার্বেল পাথরের তৈরি কোন প্রাসাদ নয়, নয় কোন রোলস রয়েস বা কালো মার্সিডিজ, কিংবা নয় কোন ব্যক্তিগত জেট প্লেন। অর্গানাইজেশন অভ আফ্রিকান ইউনিটি-র মীটিঙে যোগ দেয়ার জন্যে কমার্শিয়াল এয়ারলাইন্সের ট্যুরিস্ট ক্লাস কেবিনের টিকেট কাটেন ভদ্রলোক, নিজের লোকদের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করার জন্যে ষোলো ঘণ্টা পরিশ্রম করেন, বিলাসিতা তাঁর একদমই পছন্দ নয়। তাঁর দেশ তাঁর কাছ থেকে আরও অনেক কিছু আশা করে, কাজেই বিশ্বাস করা যায় না যে রেড ড্রাগন-এর মত একটা ডাকাত-দলের সঙ্গে কোন চুক্তিতে আসবেন তিনি।

'ফাহিম ফয়সল? আমি বিশ্বাস করি না,' জোর দিয়ে বলল রানা।

'ফাহিম ফয়সল বাতিল একজন মানুষ। তিনি বুড়ো হয়ে গেছেন। উন্নতির পথে তিনি একটা বাধা। শিগগিরই তাঁকে বিদায় করা হবে। সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে আছে; উবোমোয় নতুন এক লোক আসছেন। তরুণ, প্রাণচঞ্চল, আশাবাদী···।'

'এবং লোভী,' বলল রানা। 'গোটা ব্যাপারটার সঙ্গে মি. চঙমঙ বা রেড ড্রাগনের কি সম্পর্ক?'

'বিশদ কিছু আমি আপনাকে বলতে পারব না, আমার নিজেরই জানা নেই। মি. চঙমঙ আমাকে অতটা বিশ্বাস করেন না। আমাকে তিনি শুধু বলেছেন, আমি যেন আমার লোকজনকে পাঠাই ওখানে, সব আয়োজন করে রাখি। নির্দিষ্ট দিনে তারা যেন কাজে লাগে।'

'নির্দিষ্ট দিনটা কবে?'

'তা আমি জানি না, আপনাকে তো বললামই। তবে কাছাকাছি কোন একটা দিনই হবে।'

'এ-বছর? আগামী বছর?'

'ভগবানের কিরে, খোদার কসম, আমি জানি না। আপনাকে আমি কিছুই গোপন করিনি। আপনার সমস্ত শর্ত আমি পূরণ করেছি। এবার আমার শর্ত আপনি পূরণ করুন। আপনার সম্পর্কে খবর নিয়েছি আমি। আপনি একজন মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধ করে নিজেদের দেশ স্বাধীন করেছেন, আপনাদের কথার দাম আছে। জেনেছি, আপনি একজন ভদ্রলোক। বাংলাদেশী ভদ্রলোকরা কথা দিয়ে কথা রাখে। ঠিক বলিনি, মি. রানা?'

'আমার সম্পর্কে এ-সব আপনি কিভাবে জানলেন?'

'টেলিফোন করে, মি. রানা। লণ্ডনের একটা প্রাইভেট সিক্রেট সার্ভিসে ফোন করে এ-সব আমি জেনেছি।'

স্বস্তিবোধ করল রানা। প্রাইভেট কোন সিক্রেট সার্ভিস ওর সম্পর্কে খুব কমই জানবে। 'আপনার শর্তটা যেন কি ছিল, মি. সিং?' জানতে চাইল ও। 'মনে করিয়ে দিন আমাকে।' শটগানের চাপ মুহূর্তের জন্যেও ঢিলে করছে না।

'মি. চঙমঙ সম্পর্কে আপনাকে সব কথা বলার পর আপনি আমাকে ছেড়ে দেবেন—কোন ক্ষতি না করে।'

'আমি কি আপনার কোন ক্ষতি করেছি, মি. সিং?'

'না, এখনও করেননি।' তবে চাখার সিং আবার ঘামতে শুরু করেছে, আগের চেয়ে দ্রুত। তার প্রতিপক্ষের চেহারা এত কঠিন, যেন একজন খুনে।

তার দিকে হাত বাড়াল রানা, খপ করে দরজার হাতল ধরল। ঘটনাটা এত দ্রুত, এমন অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটল যে নড়ার কোন সময়ই পেল না চাখার সিং। দরজার গায়ে সেঁটে ছিল সে, শটগানের চাপ এড়াবার চেষ্টায়।

'আপনি মুক্ত, মি. সিং,' নরম সুরে বলল রানা। ওর একটা হাত হ্যাঁচকা টানে খুলে ফেলল ড্রাইভারের দিকের দরজা, অপর হাতটা রাখল চাখার সিং-এর বুকের মাঝখানে। সমস্ত রাগ ও ঘৃণা এক করে প্রচণ্ড ধাক্কা দিল ও।

বিস্ফোরিত হলো দরজা। ওটার গায়ে শরীরের সমস্ত ভার চাপিয়ে রেখেছিল চাখার সিং। বুকে রানার হাতের ধাক্কা খেয়ে বাইরের দিকে ছিটকে পড়ল সে। ওয়্যারহাউসের পাকা মেঝেতে পিঠ দিয়ে পড়ল, তারপর শরীরটা গড়িয়ে গেল দু'বার। ওখানেই স্থির হয়ে পড়ে থাকল সে, বিস্ময়ের ধাক্কায় অসাড় ও পঙ্গু হয়ে গেছে।

দড়াম করে বন্ধ করল রানা দরজা, তালা লাগাল, তারপর হেডলাইট দুটো জ্বালল। কয়েক সেকেণ্ড কিছুই ঘটল না। গাড়ির বাইরে মেঝেতে পড়ে আছে চাখার সিং, চোখে খুনের নেশা, বুলেটপ্রুফ কাঁচের ভেতর দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে রানা। ওয়্যারহাউসের গভীরে কোথাও গাঢ় ছায়ার মধ্যে থেকে কর্কশ আওয়াজ তুলল চিতাবাঘ।

এক লাফে সিধে হলো চাখার সিং, প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্যাডিলাকের গায়ে, খালি হাতে জানালার কাঁচ খামচাচ্ছে। পেশীগুলো জ্যান্ত পোকার মত কিলবিল করায় কুৎসিত হয়ে উঠল তার মুখের চেহারা।

'আমাকে বাঁচান, ভাই! আমাকে মাফ করে দিন, ভাই! চণ্ডী, ভাই...প্লীজ, ভাই...!' বন্ধ জানালার বাইরে থেকে ভোঁতা আর অস্পষ্ট শোনাচ্ছে তার গলা, তবে তার কণ্ঠস্বরে নগ্ন আতঙ্ক তীক্ষ্ণ হয়ে বাজল কানে। মুখের কোণ থেকে লালা গড়াতে শুরু করেছে।

রানা নির্লিপ্ত, তাকিয়ে আছে; হাত দুটো বুকে ভাঁজ করা, শক্ত হয়ে আছে চোয়াল।

'আপনি যা চাইবেন,' আর্তচিৎকার বেরিয়ে আসছে চাখার সিং-এর গলা থেকে। 'যা চাইবেন তাই দেব আপনাকে...' কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন দিকে তাকাল সে, আবার রানার দিকে ফিরল উন্মত্ত পাগলের চেহারা নিয়ে। আজরাইলের ছায়া দেখতে পেয়েছে সে, আলোর বাইরে নিঃশব্দে চক্কর দিচ্ছে।

'টাকা!' চিৎকার করছে চাখার সিং, জানালার কাচে হাতের তালু দিয়ে ধাক্কা

মারছে ঘন ঘন। টাকা দেব আপনাকে—দু'লাখ, পাঁচ লাখ···এক মিলিয়ন ডলার! যত চাইবেন তত দেব। আমাকে শুধু ভেতরে ঢুকতে দিন। প্লীজ, আমার ওপর দয়া করুন, ভাই। আমি আপনার কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইছি। এখানে আমাকে ফেলে রেখে যাবেন না!'

গর্জে উঠল চিতা, আওয়াজটা এমনই ভীতিকর যে গাড়ির ভেতর নিরাপদ আশ্রয়ে থাকা সত্ত্বেও গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল রানার। ঝট করে ঘুরল চাখার সিং, অন্ধকারের মুখোমুখি হলো, পিছিয়ে এসে সেঁটে গেল ক্যাডিলাকের গায়ে। 'পিছু হটো, চণ্ডী!' আতঙ্কে অস্থির তার গলা। 'ফেরো, ফিরে যাও, খাঁচায় ঢোকো!'

তারপর দু'জনেই ওরা চিতাটাকে দেখতে পেল। প্যাকিং-কেসের দুই পাঁচিলের মাঝখানে গুঁড়ি মেরে রয়েছে। চোখ থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে হেডলাইটের আলো, হলুদ আর চকমকে। অদ্ভুত এক ছন্দে দোলাচ্ছে লেজটা। চাখার সিংকে লক্ষ করছে সে।

'না!' ফুঁপিয়ে উঠল চাখার সিং। 'এত নিষ্ঠুর আপনি হতে পারেন না! আপনার দুটো পায়ে পড়ি, আমাকে বাঁচান!'

চিতার চোখে নীরব ঘৃণা ও আক্রোশ, ঠোঁট উঁচু করে নিঃশব্দে খেঁকানোর ভঙ্গি করল। খাকি স্ল্যাকসের সামনেটা ভিজে গেল, কোন নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই ঝর ঝর করে প্রস্রাব করছে চাখার সিং। স্যাণ্ডেল পরা পায়ের চারধারে পাকা সিমেন্টের ওপর জমা হলো পানি।

'ওটা আমাকে খুন করবে। এটা অমানবিক! প্লীজ, ভেতরে ঢুকতে দিন আমাকে!' হঠাৎ করে চাখার সিং উন্মাদ হয়ে গেল। ক্যাডিলাকের গায়ে হাতের চাপ দিয়ে ওয়্যারহাউসের বন্ধ প্রধান দরজার দিকে ছুটল সে, ঝুলে থাকা অন্ধকারের ভেতর একশো ফুট দূরে ওটা। ওই দূরত্বের অর্ধেকটাও পেরোতে পারল না, তার আগেই নাগাল পেয়ে গেল চিতা। পিছন থেকে এল ওটা, পাকা মেঝের ওপর দিয়ে নিচু হয়ে, তারপর লাফ দিয়ে চড়ে বসল চাখার সিং-এর কাঁধে।

জোড়া মাথা ও কুঁজ বিশিষ্ট কিম্ভূতকিমাকার একটা প্রাণী বলে মনে হলো ওদেরকে। পরমুহূর্তে চিতার ভারে সামনের দিকে ছিটকে পড়ল চাখার সিং। পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে থাকল দুটো শরীর, একসঙ্গে গড়াগড়ি খাচ্ছে, পা ছুঁড়ছে দিকবিদিক, চাখার সিং-এর আর্তনাদ একাকার হয়ে মিশে যাচ্ছে চিতার কর্কশ গর্জনের সঙ্গে।

মুহূর্তের জন্যে লোকটা সিধে হলো হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে, কিন্তু চোখের পলকে আবার তার ওপর চড়াও হলো চিতা, এবার ওটার লক্ষ হলো মুখ। খালি হাতে চিতাকে ঠেকাবার চেষ্টা করল চাখার সিং, হাত দুটো ঢুকিয়ে দিল খোলা চোয়ালের ভেতর। তার কব্জির ওপর দাঁত বসাল চিতা।

এমন কি বন্ধ গাড়ির ভেতর থেকেও কব্জির হাড় ভাঙার আওয়াজটা শুনতে পেল রানা, শুকনো টোস্ট-এর মত মচমচ শব্দ হলো। আরও কর্কশ ও তীক্ষ্ণ হলো চাখার সিং-এর আর্তনাদ। অসহ্য ব্যথা প্রবল শক্তি এনে দিল তাকে, সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, হাতের সঙ্গে ঝুলছে চিতা।

এলোমেলো পা ফেলে পাক খাচ্ছে চাখার সিং, শক্ত মুঠো দিয়ে আঘাত করছে চিতাকে, ওটার চোয়াল থেকে ছাড়াবার চেষ্টা করছে অপর কব্জিটা। চিতার পিছনের পা দুটো তার উরুর ওপর আঁচড় কাটছে, ছিঁড়ে নামিয়ে আনছে খাকি স্ল্যাকস, হলুদ নখর কুঁচকি থেকে হাঁটু পর্যন্ত মাংস খুলে ফেলার সময় প্রস্রাব আর রক্ত মিলে একাকার হয়ে গেল।

কার্ডবোর্ড বাক্সের উঁচু একটা স্তূপের গায়ে শক্তা খেয়ে চাখার সিং নিজের চারধারে নামিয়ে আনল বাক্সগুলোকে। এরপর তার আর চিতার বোঝা বহন করার শক্তি থাকল না, আবার পড়ে গেল সে, এখনও তার ওপর চড়ে আছে চিতা।

থাবা মারছে চিতা, কামড় বসাচ্ছে, সেই সঙ্গে গজরাচ্ছে। আড়ষ্ট হয়ে উঠল চাখার সিং-এর নড়াচড়া। দুর্বল হতে শুরু করা ব্যাটারি যেমন একটা ইলেকট্রিক খেলনার নড়াচড়া ধীরে ধীরে মন্থর করে তোলে, তার অবস্থাও ঠিক সেরকম হলো। এখনও চিৎকার করছে সে, তবে ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে আসছে আওয়াজটা।

সরে বসে ক্যাডিলাকের কন্ট্রোলের সামনে চলে এল রানা। গাড়ি স্টার্ট দিতেই শিকারকে ছেড়ে পিছন দিকে লাফ দিল চিতা, অনিশ্চিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকল ক্যাডিলাকের দিকে। লেজটা একদিক থেকে আরেকদিকে আসা-যাওয়া করছে।

গাড়িটাকে ধীরে ধীরে পিছু হটিয়ে লোডিং র‍্যাম্প থেকে নামিয়ে আনল রানা। খানিক ঘুরিয়ে এমনভাবে দাঁড় করাল, নিচে নেমে দরজার দিকে হাঁটার সময় চিতা যাতে ওর আর ক্যাডিলাকের মাঝখানে থাকে। এঞ্জিন চালু থাকল, জ্বালা থাকল হেডলাইট, গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল ও। কন্ট্রোল বক্সটা মাত্র কয়েক পা দূরে, পিছু হটার সময় স্থির চোখ রাখল চিতার ওপর। ওর কাছ থেকে প্রায় ত্রিশ ফুট দূরে রয়েছে ওটা, তবু ফাঁকটায় চাবি ঢোকানোর সময় একবারও চোখের পাতা ফেলল না। সশব্দে খুলে গেল ভারি দরজা। চাবিটা ফাঁকের ভেতরই থাকল। শটগানটা হাত থেকে ছেড়ে দিল এবার রানা, পিছু হটে বেরিয়ে এল দরজার বাইরে।

খেয়াল আছে, হঠাৎ দৌড়ানো চলবে না। দৌড় দিলেই ঝাঁপিয়ে পড়ার ঝোঁক চাপবে চিতার। যদিও মাঝখানে ক্যাডিলাক একটা বাধা। তাছাড়া, একটা শিকার আগেই পেয়ে গেছে চিতা।

আরও খানিকটা পিছিয়ে এসে তারপর ঘুরল রানা, হন হন করে হেঁটে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। চেরিসের কাছ থেকে পাওয়া কী-কার্ড ব্যবহার করে রাস্তায় বেরিয়ে এল ও, পিছনে বন্ধ করল মেইন গেট, তারপর ফুটপাথ ধরে ছুটল।

সকালে যখন চাখার সিংকে পাওয়া যাবে, ধরে নেয়া হবে ফায়ার অ্যালার্ম বেজে ওঠার খবর পেয়ে বাড়ি থেকে বেরোয় সে, অজ্ঞাত কারণে ঢুকে পড়ে ভুল জায়গায়, এবং ওয়্যারহাউসের দরজা খোলার সময় নিজেরই পোষা চিতার দ্বারা আক্রান্ত হয়। পুলিস যুক্তি দেখাবে, ক্যাডিলাকে লেফট-হ্যাণ্ড ড্রাইভ কন্ট্রোল থাকায় ডোর কন্ট্রোল অপারেট করার জন্যে গাড়ি ছেড়ে নামতে বাধ্য হয়েছিল সে। রানা আঙুলের ছাপ বা অন্য কোন সূত্র রেখে যাচ্ছে না।

পেরিমিটার ফেন্স-এর শেষ মাথায় পৌঁছে থামল একবার ও, পিছন ফিরে

তাকাল। ক্যাডিলাকের হেডলাইট এখনও খোলা ওয়্যারহাউসের দরজা আলোকিত করে রেখেছে। নিচু ও গাঢ় একটা আকৃতি দেখতে পেল ও, স্যাঁৎ করে বেরিয়ে এল দরজার বাইরে, তারপর লাফ দিল পেরিমিটার ফেন্স-এর মাথা লক্ষ করে। পাখির মাটি ছেড়ে আকাশে ওঠার মত সাবলীল ভঙ্গি, বেড়াটা অনায়াসে টপকাল চিতা।

ক্ষীণ হাসল রানা। ও জানে, অত্যাচারিত জানোয়ারটা কোনদিকে না ফিরে সোজা তার ঠিকানার দিকে ছুটবে—কুয়াশা আর বনভূমিতে ঢাকা পাহাড়ে। এত কষ্টভোগের পর অবশ্যই তার পাওনা হয়েছে স্বাধীনতা।

ত্রিশ মিনিট পর ভাড়া করা ফোক্সওয়াগেনে ফিরে এল রানা। কোথাও না থেমে এয়ারপোর্টে ঢুকল, দেখল বন্ধ হয়ে গেছে অ্যাভিস অফিস। গাড়ির চাবিটা রিটার্ন বক্সে ফেলে হেঁটে চলে এল পাবলিক কারপার্কে, ল্যাণ্ডক্রুজারের পাশে।

হোটেলে ফিরে দ্রুত হাতে ক্যানভাস ব্যাগটা ভরে নিল রানা। হাতটা স্লিং-এ বাঁধার জন্যে একটা নেক-টাই ব্যবহার করল। প্রচুর নাড়া খাওয়ায় ক্ষতটা ব্যথা করতে শুরু করেছে আবার। ক্যাশিয়ারের ডেস্কে বসা ক্লার্ক ওর ক্রেডিট কার্ডে ছাপ মেরে দিল, ব্যাগটা নিজেই ল্যাণ্ডক্রুজারে বয়ে আনল ও।

কৌতূহল দমন করতে পারল না, ট্রাক নিয়ে চাখার সিং-এর সুপারমার্কেটে চলে এল রানা। থামল না, ধীর গতিতে পাশ কাটাল শুধু। মেইন বিল্ডিঙের কোন ক্ষতি হয়নি, তবে পিছনের গলিতে এখনও দমকল-বাহিনীর কর্মীরা আবর্জনার স্তূপ আর বিল্ডিঙের দেয়ালে হোস দিয়ে পানি ছড়াচ্ছে। দশ-বারোজন প্রতিবেশী দাঁড়িয়ে আছে দর্শক হিসেবে।

পশ্চিম দিকে ঘুরে লিলঙউয়ে ত্যাগ করল রানা, ফিরে যাচ্ছে জাম্বিয়ান সীমান্ত চৌকির দিকে। ওখানে পৌঁছুতে তিন ঘণ্টা লাগবে ওর। সময়টা কাটাবার জন্যে রেডিও খুলে মালাউয়ে স্টেশন ধরল।

সীমান্ত চৌকির কাছাকাছি চলে এসেছে রানা, ছ'টার খবরে প্রচার করা হলো ঘটনাটা।

'আমাদের রাজধানীর সংবাদদাতা এই মাত্র রিপোর্ট করলেন যে বিখ্যাত একজন মালাউয়ে ব্যবসায়ী এবং শিল্প উদ্যোক্তা তাঁর পোষা চিতার আক্রমণে গুরুতর আহত হয়েছেন। মি. চাখার সিংকে দ্রুত লিলঙউয়ে জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, ওখানে তাঁকে ইনটেনসিভ-কেয়ার ইউনিটে রাখা হয়েছে। হাসপাতালের একজন মুখপাত্র জানান, মি. সিং-এর জখম অত্যন্ত মারাত্মক এবং তাঁর অবস্থা সংকটাপন্ন। কোন পরিস্থিতিতে মি. সিং আক্রান্ত হন তা এখনও জানা যায়নি, তবে পুলিস তাঁর একজন কর্মচারীকে খুঁজছে। পুলিস আশা করছে চেরিস বুনদাওয়ানা তদন্তে তাদেরকে সাহায্য করতে পারবে। চেরিস বুনদাওয়ানার সন্ধান পেলে নিকটবর্তী পুলিস স্টেশনে রিপোর্ট করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।'

রেডিও বন্ধ করে মালাউয়ে কাস্টমস ও ইমিগ্রেশন পোস্ট-এর বাইরে ট্রাক পার্ক করল রানা। বিপদ হতে পারে ভেবে সতর্ক হয়ে উঠল ও। এরইমধ্যে ওর

নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়ে থাকতে পারে, বিশেষ করে আহত চাখার সিং যদি ওর নাম বলে থাকে পুলিসকে। লোকটা বেঁচে যাবে বলে ধারণা করেনি ও। আশা করেছিল কাজটা অসম্পূর্ণ রাখবে না চণ্ডী। ওরও ভুল হয়েছে, আরও খানিক দেরি করে সরানো উচিত ছিল ক্যাডিলাক। গাড়ির নড়াচড়াই শিকারের ওপর থেকে মনোযোগ নড়িয়ে দিয়েছে চিতার।

একটা ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই, চাখার সিং-এর শরীরে কয়েক গ্যালন রক্ত ভরতে হবে। আফ্রিকায় রক্ত গ্রহণ করার সঙ্গে বিপজ্জনক ঝুঁকি থেকে যায়।

পুরানো একটা গান, কয়েকটা শব্দ বদলে, গুনগুন করে গেয়ে উঠল রানা।

অ্যাশেস টু অ্যাশেস
অ্যাণ্ড ডাস্ট টু ডাস্ট
ইফ দা লেপার্ডস্ ডোন্ট গেট হিম
দেন এইচআইভি মাস্ট।

তারপর, সাহস সঞ্চয় করে, পাসপোর্ট হাতে পোস্টের দিকে এগোল ও। উদ্বিগ্ন হবার প্রয়োজন ছিল না। আইনের লোকজনরা সবাই হাসিখুশি ও বিনয়ী। 'মালাউয়েতে আপনার ছুটি উপভোগ করলেন, স্যার? আপনাদের দেখলে সব সময় খুশি হই আমরা, স্যার। আবার আসবেন কিন্তু, স্যার।'

বৃদ্ধ হেস্টিংস বান্দা ভাল ট্রেনিং দিয়েছেন ওদের। সবাই ওরা উপলব্ধি করে পর্যটন শিল্প তাদের জীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

জাম্বিয়ান দিকের পোস্ট লক্ষ করে হাঁটছে রানা, পাসপোর্টের ভেতর পাঁচ ডলারের একটা নোট ঢুকিয়ে রাখল। দু'দেশের দুটো পোস্টের মাঝখানে দূরত্ব মাত্র একশো ফুট, কিন্তু ওর মনে হলো বিশাল এক লাফে অন্ধকার যুগে ফিরে যাচ্ছে ও।

তিন

লুসাকায় পৌঁছে এক ঘণ্টার মধ্যে মাইকেল ডাফকে টেলিফোন করল রানা। বন্ধু ফিরে এসেছে, খুশিতে ওকে ডিনার খাবার আমন্ত্রণ জানাল সে।

'এরপর কোনদিকে যাচ্ছ তুমি, চিরতরুণ বেদুঈন?' রানার প্লেটটা বিখ্যাত ইয়র্কশায়ার পুডিং-এ দ্বিতীয়বার ভরে দিয়ে জানতে চাইল নোরা। 'গড, কী অ্যাডভেঞ্চারাস আর রোমান্টিক জীবন তোমার! আমার আসলে সত্যি তোমার জন্যে একটা বউ খুঁজে বের করা উচিত, তুমি আমাদের স্বামীকুলকে অস্থির করে তুলছ! আমাদের সঙ্গে কতদিন তুমি আছ?'

'সেটা নির্ভর করে মি. চন্তমণ্ড গণ্ড নামে এক ভদ্রলোক সম্পর্কে মাইকেল আমাকে কি জানাতে পারে তার ওপর। যদি হারারেতে থাকেন, তাহলে ওখানেই যেতে হবে আমাকে। যদি না থাকেন, তাহলে লণ্ডনে ফিরে যাব–কিংবা হয়তো একবার ঘুরে আসব তাইওয়ান থেকে।'

'এখনও তুমি সেই চীনা ভদ্রলোকের পিছনে লেগে আছো?' হুইস্কির বোতল খুলছে মাইকেল ডাফ। 'জানার আমাদের অধিকার আছে, গোটা ব্যাপারটা কি নিয়ে?'

নোরার দিকে চট করে একবার তাকাল রানা, সঙ্গে সঙ্গে মুখ বাঁকাল নোরা, বলল, 'তুমি বুঝি চাইছ আমি কিচেনে ফিরে যাই?'

'নো। তোমাকে আবার কখন কি গোপন করলাম।' বন্ধুর দিকে ফিরল রানা। 'আমি নিশ্চিতভাবে জানি, চিউইউই ন্যাশনাল পার্কে যা ঘটেছে তার জন্যে চঙমঙ গঙ দায়ী, তিনিই হানা দেয়ার আয়োজনটা করেন।'

হুইস্কি ভরা গ্লাসটা ঠোঁটের কাছে থেমে গেল, অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল মাইকেল ডাফ। 'ওহ্ ডিয়ার! সব আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। আলি শাহ ছিল তোমার বন্ধু, মনে পড়ছে আমার। কিন্তু চঙমঙ গঙ! তুমি ঠিক জানো? তিনি একজন অ্যামব্যাসাডর, গ্যাঙস্টার নন!'

'আসলে দুটোই—অ্যামব্যাসাডর, তবে গ্যাঙস্টারও,' দ্বিমত পোষণ করল রানা। 'তিনি একা নন, একজন স্যাঙাতও আছে—চাখার সিং। দু'জন মিলে চুটিয়ে অবৈধ ব্যবসা করে যাচ্ছে। শুধু আইভরি নয়, ড্রাগ থেকে ডায়মণ্ড পর্যন্ত সমস্ত কিছুতে হাত দিয়েছে তারা। লাভ দেখলে পাইকারী খুন-খারাপিতেও আপত্তি করে না।'

'চাখার সিং। নামটা ইদানীং শুনেছি বলে মনে হচ্ছে।' মাত্র এক সেকেণ্ড চিন্তা করল মাইকেল ডাফ। 'মনে পড়ছে, আজ সকালের খবরে। তারই পোষা চিতাবাঘ জখম করেছে, তাই না?' তার কপালে চিন্তার একটা রেখা ফুটল। 'ঠিক যে-সময় তুমি লিলঙউয়েতে ছিলে। কী একটা কাকতালীয় ঘটনা, রানা। তোমার একটা হাত স্লিং-এ বাঁধা, ওটার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই তো—কিংবা তোমার নির্লিপ্ত চেহারার সঙ্গে?'

'তুমি জানো আফ্রিকায় আমি এসপিওনাজ এজেন্ট হিসেবে আসিনি, কাজ করছি টিভির জন্যে,' বন্ধুকে আশ্বস্ত করল রানা। 'সব সময় বিপদ আর হাঙ্গামা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছি। তবে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটার আগে, অর্থাৎ চিতাটা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে, তার সঙ্গে কয়েক মিনিট গল্প করি আমি। একটা তথ্য পেয়েছি। তুমি এসপিওনাজ জগতে নেই জেনেও বলছি, তথ্যটা তোমার কাজে আসতে পারে।'

আহত দেখাল মাইকেল ডাফকে। 'কোমল প্রাণীদের সামনে কঠিন প্রসঙ্গ তোলাটা কি উচিত হলো তোমার, দোস্ত?'

দাঁড়িয়ে পড়ল নোরা। 'হঠাৎ মনে পড়ে গেল, কিচেনে অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। দশ মিনিটে ফিরব।' নিজের ওয়াইনগ্লাসটা হাতে করে নিয়ে গেল সে।

'কি তথ্য, রানা?' আগ্রহে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল মাইকেল ডাফ।

'চাখার সিং বলল, উবোমোতে অভ্যুত্থান ঘটাবার আয়োজন করা হয়েছে। শেখ ফাহিম ফয়সল উৎখাত হবেন।'

'ওহ্, ডিয়ার মি, নট ফয়সল! কি বলছ, রানা? শেখ ফয়সল অত্যন্ত ভাল করছেন! অত্যন্ত যোগ্য প্রেসিডেন্ট তিনি। এ অসম্ভব! খুঁটিনাটি আর কিছু জানো

তুমি?'

'দুঃখিত, না। চঙমঙ গঙ ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িত, তিনি ও তাঁর পরিবার– তবে নেপথ্যে থেকে কলকাঠি নাড়বেন ওরা, প্রকাশ্য কোন ভূমিকা থাকবে না বলেই ধারণা করি। প্রস্তাবিত বিপ্লবে স্রেফ আগ্রহী স্পনসর, পরে অধিকার ও সুযোগ-সুবিধে পাবার শর্তে।'

মাথা ঝাঁকাল মাইকেল ডাফ। 'প্রচলিত ছক। উবোমোর নতুন শাসক চেটেপুটে খাবার সময় ওদেরকেও ঘি আর মাখনের ভাগ দেবে। সে কে হতে পারে, কোন ধারণা আছে তোমার?'

'নেই, দুঃখিত। তবে খুব তাড়াতাড়ি ঘটবে ব্যাপারটা। বোধহয় কয়েক মাসের মধ্যে।'

'ব্রিটিশ সরকারের তরফ থেকে আমরা প্রেসিডেন্ট ফাহিম ফয়সলকে সতর্ক করে দিতে পারি। উনি অনুরোধ করলে আমাদের প্রাইম মিনিস্টার বিমানে করে একটা এসএএস ব্যাটালিয়ন পাঠাতে পারেন, তাঁকে গার্ড দেয়ার জন্যে। আমি জানি, প্রধানমন্ত্রী পছন্দ করেন ভদ্রলোককে, তাছাড়া উবোমো কমনওয়েলথ-এর সদস্য।'

'তুমি যা ভাল মনে করো,' বলল রানা। 'আমি চাই, সেই সঙ্গে তুমি চঙমঙ গঙের ব্যাপারটাও চেক করবে।'

'তিনি নেই, রানা। হারারেতে আমার প্রতিপক্ষের সঙ্গে আজ সকালেই কথা হয়েছে আমার। ভদ্রলোক সম্পর্কে তোমার আগ্রহ আছে জানি বলেই আলাপ করার সময় প্রশ্ন করি আমি। শুক্রবার সন্ধ্যায় চাইনীজ এমব্যাসীতে ফেয়ারওয়েল পার্টি হয়েছে মি. চঙমঙ গঙ-এর, শনিবারের ফ্লাইটে চড়ে দেশে ফিরে গেছেন।'

'ইস!' ক্ষোভ ও হতাশায় ম্লান হয়ে গেল রানার চেহারা। 'আমার সমস্ত প্ল্যান ভেস্তে গেল। আমি হারারে যাচ্ছিলাম···।'

'সেটা বুদ্ধিমানের কাজ হত বলে মনে করি না,' বাধা দিয়ে বলল মাইকেল ডাফ। 'সাধারণ একজন ব্যবসায়ীকে তার পোষা চিতার মুখে ঠেলে দেয়া আর একজন অ্যামব্যাসাডরকে গুন্ডা মারা এক কথা নয়। তোমার জেতার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে, রানা।'

'তিনি এখন আর অ্যামব্যাসাডর নন,' যুক্তি দেখাল রানা। 'আমি তাঁর পিছু নিয়ে তাইওয়ানেও যেতে পারি।'

'কিছু যদি মনে না করো, এটাও একটা বাজে আইডিয়া। তাইওয়ান মি. চঙমঙের নিজের উঠান। যতটুকু শুনি, দ্বীপটার প্রায় মালিকই বলা যায় ওদেরকে। গোটা দেশটায় গঙ পরিবারের অনুচররা ছড়িয়ে আছে। অন্যায়ের প্রতিকার করার জন্যে দেবতার ভূমিকা যদি নিতেই চাও, সময় ও সুযোগের অপেক্ষায় থাকো, রানা। তুমি যা বললে তা যদি সত্যি হয়, চঙমঙ শিগগির আবার আফ্রিকায় ফিরে আসবেন।'

'হুম!' চিন্তা করছে রানা।

'উবোমো নিরপেক্ষ মাঠ, তাইওয়ানের চেয়ে অনেক বেশি অনুকূল তোমার জন্যে। কিছু কিছু সাহায্য আমিও হয়তো করতে পারব তোমাকে ওখানে।

কাহালি-তে আমাদের একটা অফিস আছে, এমন সম্ভাবনাও আছে যে আমাকে হয়তো...,' হঠাৎ থেমে আড়ষ্ট হাসল মাইকেল ডাফ, তারপর বলল, 'এখনও ব্যাপারটা ফাইন্যাল হয়নি, তবে শোনা যাচ্ছে আমার পরবর্তী পোস্টিং হতে পারে কাহালিতে।'

হাতের গ্লাসে তাকিয়ে আছে রানা, এক সময় দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা ঝাঁকাল। তুমি বোধহয় ঠিকই বলছ। আমি বরং এখন লণ্ডনেই ফিরি। ছুটিটা এডিট করি, সুযোগের অপেক্ষায় থাকি। তাছাড়া, হাত একেবারে খালি হয়ে গেছে, টাকাও দরকার।'

'যাবার আগে এই দুই মানিকজোড় সম্পর্কে যা জানো সব আমাকে বলে যাও—চাখার সিঙ আর চণ্ডমণ্ড গণ্ড সম্পর্কে। দেখব এদিক থেকে তোমার জন্যে কি করতে পারি আমি। তাছাড়া, যদি...।'

'যদি আমার কিছু ঘটে?'

'ও-কথা মনেও এনো না, দোস্ত। যদিও না বলে পারছি না, এবার তুমি একজোড়া হেভীওয়েটকে বেছে নিয়েছ।'

'ল্যাণ্ডক্রুজার আর অন্য সব ইকুইপমেন্ট লুসাকায়, তোমার কাছে রেখে যেতে চাই আমি,' বলল রানা। 'অবশ্য তোমার যদি কোন অসুবিধে না হয়।'

'প্লেজার, ডিয়ার ফ্রেন্ড। আমার বাড়ি তোমারও বাড়ি। ফীল ফ্রী।'

পরদিনও ওদের বাড়িতে এল রানা। মাইকেল ডাফ হাইকমিশনে, রানাকে সাহায্য করল নোরা আর ওদের একজন স্টাফ। কয়েক মাস জঙ্গলে থাকার ফলে ইকুইপমেন্টগুলোয় ধুলো জমেছে, সব পরিষ্কার করে আবার ট্রাকে তুলে রাখতে হলো। ল্যাণ্ডক্রুজারটা থাকল অতিরিক্ত গ্যারেজে, পরবর্তী অভিযানের জন্যে তৈরি অবস্থায়।

দুপুরে লাঞ্চের জন্যে হাইকমিশন থেকে মাইকেল ডাফ ফিরতে স্টাডিতে বসে এক ঘণ্টা আলাপ করল ওরা। পরে একটা বোতল খুলে ওদের সঙ্গে যোগ দিল নোরা, দু'জনকে নিয়ে চলে এল সুইমিং পুলের পাশে। গাছের ছায়ায় চেয়ার-টেবিল ফেলা হয়েছে, লাঞ্চ সারবে ওরা।

'তোমার মেসেজ আমি লণ্ডনে পাঠিয়েছি,' রানাকে বলল মাইকেল। 'দেখা যাচ্ছে এই মুহূর্তে লণ্ডনেই রয়েছেন প্রেসিডেন্ট ফাহিম ফয়সল। ফরেন অফিস থেকে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়, কিন্তু তেমন কোন লাভ হয়নি। তোমার তথ্যও অবশ্য পরিষ্কার বা নিরেট নয়। সংক্ষেপে, শেখ ফয়সল তাঁর দেশে অভ্যুত্থানের আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়েছেন। দেশের মানুষ আমাকে ভালবাসে, বা এ-ধরনের কিছু বলেছেন তিনি। বলেছেন, আমি তাদের পিতা। প্রধানমন্ত্রীর সাহায্য করার প্রস্তাবও ফিরিয়ে দিয়েছেন। তবে সফর সংক্ষিপ্ত করে দেশে ফিরে যাচ্ছেন তিনি। লাভ বলতে এইটুকু।'

'সম্ভবত সিংহের মুখে ফিরে যাচ্ছেন ভদ্রলোক,' গম্ভীর স্বরে বলল রানা, তাকিয়ে আছে নিজের প্লেটের দিকে—ভেজিটেবল গার্ডেনে নিজের হাতে ফলানো সবুজ সবজির সালাড তুলে দিচ্ছে নোরা।

'সম্ভবত,' একমত হলো মাইকেল ডাফ, হাসছে সে। 'সিংহের কথা যখন

উঠল, মনে পড়ে যাচ্ছে তোমাকে দেয়ার মত তথ্য পেয়েছি আমি। লিলঙউয়েতে আমার বন্ধুকে ফোন করেছিলাম। তোমার বন্ধু চাখার সিং সংকটাপন্ন অবস্থা কাটিয়ে উঠেছেন। হাসপাতাল থেকে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে, এখনও সিরিয়াস, তবে অবনতির দিকে যাচ্ছে না। শুনে হয়তো খুশি হবে, তাঁর একটা হাত কেটে ফেলতে হয়েছে। মনে হচ্ছে ভালভাবেই চিবিয়েছে চিতা।'

খুশি হতাম মাথাটা চিবালে।

'সব আশা কি পূরণ হয়, দোস্ত! যাই হোক, এদিকের সব খবর লণ্ডনে ফোন করে তোমাকে আমি জানাব। সেই আগের নম্বরটাই তো? আমার ডায়েরীতে লেখা আছে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে নোরার দিকে তাকাল রানা। 'ফেরার সময় কি আনব তোমার জন্যে, নোরা?'

'ফোর্টনাম-এর পুরো স্টক।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল নোরা। 'না, ঠাট্টা করছি। শুধু ফেয়ারবাই-এর হলুদ বিস্কিট, এক টিন। আর কয়েকটা ফ্লোরিস সাবান, যদি পারো। ওহ্, ভাল হয় যদি দুটো শিফন আনতে পারো–তোমারই কথা, শাড়ি পরলে আমাকে দারুণ লাগে। আর খাঁটি ইংলিশ চা, আর্ল গ্রে–আগেরবার যেমন এনেছিলে···।'

'ইজি, গার্ল,' কৌতুক করল মাইকেল ডাফ। 'ছেলেটা উট নয়, বুঝতে চেষ্টা করো। এক টনের বেশি ঘাড়ে চাপিয়ো না।'

সেদিন বিকেলে রানাকে ওরা ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের ফ্লাইটে তুলে দিল। পরদিন সকাল সাতটায় হিথরো বিমানবন্দরে নামল রানার প্লেন।

সেদিন রাতেই স্টুডিও কাম ফ্ল্যাটে ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল ফোনটা। রিসিভার তুলবে কি তুলবে না ভেবে দ্বিধায় পড়ে গেল রানা। কেউ জানে না লণ্ডনে ফিরে এসেছে ও। ফোনের দিকে তাকিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার চেষ্টা করছে। চার-পাঁচবার বেজে থেমে গেল ফোন। কিন্তু এক মিনিট পর আবার শুরু হলো। যে-ই করুক, ব্যাপারটা জরুরী না হয়ে যায় না। রিসিভার তুলল রানা।

'রানা, সত্যি তুমি, নাকি অভিশপ্ত অ্যানসারিং মেশিন? কোন রোবটের সঙ্গে কথা বলতে রাজি নই আমি, ম্যাটার অভ প্রিন্সিপল।'

মাইকেল ডাফের গলা সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পারল রানা। 'কি ব্যাপার, মাইকেল? নোরা ভাল আছে? তুমি কোথায়?'

'সুসাকাতেই, রানা। দু'জনেই আমরা বহাল তবিয়তে আছি। ফাহিম ফয়সল সম্পর্কে আরও কিছু দুঃসংবাদ, দোস্ত। তোমার ধারণাই ঠিক, রানা। এইমাত্র খবর এসেছে। আকাশ ভেঙে পড়েছে তাঁর মাথায়। সামরিক অভ্যুত্থান। আমাদের কাহালি অফিস থেকে এইমাত্র সিগন্যাল পেলাম একটা।'

'প্রেসিডেন্ট ফয়সলের পরিণতি? নতুন লোকটা কে?'

'কিছুই বলতে পারছি না। দুঃখিত, রানা। ব্যাপারটা এখনও ঘোলাটে। বিবিসির নিউজে হয়তো থাকবে, টিভি খুলে অপেক্ষা করতে পারো। তবে কাল আমি তোমাকে আবার ফোন করব, নতুন কোন তথ্য পেলে জানাব।'

রাত আটটায় ওয়ার্ল্ড সার্ভিস নিউজে বিবিসি খবরটা পরিবেশন করল, কম গুরুত্বপূর্ণ শেষ খবর হিসেবে। শেখ ফাহিম ফয়সলের একটা প্রোফাইল ফটোগ্রাফ-এর ওপর স্থির হয়ে থাকল ক্যামেরা, খবরে শুধু বলা হলো উবোমোয় সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে, ক্ষমতা দখল করেছে সামরিক জান্তা। ফটোয় দেখা গেল প্রায় সত্তর বছর বয়েসেও ড. শেখ ফাহিম ফয়সল যথেষ্ট বলিষ্ঠ ও সুদর্শন। তাঁর গায়ের রঙ চকচকে কয়লা, শান্ত চোখ, তাকানোর ভঙ্গিটা সরাসরি। তারপরই আবহাওয়ার খবর পড়া শুরু হলো, মন খারাপ করে টিভি বন্ধ করে দিল রানা।

বছর পাঁচেক আগে একবারই মাত্র ড. ফাহিম ফয়সলের সঙ্গে দেখা হয়েছে রানার, ও তখন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একটা ম্যাগাজিনের ভ্রাম্যমাণ রিপোর্টারের চাকরি জুটিয়ে নিয়েছিল। লেক আলবার্ট-এ মাছ ধরার অধিকার নিয়ে বিরোধ চলছিল জায়ারে আর উগাণ্ডার মধ্যে, সেই সূত্রে সংশ্লিষ্ট অনেকগুলো দেশের রাষ্ট্রপ্রধান সাক্ষাৎকার দেন ওকে, তাঁদের মধ্যে ড. শেখ ফাহিম ফয়সলও ছিলেন। মাত্র এক ঘণ্টার ইন্টারভিউ ছিল সেটা; ভদ্রলোক তাঁর চমৎকার বাকশৈলী, মোহন ব্যক্তিত্ব ও দেশপ্রেমের ছটায় রীতিমত মুগ্ধ করেন রানাকে। উবোমোয় বিভিন্ন উপজাতির বাস, অসংখ্য বিবাদপ্রিয় গোত্রে বিভক্ত তারা, কমবেশি সবাইকে সন্তুষ্ট করে কিভাবে গোটা দেশটায় শান্তি-শৃংখলা বজায় রেখেছেন তিনি জানতে পেরে ভদ্রলোকের প্রতি শ্রদ্ধায় নত হয়ে আসে ওর মাথা। মনের গভীরে ক্ষীণ একটু ঈর্ষাও জাগে, আহারে, এরকম একজন নেতা যদি আমরাও পেতাম!

পাঁচ বছর আগে প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা ও পরিবেশ দূষণ সম্পর্কেও ড. ফাহিম ফয়সল অত্যন্ত সচেতন ছিলেন, মনে পড়ে রানার। সেই ভাল মানুষটা আজ নেই, ফলে আরও একটু আকর্ষণ হারাল আফ্রিকা, ওর বেড়ানোর জন্যে হয়ে উঠল আরও একটু নিরানন্দ।

পরদিন সোমবারটা ব্যাংক ম্যানেজার আর ওর এজেন্টের সঙ্গে কথা বলে কাটাল রানা। রাতে ফ্ল্যাটে ফিরল, মন একটু ভাল হয়েছে। অ্যানসারিং মেশিনে মাইকেল ডাফের আরেকটা মেসেজ পেল ও। 'গড, এই নিষ্প্রাণ যান্ত্রিক ব্যাপারটা আমি ঘৃণা করি। ফিরে আমাকে ফোন কোরো, রানা।'

লণ্ডনের চেয়ে দুসাকার সময় দু'ঘণ্টা এগিয়ে আছে, তবু ফোন করল রানা। 'তোমার কি ঘুম ভাঙালাম, মাইকেল?'

'এখনও আলো নেভাইনি, রানা। তোমার জন্যে খবর আছে হে। উবোমোয় নতুন ভদ্রলোকের নাম কর্নেল সিমন সাফারি। বেয়াল্লিশ বছর বয়েস। লণ্ডন স্কুল অভ ইকনমিকস আর বুদাপেস্ট ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা। কেউই তাঁর সম্পর্কে বেশি কিছু জানে না, তবে এরইমধ্যে তিনি তাঁর দেশের নাম বদলে ফেলেছেন, নতুন নাম-পিপল'স ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অভ উবোমো। লক্ষণ খারাপ। আফ্রিকায় প্রচলিত অর্থে গণতন্ত্র মানে অত্যাচারতন্ত্র। সাবেক সরকারের সদস্যরা অনেকেই মারা গেছেন বলে শোনা যাচ্ছে, তবে সেটা প্রত্যাশিত।'

ড. ফয়সল সম্পর্কে কোন খবর পাওনি?' রিসিভার চেপে ধরে জানতে চাইল

রানা।

'কসাইয়ের তালিকায় সব নাম স্পষ্ট নয়, ধরে নেয়া হচ্ছে চার দেয়ালের ভেতর ফেলা হয়েছে তাঁকে।'

'চাখার সিং আর চঙমঙ গঙ সম্পর্কে কিছু জানতে পারলে ফোন কোরো।'

'করব।'

স্টুডিওর কাটিং-রুমে নিজেকে বন্দী করল রানা, মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলল উবোমো আর ড. ফয়সলকে। বিসিআই ও রানা এজেন্সির কাজের ফাঁকে ফাঁকে প্রায় এক বছর কঠোর পরিশ্রম করে আফ্রিকার ওপর এই নতুন সিরিজটা দাঁড় করিয়েছে ও, এতে দেখানো হয়েছে কি কি কারণে নষ্ট হচ্ছে প্রাকৃতিক ভারসাম্য এবং কিভাবে তা রক্ষা করা সম্ভব। সিরিজটা যদি সাড়া জাগাতে ব্যর্থ হয়, ব্যক্তিগত আর্থিক সচ্ছলতা বলে কিছু থাকবে না ওর, প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, টিভি ন্যাচারালিস্ট হিসেবে যে সুনাম ইতিমধ্যে অর্জন করেছে, তা-ও ম্লান হয়ে যাবে–এমন কি কাভার হিসেবেও তেমন কোন মূল্য থাকবে না ওটার।

হপ্তার পর হপ্তা কেটে গেল, সারাদিনে একবার শুধু খাবার আর প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র কেনার জন্যে ফ্ল্যাট থেকে বেরোয় রানা। এডিটিং-এ এতই মগ্ন হয়ে থাকল যে আফ্রিকার সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো দূর অতীতে ঘটা অস্পষ্ট ও ঝাপসা বলে মনে হতে লাগল ওর। শুধু টিভির ছোট্ট পর্দায় আলি শাহকে দেখা গেলে রক্ত গরম হয়ে ওঠে ওর, তার গলার আওয়াজ শুনে মনে হয় কবর থেকে কথা বলছে সে, এক নিমেষে সব কথা মনে পড়ে যায় আবার। তখন প্রতিজ্ঞাটার কথা নিজেকে মনে করিয়ে দেয় রানা। আপনমনে বিড়বিড় করে, 'আবার আসছি। তোমাকে আমি ভুলে যাইনি। ওদের একটাকেও আমি ছাড়ব না। কথা দিয়েছি, মনে আছে?'

ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে সিরিজের চারটে এপিসোড ওর এজেন্টকে দেখাবার জন্যে তৈরি হলো। রানার প্রথম সিরিজটাও বিক্রি করেছিল সেলিনা মার্কহাম, সেই থেকে সম্পর্কটা অটুট আছে ওদের।

বিক্রি করার চুক্তিপত্রে এমন সব নিরীহদর্শন শর্ত জুড়ে দেয় প্রৌঢ়া সেলিনা মার্কহাম, দীর্ঘদিন পর হলেও অপ্রত্যাশিত মোটা টাকা লাভ হয়ে যায় রানার। এরকম একবার জাপান থেকে পঞ্চাশ হাজার ডলার রয়্যালিটি পেয়েছে রানা, যা ওর হিসেবের মধ্যে ছিল না।

এপিসোড চারটে দেখার পর কোন মন্তব্য করলেন না সেলিনা মার্কহাম, শুধু বললেন, 'তোমাকে আমি লাঞ্চ খাওয়াব।'

আরও প্রায় দু'ঘণ্টা রানাকে মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে রাখলেন ভদ্রমহিলা, তারপর ওকে ট্যাক্সিতে তুলে দেয়ার সময় বললেন, 'মার্ভেলাস, মাই বয়। ব্রাভি মার্ভেলাস। ইওর বেস্ট ওঅর্ক আপটিল নাউ…ওয়াণ্ডারফুল। কাল সকালের মধ্যে চারটে কপি চাই আমার।'

হেসে উঠল রানা, স্বস্তিবোধ করছে। 'এখুনি আপনি ওগুলো বিক্রি করতে

পারবেন না- এখনও তো শেষই হয়নি।'

'পারব না? বিক্রি করতে পারব না? ঠিক আছে, দেখাচ্ছি।'

প্রথম এপিসোডগুলো ইটালিয়ানদের দেখালেন তিনি। আফ্রিকার ওপর ঐতিহাসিক ও ভাবাবেগজনিত আগ্রহ আছে ওদের, রানার ভাল বাজার হিসেবে ইটালি আগে থেকেই তালিকার ওপরদিকে ছিল। এক হপ্তা পর চুক্তিপত্রের [illegible] নিয়ে রানার ফ্ল্যাটে ঢুকে এলেন তিনি। 'সিরিজটা আমার মতই পছন্দ করেছে ওরা, চারটে এপিসোড দেখেই পঁচিশ পার্সেন্ট অ্যাডভান্স করতে রাজি হয়েছে।'

'ইউ আর এ উইচ, দিস ইজ ব্ল্যাক ম্যাজিক!' ইটালিয়ানদের অগ্রিম থেকেই প্রায় সমস্ত খরচের টাকা উঠে আসছে, হিসাব করতে বসে আনন্দে নাচতে ইচ্ছে করল রানার। সেলিনা মার্কহামকে কমিশন দেয়ার পর প্রায় আড়াই লাখ ডলার লাভ হবে ওর। আরও বেশি হবে, নির্ভর করে আমেরিকানদের ওপর। দুনিয়ার আর সব টিভি নেটওঅর্ক কেনার পর প্রায় তিন মিলিয়ন ডলারে পৌঁছে যাবে অঙ্কটা।

'তোমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি?' জানতে চাইলেন প্রৌঢ়া।

'আফ্রিকার নিরক্ষীয় এলাকার ওপর কিছু করব বলে ভাবছি,' বলল রানা। 'ওই এলাকা সম্পর্কে সবচেয়ে কম জানি আমরা, অথচ বিরাট ইকোলজিক্যাল গুরুত্ব আছে।'

'গুড আইডিয়া। কবে থেকে কাজ শুরু করছ?'

'এখনও ঠিক করিনি।'

'তাড়াতাড়ি প্রস্তুতি নাও,' পরামর্শ দিলেন সেলিনা মার্কহাম। 'ভাল কথা, পলের সঙ্গে কি হয়েছে তোমার? ফোনে কি সব আবোলতাবোল বকছিল। তার ধারণা, তোমার নাকি মাথা খারাপ হয়ে গেছে। দু'জনে আর কোনদিন একসঙ্গে কাজ করতে পারবে না। কি ব্যাপার?'

'ব্যাপারটা দুঃখজনক,' বলল রানা। 'আফ্রিকা ডাইং সিরিজে সত্যি খুব ভাল কাজ করেছে ও। আমার নতুন একজন ক্যামেরাম্যান দরকার। তেমন ভাল কেউ আছে নাকি হাতে?'

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করলেন সেলিনা মার্কহাম। 'মেয়ে হলে তোমার আপত্তি আছে?' জানতে চাইলেন তিনি।

'পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারলে আপত্তি নেই। আফ্রিকা কঠিন জায়গা, বুনো আর নিষ্ঠুর। কোন মেয়ে কি টিকে থাকতে পারবে?'

'আমি যে মেয়েটার কথা ভাবছি সে যেমন কঠিন তেমনি যোগ্য। এইমাত্র বিবিসির হয়ে আর্কটিক-এর ওপর একটা সিরিজ শেষ করেছে। ঠিক আছে, তোমাকে টেপ দেখতে, তাহলেই বুঝতে পারবে বৈরী পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে কিরকম খাপ খাওয়াতে পারে।'

পরদিনই টেপটা রানার স্টুডিওতে পাঠিয়ে দিলেন তিনি, তবে নিজের কাজে এত ব্যস্ত থাকল রানা যে ডেস্ক দেরাজে পড়ে থাকল ওটা।

তিন দিন পর সিরিজটার কাজ শেষ হলো। টেপটা তখনও দেরাজে পড়ে

আছে, চারপাশে ঘটতে থাকা ঘটনায় এত উত্তেজিত ও ব্যস্ত রানা যে ওটার কথা মনেই নেই।

তারপর একদিন আবার লুসাকা থেকে ফোন করল মাইকেল ডাফ। 'রানা, এই সব ফোনের বিল দিতে হবে তোমাকে। হার ম্যাজেস্টি'জ সরকারের প্রচুর টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে।'

'পরের বার দেখা হলে তোমাকে আমি লাঞ্চ খাইয়ে দেব।'

'ঘুষ, না? শোনো, ভাল খবর হলো : তোমার বন্ধু চাখার সিং হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন।'

'ঠিক জানো তুমি, মাইকেল?'

'বিস্ময়কর আরোগ্য, বলা হয়েছে আমাকে। আমার লিলঙউয়ের লোক ব্যাপারটা চেক করে দেখেছে। শুধু একটা হাত নেই, তাছাড়া সব ঠিক আছে। তাকে শায়েস্তা করতে চাইলে আরেকটা চিতাবাঘ পাঠাতে হবে তোমাকে, প্রথমটায় কাজ হয়নি।'

'আমার অপর বন্ধু সম্পর্কে কিছু জানতে পারলে?' প্রশ্ন করল রানা।

'চীনাম্যান? দুঃখিত। রেড ড্রাগন আর ড্যাডির কাছে ফিরে গেছে।'

'তার নড়াচড়ার খবর পেলে আমাকে জানিও। লণ্ডনে আরও কিছুদিন থাকতে হবে আমাকে। কি না ঘটছে এখানে!'

বাড়িয়ে বলেনি রানা। চ্যানেল ফোর মোটা টাকা দিয়ে 'আফ্রিকা ডাইং' সিরিজ কিনে নিয়েছে, শুধু ইংল্যাণ্ডে দেখানোর জন্যে। তিন হপ্তা পর রোববারে প্রথম এপিসোডটা দেখাবে তারা।

শনিবারে রানাকে ফোন করলেন সেলিনা মার্কহাম। 'রানা, সোফিয়ার টেপটা তুমি দেখেছ?'

'সোফিয়া? সে আবার কে?' আকাশ থেকে পড়ল রানা।

'আর্কটিক ড্রিম-এর ক্যামেরা পারসন, সোফিয়া ক্যারল। টেপটা আজ কতদিন হলো তোমার কাছে পাঠিয়েছি।'

'সত্যি দুঃখিত। একদম ভুলে গেছি। ঠিক আছে, এখুনি দেখছি আমি।' এবার কথা রাখল রানা, দেরাজ থেকে বের করে টেপটা ঢোকাল ভিসিআর-এ।

আধঘণ্টা পর মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলো রানা, সোফিয়া ক্যারল প্রথমশ্রেণীর ক্যামেরা পারসনই বটে। আর্কটিক শুধু দুর্গম বা বৈরী এলাকা নয়, স্রেফ ঠাণ্ডা একটা নরক। ওখানে যার ক্যামেরা শিল্প সৃষ্টি করতে পারে, তার ক্যামেরা আফ্রিকার নিরক্ষীয় অঞ্চলে যাদু দেখাবে। সোফিয়া ক্যারলের সঙ্গে পরিচিত হবার ব্যাকুলতা অনুভব করল রানা।

আফ্রিকা ডাইং সিরিজের প্রথম প্রদর্শনী, নিজের ফ্ল্যাটে অতিরিক্ত বারোটা টিভি সেট ভাড়া করে এনেছেন সেলিনা মার্কহাম। একটা সেট এমন কি গেস্ট টয়লেটেও রাখা হয়েছে। মিডিয়া জগতের রুই-কাতলারা এসেছেন তাঁর নিমন্ত্রণ পেয়ে। প্রধান অতিথি রানা এল আধ ঘণ্টা দেরি করে, ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢোকার জন্যে রীতিমত ধস্তাধস্তি করতে হলো ওকে।

একটানা পঁয়তাল্লিশটা মিনিট সেলিনা মার্কহামের নিমন্ত্রিত অতিথিরা

আক্ষরিক অর্থেই সম্মোহিত হয়ে বসে থাকলেন যে যার চেয়ারে–রানা তাদেরকে অপার্থিব সৌন্দর্যমণ্ডিত অন্য এক ভুবনে পাঠিয়ে দিয়েছে, যেখানে সৌন্দর্যের সঙ্গে পাল্লা দেয় মানুষের নিষ্ঠুর লোভ আর বীভৎস পাপ।

এক সময় শেষ হলো এপিসোডটা। বিশাল ড্রইংরুমে নিস্তব্ধতা নেমে এল কয়েক মুহূর্তের জন্যে। কেউ একজন মৃদু করতালি দিল একবার, সেই শুরু। ক্রমে পাঁচ কি সাত মিনিট একটানা চলল, থামার কোন লক্ষণ নেই। নিঃশব্দে রানার পাশে এসে দাঁড়ালেন সেলিনা মার্কহাম। কিছুই তিনি বললেন না, শুধু রানার হাতটা ধরে চাপ দিলেন মৃদু।

খানিক পর রানা উপলব্ধি করল ওকে পালাতে হবে, তা না হলে মানুষের চাপে দম বন্ধ হয়ে মারা যেতে পারে ও। অনেক কষ্টে বারান্দায় বেরিয়ে এল, রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকল একা, মনটা ফিরে গেছে আলি শাহের আফ্রিকায়।

কেউ একজন ওর হাত ছুঁলো। এক মুহূর্ত সাড়া দেয়নি রানা, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে দেখে ওর পাশে একটা মেয়ে। ওর প্রায় কাছাকাছি লম্বা, সবচেয়ে আগে অস্বাভাবিক এই ব্যাপারটাই লক্ষ করল ও। সুন্দরী যদি না-ও হয়, পুরুষালি ও বুনো একটা ভাব তার শক্ত-সমর্থ চওড়া কাঠামোর সঙ্গে বেমানান নয়। প্রথমদর্শনেই কৌতূহলী হয়ে উঠল রানা, কিছুটা বোধহয় আকর্ষণও বোধ করল।

'সেই সন্ধে থেকে তোমাকে পাবার চেষ্টা করছি আমি,' বলল মেয়েটা। 'কোন সুযোগ পাচ্ছিলাম না। কথা ছিল মিসেস মার্কহাম পরিচয় করিয়ে দেবেন, অপেক্ষা করার ধৈর্য হলো না। আমি সোফিয়া ক্যারল।' সপ্রতিভ একজন তরুণের মত হাসল মেয়েটা।

হাতটা অফার করল রানা। শক্ত মুঠোয় নিয়ে সেটা ঝাঁকিয়ে দিল সোফিয়া। 'উনি আমাকে তোমার একটা টেপ দিয়েছেন,' বলল রানা, মনে মনে ভাবছে এই মেয়েকে বৈরী আফ্রিকা সহজে কাবু করতে পারবে না। 'আর্কটিক-এর ওপর তোমার কাজ দারুণ লাগল।'

'আফ্রিকা ডাইং-এর পরিচালক প্রশংসা করছে, তাহলে হয়তো সত্যি ভাল করেছি,' চওড়া মুখে ছড়িয়ে পড়ল হাসিটা, যদিও রানার প্রশংসায় গলে পড়ার কোন ভাব নেই। 'কোনদিন যদি তোমার সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পাই, খুশি হব আমি,' সরাসরি বলল সে।

'সুযোগ হতে পারে,' বলল রানা। 'যতটা তাড়াতাড়ি আশা করি আমরা, হয়তো তারও আগে।' এখনও রানার হাতটা ছাড়েনি সোফিয়া ক্যারল, রানাও সেটা ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করল না। রানার মনে হলো, এই মেয়েকে আফ্রিকা নিয়ে গেলে মন্দ হয় না, সময়টা বোধহয় ভালই কাটবে।

রানা ও সোফিয়া যেখানে দাঁড়িয়ে, ওখান থেকে কয়েক মাইল উত্তরে আরেকজন চ্যানেল ফোর-এ 'আফ্রিকা ডাইং' দেখছেন। স্যার মরিস টাফ ট্যাফোর্ড ব্রিটেনে রেজিস্ট্রি করা 'স্টার ওভারসীজ স্টীম শিপ কোম্পানী লিমিটেড'-এর অধিকাংশ শেয়ারের মালিক, দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী একশোজনের মধ্যে অন্যতম। লণ্ডন স্টক এক্সচেঞ্জে এখনও 'শিপিং' তালিকায় থাকলেও, গত পঞ্চাশ বছরে কোম্পানীটি

তার ব্যবসার ধরন সম্পূর্ণ বদলে নিয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় এক ঝাঁক ছোট স্টিমার আফ্রিকা আর এশিয়া থেকে পণ্য আনা-নেয়া করত, কিন্তু ব্যবসাটা জমেনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরুতে গোটা কোম্পানী নামমাত্র মূল্যে কিনে নেন টাফ ট্যাফোর্ড। যুদ্ধের সময় স্মাগলার হিসেবে বিরাট সাফল্য অর্জন করেন তিনি, লাভের বিপুল টাকা বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করে স্টারকে গড়ে তোলেন বহুমুখী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান।

এই মুহূর্তে হল্যাণ্ড পার্ক-এ, নিজ বাড়ির চারতলায় বসে রয়েছেন ভদ্রলোক। হল্যাণ্ড পার্ক লণ্ডনের অন্যতম অভিজাত এলাকা। নাইজেরিয়ায় কনসেশন আছে স্টার-এর, সেখান থেকে আনা আফ্রিকান হার্ডউড দিয়ে তাঁর স্টাডির প্যানেল বানানো হয়েছে। বাছাই করা, মাপ মেলানো, পালিশ করা প্যানেল মার্বেল পাথরের মত চকচকে। প্যানেলে একটাই মাত্র ছবি, কারণ কাঠের নকশাঅলা জমিনই তো দুর্লভ শিল্পকর্মের একটা দৃষ্টান্ত। ডেস্ক-এর দিকে মুখ করা পেইন্টিংটা পিকাসোর, পাশবিক শক্তি আর উত্তেজনাকর যৌনাবেদনই ছবিটির বিষয়বস্তু—উন্মত্ত এক দৈত্যাকার ষাঁড় ও নগ্ন এক নারী।

দরজায় পাহারা দিচ্ছে একজোড়া গণ্ডারের শিং। একটা শিঙের গা এক জায়গায় চকচক করছে, ওখানটায় গত কয়েক দশক ধরে টাফ ট্যাফোর্ডের ডান হাত পড়ছে প্রায় প্রতিদিন নিয়মিত। কামরায় ঢোকার বা কামরা থেকে বেরুবার সময় শিংটার গায়ে হাত বুলান তিনি। বলা যায় এটা তাঁর একটা কুসংস্কার। শিংগুলো তাঁর জন্যে সৌভাগ্য বয়ে এনেছে।

আঠারো বছরের এক ছোকরা, কপর্দকশূন্য ও ক্ষুধার্ত, থাকার মধ্যে আছে শুধু একটা পুরানো রাইফেল ও এক মুঠো কার্তুজ, সে ওই গণ্ডারটাকে ধাওয়া করে ঢুকে পড়ে সুদানের খাঁ-খাঁ মরুভূমিতে। নীলনদের তীর থেকে ত্রিশ মাইল দূরে একটা মাত্র গুলি মগজে ঢুকিয়ে মারে সে ওটাকে। ওটার মাথা থেকে সবেগে বেরিয়ে আসা রক্ত সরু একটা নালা তৈরি করে মরুভূমির মাটিতে, সেই অগভীর গর্ত থেকে কাঁচসদৃশ একটা পাথর তুলে নেয় ছোকরা মরিস ট্যাফোর্ড, আকারে সেটা এত বড় যে তার হাতের তালু প্রায় ঢাকা পড়ে যায়।

ওই হীরাটাই শুরু। গণ্ডারটা মারা যাবার দিন থেকে বদলে গেল তাঁর ভাগ্য। শিংগুলো আজও যত্ন করে রেখে দিয়েছেন তিনি, ওগুলো তাঁর কাছে পিকাসোর ছবির চেয়েও অনেক বেশি দামী।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় লিভারপুলের এক বস্তিতে জন্ম তাঁর। বাবা ছিলেন মাতাল, বাজারের কুলি। ষোলো বছর বয়েসে বাড়ি ছাড়েন ট্যাফোর্ড। নিষ্ঠুর এক ফার্স্ট মেট-এর যৌন আকর্ষণ এড়াবার জন্যে দার এস সালাম-এ জাহাজ থেকে পালান, এবং আবিষ্কার করেন আফ্রিকার রহস্য, সৌন্দর্য ও প্রতিশ্রুতি। কৌশলী, সাহসী ও উদ্যোগী পুরুষের জন্যে আফ্রিকা তার সম্ভাবনার দুয়ার খোলা রেখেছে, সুযোগটা ষোলোআনা সদ্ব্যবহার করেছেন টাফ ট্যাফোর্ড, সেজন্যেই আজ তিনি সেরা একশোজন ধনীর অন্যতম।

আফ্রিকায় তাঁর স্বার্থ আছে, কাজেই আফ্রিকা সম্পর্কে সব কথা জানা থাকা চাই তাঁর। চ্যানেল ফোর ধরে 'আফ্রিকা ডাইং' দেখার সেটাই কারণ। এপিসোড

শেষ হতে রিমোট কন্ট্রোলের বোতামে চাপ দিয়ে টিভি বন্ধ করলেন তিনি, স্থির পাথরের মত চুপচাপ বসে থাকলেন বেশ কিছুক্ষণ। তারপর হাত বাড়িয়ে নোট বইটা তুলে নিলেন, পাতা উল্টে লিখলেন—মাসুদ রানা।

চার

স্যার মরিস টাফ ট্যাফোর্ডকে চেনে বৈকি রানা। পরিচয় নেই, তবে জানে তাঁর স্টার কোম্পানীর শুঁড় আফ্রিকার এমন কোন প্রান্ত নেই যেখানে পৌঁছায়নি। ভদ্রলোকের আফ্রিকা ভ্রমণের খবর টিভি বা খবরের কাগজে খুব কমই আসে, কিন্তু তাঁর গালফস্ট্রীম এক্সিকিউটিভ জেটকে প্রায়ই পার্ক করা অবস্থায় দেখা যায় লুসাকা বা কিনসাসা বা নাইরোবির এয়ারপোর্ট টারম্যাকের দূর প্রান্তে। গুজব তাঁকে মবুতু-র মার্বেল প্রাসাদে সম্মানী অতিথি ও গোপন পরামর্শদাতার আসনে বসিয়েছে, পরিচিত করে তুলেছে লুসাকার প্রেসিডেনশিয়াল হাউসের কর্তাব্যক্তি কেনেথ কাউণ্ডার বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে। বলা হয়, চব্বিশ ঘণ্টার যে-কোন সময় ফোন তুলে ক্লার্ক বা মুগাবের সঙ্গে কথা বলতে পারেন তিনি।

আফ্রিকা মহাদেশের ব্রোকার, কুরিয়ার, অ্যাডভাইজার, ব্যাংকার ও নেগোশিয়েটার, এরকম আরও অনেক কিছু বলা যায় তাঁকে, কোনটাই মিথ্যে বা অতিরঞ্জিত নয়।

রানার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে না পেরে সেলিনা মার্কহামকে ধরেন ভদ্রলোক। প্রথমে রানা তেমন গুরুত্ব দেয়নি। দু'দিন পর বাংলাদেশ দূতাবাসকে অনুরোধ করেন স্যার ট্যাফোর্ড। তাঁর আগ্রহ লক্ষ করে কৌতূহল বোধ করে রানা, দেখা করতে আসার পিছনে সেটাই কারণ।

মাথায় লাল ফেজ পরা কালো এক আফ্রিকান ভৃত্য দরজা খুলে দিল। রানা সোয়াহিলি ভাষায় কথা বলছে শুনে বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসল সে। মার্বেল পাথরের চওড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল রানা। প্রতিটি ল্যাণ্ডিঙে যেন ফুলের বাজার বসেছে। লাল জিম্বাবুই টিক-এর তৈরি জোড়া দরজার সামনে পৌঁছে এক পাশে সরে দাঁড়াল লোকটা, রানার উদ্দেশে মাথা নোয়াল। কামরার ভেতর ঢুকে সিল্ক ইরাণী কার্পেটের মাঝখানে দাঁড়াল রানা।

ডেস্কের পিছন থেকে চেয়ার ছাড়লেন স্যার ট্যাফোর্ড। রানার কাছে এক মুহূর্তে পরিষ্কার হয়ে গেল, কেন তাঁকে টাফ বলা হয়। ভদ্রলোকের হাড়গুলো অস্বাভাবিক চওড়া, যদিও ডোরাকাটা সুট তাঁর কাঠামোর উঁচু হয়ে থাকা গ্রান্থিগুলোকে সুডৌল ও মসৃণ করে তুলেছে, ভদ্রোচিত আড়াল দিয়েছে বিশাল বপুটাকে। পাঁচ নম্বর একটা ফুটবল তাঁর মাথা, কোন চুল নেই। চোয়ালে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাব, চোখে শকুনের দৃষ্টি।

'রানা,' বললেন তিনি। 'এসে ভাল করেছেন।' তাঁর কণ্ঠস্বর আন্তরিক, কথার সুরে অমায়িক একটা ভাব আছে, যা তাঁর চেহারার সঙ্গে ঠিক মানায় না। ডেস্কে

ওপর দিয়ে রানার দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন তিনি।

'অনুরোধ জানিয়ে ভাল করেছেন আপনিও, ট্যাফোর্ড,' জবাব দিল রানা, বলা যায় ঢিল খেয়ে থাকলে পাটকেলই ছুঁড়েছে। রানা বুঝিয়ে দিল, সম্পর্কটা হবে সমান মর্যাদার। চোখ কুঁচকে সম্মতি দিলেন টাফ ট্যাফোর্ড।

করমর্দন করল ওরা, পরস্পরকে পরীক্ষা করছে, শক্তি পরীক্ষার বালকসুলভ প্রতিযোগিতায় না গিয়েও পরস্পরের হাত ধরে থাকল প্রয়োজনের চেয়ে বেশিক্ষণ। তারপর একটা লেদার চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি। রানা বসার পর চাকরের উদ্দেশে বললেন, 'মুরুম্বু, চা দেবে, প্লীজ? আপনি চা খাবেন, তাই না, রানা?'

মুরুম্বু চা পরিবেশন করছে, গণ্ডারের শিং দুটোর দিকে ইঙ্গিত করল রানা। 'এ-ধরনের ট্রফি সাধারণত দেখা যায় না।'

ডেস্ক ছেড়ে এগিয়ে গেলেন স্যার ট্যাফোর্ড। শিং দুটোর গায়ে হাত বুলালেন তিনি, যেন কোন নারীকে আদর করছেন। 'না, দেখা যায় না। আমি তখন বালক মাত্র, পনেরো দিন ধাওয়া করে মারি ওটাকে। নভেম্বর মাস, ছায়ার ভেতর তাপমাত্রা ছিল একশো বিশ ডিগ্রী। পনেরো দিনে দুশো মাইল মরুভূমি চষে ফেলি।' মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক। 'কম বয়েসে কত পাগলামিই না করি আমরা।'

'বেশি বয়েসেও পাগলামি আমরা কম করি না,' মুচকে হেসে বলল রানা।

মাথা ঝাঁকালেন স্যার ট্যাফোর্ড। 'ঠিক বলেছেন আপনি। খানিকটা পাগলামি না করলে জীবনে মজা বলতে কিছু থাকে না।' চায়ের কাপে চুমুক দিলেন তিনি, কামরা থেকে বেরিয়ে গিয়ে দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিতে বললেন মুরুম্বুকে। তারপর আবার রানার দিকে তাকালেন। 'আমি ছাড়া আফ্রিকাকে যদি কেউ চিনতে পেরে থাকে, তো আপনি—ইউ গট ইট রাইট। ইউ গট ইট এক্সাক্টলি রাইট। আফ্রিকার সমস্যাগুলো সরাসরি দেখিয়েছেন—উপজাতীয় বিরোধ, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, অজ্ঞতা ও দুর্নীতি। আপনার দেয়া সমাধানগুলোও গ্রহণযোগ্য। ইয়েস, ইউ গট ইট রাইট।'

অসতর্ক হয়ো না, নিজেকে সাবধান করল রানা। প্রশংসা করা হচ্ছে তোমাকে নরম করার জন্যে। বুড়ো সিংহের মত তোমাকে নিয়ে খেলছেন উনি।

'মিডিয়া, তথা মানুষের ওপর আপনার যে প্রভাব, সত্যি তার তুলনা হয় না। আপনি কিছু দেখেছেন বললে মানুষ তা বিশ্বাস করবে। তারমানে আপনার দৃষ্টির ওপর তাদের আস্থা আছে। এটা খুবই ভাল লক্ষণ। আপনাকে আমি সাহায্য ও উৎসাহিত করতে চাই।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা; জানে, ভাল কোন কারণ ছাড়া কাউকে সাহায্য করার লোক অন্তত টাফ ট্যাফোর্ড নন। 'এবার দয়া করে বলবেন কি আমার কাছ থেকে ঠিক কি চান আপনি?'

'ভ্যাম ইট,' যেন নিজের দ্বিধা তাঁকে বিরক্ত করছে। 'আপনাকে আসলে আমার পছন্দ হয়েছে। আমার বিশ্বাস, পরস্পরকে আমরা বুঝব। দু'জনেই আমরা বিশ্বাস করি, এই গ্রহে বেঁচে থাকার অধিকার আছে মানুষের, এবং যেহেতু

প্রাণীদের মধ্যে সেই সেরা, তার অধিকার আছে নিজের স্বার্থে দুনিয়াকে শোষণ করার–অবশ্যই সীমা বজায় রেখে এবং পূরণ হওয়ার উপায় খোলা রেখে।'

'হ্যাঁ, আমারও তাই বিশ্বাস।'

'আপনার যে ইন্টেলিজেন্স, এরচেয়ে কম কিছু আমি আশা করি না। ইউরোপে মানুষ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ফসল ফলাচ্ছে, গাছ কাটছে, শিকার করছে পশু; অথচ মাটি এক হাজার বছর আগের চেয়ে উর্বর এখন, আরও বেশি হয়েছে পশুর সংখ্যা, বনভূমিও আগের চেয়ে ঘন।'

'তবে চেরনোবিলে নয়, নয় যেখানে অ্যাসিড বৃষ্টি হচ্ছে। যদিও আমি একমত, ইউরোপ খুব একটা খারাপ অবস্থায় নেই। আফ্রিকা আর এশিয়ার কথা অবশ্য আলাদা।'

'আফ্রিকা আমার প্রেম। আমার প্রথম প্রেম। উপলব্ধি করি, ওখানকার সমস্ত অমঙ্গলের সঙ্গে আমার যুদ্ধ। আমার যে ক্ষমতা, পুঁজি বিনিয়োগ করে মহাদেশের দু'এক অংশের দারিদ্র্য খানিকটা হলেও ঘোচাতে পারি। আর আপনার যে প্রভাব ও প্রতিভা, মানুষের মনে আফ্রিকা সম্পর্কে যে অজ্ঞতা রয়েছে তা দূর করার কাজে ব্যবহার করতে পারেন।'

হাত ঘড়ির দিকে তাকাল রানা। 'আরও পরিষ্কার করে বলতে হবে আপনাকে, ট্যাফোর্ড।'

'ঠিক আছে,' রাজি হলেন স্যার ট্যাফোর্ড। 'অবশ্যই আপনি উবোমো দেশটা সম্পর্কে সব জানেন, তাই না?'

ঘাড়ের পিছনে চুল খাড়া হবার স্পর্শ পেল রানা। কেন যেন ওর আগেই সন্দেহ হয়েছিল, ওর ভাগ্য ওকে ওদিকেই নিয়ে যাবে। 'উবোমো, দ্য ল্যাণ্ড অভ রেড আর্থ। লাল মাটির দেশ। হ্যাঁ, ওখানে আমি গেছি। তবে নিজেকে আমি দেশটা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ বলে দাবি করতে পারি না।'

'ষাটের দশকে ব্রিটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা পাবার পর থেকে ওখানে তেমন কিছু ঘটেনি,' বললেন স্যার ট্যাফোর্ড। 'গোঁয়ার এক বুড়ো একনায়ক উন্নতি, অগ্রগতি, প্রগতি ও পরিবর্তনের পথে বিরাট বাধা হয়ে ছিলেন।'

'শেখ ফাহিম ফয়সল,' বলল রানা। 'ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার, তবে কয়েক বছর আগে। তখন তিনি প্রতিবেশীদের ফিশিং রাইট নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন।'

'ভদ্রলোকের রোগই তাই, নীতিগতভাবে যে-কোন পরিবর্তনের বিরোধী। তিনি চেয়েছেন দেশের লোক তাঁর অনুগত থাকবে, তাঁর কথায় উঠবে তাঁর কথায় বসবে।' মাথা নাড়লেন স্যার ট্যাফোর্ড। 'যাই হোক, তিনি এখন অতীত ইতিহাস। দেশটাকে খুলে দেয়ার জন্যে, দেশবাসীকে বিংশ শতাব্দীতে টেনে আনার জন্যে ওখানে এখন রয়েছেন সিমন সাফারি। ফিশিং রাইটস ছাড়াও, উবোমোয় রয়েছে বেশ ভাল পরিমাণে প্রাকৃতিক সম্পদ। কাঠ আর খনিজ পদার্থ। আমি বিশ বছর ধরে ফাহিম ফয়সলকে বোঝাতে চেষ্টা করেছি এগুলো তাঁর দেশবাসীর জন্যে ব্যবহার করা উচিত, কিন্তু তিনি আমার কথা কানে তোলেননি।'

'হ্যাঁ, খুব জেদী মানুষ তিনি,' বলল রানা। 'তবে আমি ভদ্রলোককে পছন্দ করি।'

'ও, হ্যাঁ, পছন্দ করার মতই এক অথর্ব বুড়ো বটে,' সায় দিলেন স্যার ট্যাফোর্ড। 'তবে তিনি এখন আর কোন প্রসঙ্গ নন। দেশটা উন্নতির ছোঁয়া পাবার জন্যে একেবারে প্রস্তুত হয়ে আছে, এবং একটা আন্তর্জাতিক কনসর্টিয়াম-এর পক্ষ থেকে সেই উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সবচেয়ে বড় ভূমিকাটি নিতে চাই আমি—ওই কনসর্টিয়ামের লিডিং মেম্বার হলো স্টার কোম্পানী।'

'শুনে মনে হচ্ছে আমাকে আপনার দরকার নেই।'

'ব্যাপারটা এত সহজ হলে বেঁচে যেতাম। ফাহিম ফয়সলের সময় উবোমোয় এক মহিলা ব্যারিস্টার কাজ করছিলেন।' স্যার ট্যাফোর্ড গম্ভীর হলেন, রুক্ষ হয়ে উঠল তাঁর চেহারা। 'প্রেসিডেন্টের সঙ্গে মহিলার সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ ছিল, ফলে তাঁর কাছ থেকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধে পেয়েছেন মহিলা, অন্যান্য সাংবাদিক বা গবেষকরা যা পাননি। মহিলা উবোমোর বনবাসীদের ওপর একটা বই লিখেছেন—আমি বা আপনি ওদেরকে পিগমি বলব, তবে শুনতে পাই আজকাল ওদের পেগমি বলা নাকি অসভ্যতা। তার লেখা বইটির নাম...,' মনে করার জন্যে থামলেন তিনি।

'বৃক্ষছায়ার মানুষ,' বলল রানা। 'হ্যাঁ, বইটা আমি পড়েছি। লেখিকার নাম মনিকা রিভেরা।' অসুর নিধন, কর্নেল ম্যানুয়েল রিভেরার মৃত্যু, পেনডুলা, জেনারেল কিরিকিটি বাওনা—ঘটনা ও ব্যক্তির টুকরো টুকরো ছবিগুলো এক পলকে রানার চোখের সামনে ভেসে উঠল। দক্ষিণ আফ্রিকার বিশাল বনভূমিতে মনিকার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে রানার, তারপর আর দেখা হয়নি। তবে মনিকা কোথায় কি করছে সে-খবর মাঝে-মধ্যে পায় ও। সে যে আইন শেষ করে আফ্রিকার ওপর গবেষণা শুরু করেছে, এটা ওর কাছে একটা পুরানো খবর।

'আপনি তাঁকে চেনেন?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইলেন স্যার ট্যাফোর্ড।

'একবার পরিচয় হয়েছিল,' বলল রানা, ঘনিষ্ঠতার কথাটা প্রকাশ করল না। 'বেশ ভাল লেখে, স্টাইলটা আমার খুব পছন্দ। উনি আসলে...।'

'উনি আসলে একটা উপদ্রব,' কড়া সুরে রানাকে বাধা দিলেন স্যার ট্যাফোর্ড।

'ব্যাপারটা আপনাকে ব্যাখ্যা করতে হবে,' শর্ত দিল রানা, তবে গলার স্বরটা নিরপেক্ষ রাখল।

'ক্ষমতায় এসে প্রেসিডেন্ট সিমন সাফারি মেয়েটাকে ডেকে পাঠান। উনি তখন জঙ্গলে কাজ করছিলেন। উন্নতি ও অগ্রগতির প্ল্যানগুলো ব্যাখ্যা করেন প্রেসিডেন্ট, মহিলার সমর্থন ও সহযোগিতা চান। মীটিংটা সফল হয়নি। বন্ধু ফাহিম ফয়সলের ভক্ত, শুধু এই কারণে প্রেসিডেন্ট সাফারির বন্ধুত্বের প্রস্তাব

---

* মাসুদ রানা সিরিজের শ্বাপদসংকুল দ্রষ্টব্য।

প্রত্যাখ্যান করলেন তিনি।'

হ্যাঁ, মনিকা সেই প্রকৃতিরই মেয়ে, ভাবল রানা। একজন স্বৈরাচারী প্রেসিডেন্টকে তাচ্ছিল্য করার সাহস তার হবে।

'তারপর তিনি সীমান্ত এলাকায় প্রচারণা শুরু করলেন, ফলে অধিবাসীদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিল। তাঁর অভিযোগ, প্রেসিডেন্ট সাফারি মানবাধিকার লঙ্ঘন করছেন। বলছেন, প্রেসিডেন্ট নাকি অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের মাধ্যমে দেশটার প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস করে দেয়ার ষড়যন্ত্র করেছেন। তাঁকে তিনি রেপিস্ট বলছেন, প্রাকৃতিক সম্পদকে ধর্ষণ করতে চান। আপনিই বলুন, কোন ভদ্রমহিলা এ-ধরনের ভাষা একজন সম্মানী প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারেন?'

'চিন্তার কথা,' বলল রানা। 'অভিযোগগুলো যদি সত্যি হয়।'

'নতুন সরকারকে যতভাবে সম্ভব আক্রমণ শুরু করলেন তিনি, কাজেই প্রেসিডেন্ট তাঁকে বাধ্য হয়ে দেশ থেকে বের করে দিলেন। মহিলা আমেরিকান নাগরিক, তবে ব্রিটিশ পাসপোর্টও আছে। এখনও তাঁর শিক্ষা হয়নি, এখানে ফিরে এসেও উবোমো সরকারের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাচ্ছেন।'

'তার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া দরকার,' বলল রানা, ওকে ডেকে পাঠানোর পিছনে স্যার ট্যাফোর্ডের উদ্দেশ্যটা কি না জেনে কোন পক্ষ অবলম্বন করতে চাইছে না।

'দুঃখজনক হলেও সত্যি, শক্তিশালী লেখনির সাহায্যে মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছেন মহিলা। টিভিতে তাঁকে দেখায়ও ভাল। তিনি যে একজন ফ্যানাটিক, এটা তিনি গোপন রাখতে পারেন।'

'একটা জিনিস বুঝছি না,' বলল রানা। 'স্টার কোম্পানী বিশাল একটা ব্যাপার, মনিকা রিভেরার মত একজন লেখিকাকে ভয় পাবার কি আছে আপনাদের?'

'না, ভয় পাবার কিছু নেই, আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু মুশকিল হলো, উবোমোয় আমাদের পরিকল্পনা সম্পর্কে জানার পর তিনি ও তাঁর সমর্থকরা যা নয় তাই বলে অপপ্রচার শুরু করেছেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আমাদের প্ল্যান সম্পর্কে আজেবাজে মিথ্যে কথা লেখা হচ্ছে। কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডাররা নানা রকম প্রশ্ন তুলছেন, জবাব দিতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি আমরা। সামনে আবার বার্ষিক সাধারণ সভা। এদিকে, এইমাত্র জানতে পারলাম যে স্টার-এর সামান্য কিছু শেয়ারও তাঁর কেনা আছে। অর্থাৎ সাধারণ সভায় তিনি যে উপস্থিত থাকবেন এবং গোলযোগ সৃষ্টি করবেন, এ আপনি ধরে নিতে পারেন। "প্রকৃতি প্রেমিক" নামে একদল ফ্যানাটিক তাঁকে উৎসাহ যোগাচ্ছে···।'

'বিব্রতকর পরিস্থিতি, সন্দেহ নেই,' হাসি চেপে বলল রানা। 'আপনি আমার কাছ থেকে ঠিক কি ধরনের সাহায্য আশা করেন?'

'সাধারণ মানুষ আর বিজ্ঞানীদের ওপর আপনার প্রভাব মনিকা রিভেরার চেয়ে অনেক বেশি। সর্বস্তরের লোকজনকে আপনার কথা জিজ্ঞেস করেছি আমি। সবাই আপনাকে শ্রদ্ধা করে। আমার প্রস্তাব হলো, উবোমোয় গিয়ে আপনি একটা ডকুমেন্টারী ছবি তৈরি করুন। মনিকা রিভেরা যে-সব অভিযোগ করছেন তা সত্যি

কিনা পরীক্ষা করুন। ছাপার অক্ষরের চেয়ে টিভি অনেক বেশি শক্তিশালী মিডিয়াম, আপনার ডকুমেন্টারী তাঁকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেবে। আপনাকে আমি ম্যাক্সিমাম এক্সপোজার-এর নিশ্চয়তা দেব। স্টার-এর রয়েছে বিশাল সব মিডিয়ানেটওঅর্ক···।'

গলা ছেড়ে হেসে উঠতে ইচ্ছে করল রানার। স্পর্ধা ছাড়া কি, ভদ্রলোক ওকে কিনে নিতে চান! অনেক কষ্টে চুপ করে থাকল ও। আগে সব কথা শোনা যাক।

'প্রেসিডেন্ট সাফারি এবং তাঁর সরকার সম্ভাব্য সবরকমভাবে সহযোগিতা করবেন আপনার সঙ্গে, কথা দিচ্ছি আমি। আপনার যা যা লাগবে সব তাঁরা সরবরাহ করবেন। সামরিক পরিবহন—হেলিকপ্টার, লেক পেট্রল বোট, চাওয়ামাত্র পেয়ে যাবেন। যেখানে খুশি যেতে পারবেন, যার সঙ্গে ইচ্ছে কথা বলবেন···।'

'রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে?' রানার মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল।

'রাজনৈতিক বন্দী? কেন, তাদের সঙ্গে কথা বলার দরকার কি? আপনার ডকুমেন্টারী হবে প্রাকৃতিক পরিবেশ আর পিছিয়ে পড়া একটা সমাজের উন্নতির ওপর। শুনুন, রানা, প্রেসিডেন্ট সাফারি অত্যন্ত উদার ও প্রগতিশীল নেতা, তিনি কোন রাজনৈতিক নেতাকে বন্দী করে রেখেছেন বলে আমি বিশ্বাস করি না।'

'তাহলে ফাহিম ফয়সলের ব্যাপারটা কি?'

'আমি কি উবোমো সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনতে পাচ্ছি? আপনার কথায় আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের ইঙ্গিত রয়েছে?'

'না, আমি শুধু জানতে চাইছি কিসের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে হবে আমাকে।'

'ঠিক আছে, শুনুন তাহলে। ফাহিম ফয়সলের বয়স হয়েছিল। ক্ষমতা বদলের সময় তাঁকে বাধ্য হয়ে গৃহবন্দী করে রাখেন প্রেসিডেন্ট সাফারি। ফাহিম ফয়সলের সঙ্গে আইনবিদ ও ডাক্তার ছিল, যখন তিনি হার্ট অ্যাটাকে মারা যান। প্রেসিডেন্ট সাফারি তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে এখনও কোন ঘোষণা দেননি। কারণ ব্যাপারটাকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা হতে পারে···।'

'লোকে হয়তো ভাববে সামরিক আদালতে দোষী সাব্যস্ত হবার পর তাঁকে গুলি করে মারা হয়েছে,' বলল রানা, বৃদ্ধ ফাহিম ফয়সলের জন্যে দুঃখ হলো ওর।

'হ্যাঁ, মানুষ এরকম ভাবতে পারে,' বলে চলেছেন স্যার ট্যাফোর্ড। 'তবে প্রেসিডেন্ট সাফারি আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন, আসল ঘটনা সেরকম কিছু না।'

'ঠিক আছে, বুঝলাম। এবার, খরচের প্রসঙ্গ। স্বভাবতই আপনি প্রথমশ্রেণীর কাজ চাইবেন। অন্তত দুই মিলিয়ন ডলারের মত লাগবে, তার কমে হবে না। কে দেবে টাকাটা? স্টার?'

'না, তাহলে লোকে বলবে এটা আমাদের বিজ্ঞাপন-কোম্পানী প্রপাগাণ্ডা। না, বাইরে থেকে টাকা যোগাড় করে দেব আমি। টাকাটা আসবে দূরপ্রাচ্যের একটা কোম্পানী থেকে। কোম্পানীটি কনসর্টিয়াম-এর সদস্য হলেও, এই পর্যায়ে প্রকাশ্য স্টার-এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েনি। হঙকঙে ওদের একটা ফিল্ম কোম্পানীও আছে, সেটাকে আমরা ফ্রন্ট হিসেবে ব্যবহার করব।'

'পেরেন্ট কোম্পানীর নাম কি? হেডকোয়ার্টার কোথায়?' ক্ষীণ একটা আশঙ্কা

জাগছে রানার মনে, এ-ধরনের একটা আশঙ্কা আগেও ভুগিয়েছে ওকে।

'পেরেন্ট কোম্পানীটি তাইওয়ানিজ, খুব বিখ্যাত না হলেও মোটা টাকা খাটায়, অত্যন্ত শক্তিশালী।'

'নামটা বলবেন না?'

'টিপিক্যালি চাইনিজ,' বললেন স্যার ট্যাফোর্ড। 'রেড ড্রাগন কোম্পানী।'

তাকিয়ে থাকল রানা, কথা বলার শক্তি নেই। আলি শাহের মৃত্যু অদ্ভুত ভাবে চঙমঙ গঙ আর ওর নিয়তির মধ্যে একটা যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়ে গেছে। ভাগ্যই যেন ওদেরকে আবার মুখোমুখি দাঁড় করাবার দায়িত্ব পালন করছে।

'কোনও ব্যাপারে আপনি উদ্বিগ্ন, রানা?' স্যার ট্যাফোর্ড জানতে চাইলেন।

'না, আপনার প্রস্তাবটা নিয়ে ভাবছি। আমার কোন আপত্তি নেই,' বলল রানা। উবোমোয় যাবার এই সুযোগ হারাতে রাজি নয় ও কিছুতেই। চঙমঙ গঙকে নাগালের মধ্যে পাবার সুযোগ এটা, হারালে আলি শাহের আত্মা ধিক্কার দেবে ওকে। 'আপনি আয়োজন করুন, তারপর জানান আমাকে।'

পাঁচ

তিন দিন পর রানার ক্যামেরা পারসন হিসেবে চুক্তিপত্রে সই করল সোফিয়া ক্যারল। দু'ঘণ্টা বেতন, সুযোগ-সুবিধে ও শর্ত নিয়ে আলোচনার পর চার কপি চুক্তিপত্র তৈরি করল রানা। কাজটায় মন দেয়া কঠিন হয়ে উঠল, কারণ ওর চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে কাগজের ওপর সারাক্ষণ ঝুঁকে থাকল সোফিয়া, ফলে তার বিশাল ও নরম পুরোটা বুক রানার ঘাড় ও মাথায় রোমাঞ্চকর বোঝা হিসেবে চেপে থাকল। চারটে কপির মধ্যে দুটো থাকবে ওদের কাছে, একটা করে যাবে সেলিনা মার্কহাম ও স্টার কোম্পানীর ঠিকানায়।

'তোমার সঙ্গে আমার চুক্তি হলো, এ উপলক্ষ্যে একটা উৎসব হওয়া দরকার,' প্রস্তাব করল সোফিয়া। 'চলো, আমার ফ্ল্যাটে আজ তুমি খাবে। কোন অজুহাত দেখালে ভাল হবে না কিন্তু।'

হাসিমুখে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করল রানা। 'ভুলে গেছ, আজ আমাদের স্টার হেডকোয়ার্টারে ব্রিফিং করা হবে?'

রানার ফ্ল্যাটে রয়েছে ওরা, এগিয়ে এসে ওর চেয়ারের হাতলে বসল সোফিয়া, একটা হাত রাখল ওর কাঁধে। 'আমি রাতের কথা বলছি, মহাশয়! বলছি সারাটা রাতের কথা, যদি বুঝতে পেরে না থাকো।'

'আচ্ছা, সে দেখা যাবে,' বলল রানা, মনস্থির করতে পারছে না। সোফিয়ার দৈহিক কাঠামোটাই শুধু বিশাল নয়, তার প্রাণশক্তিও বিপুল। কাল বিকেল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত বাইরে ছিল ওরা, লণ্ডন শহরে চরকির মত রানাকে ঘুরিয়েছে মেয়েটা। হাঁটে না, লাফ দেয়। গাড়ি চালায়, যেন প্রতিযোগিতায় নেমেছে। সারাক্ষণ খই ফুটছে মুখে, শুনে মনে হবে ঝগড়া করছে। যখন হাসে, সাবধান

হয়ে যায় রানা, জানে গড়িয়ে পড়বে গায়ে। প্রথম কয়েক ঘণ্টা ভারি অস্বস্তিবোধ করেছে ও, এ আবার কেমন মেয়ে রে বাবা! ধীরে ধীরে উপলব্ধি করেছে, এ-সব ওর নোংরা কোন কৌশল নয়। ওর স্বভাবটাই এরকম–আন্তরিক, প্রাণচঞ্চল, খোলামেলা–কারও সঙ্গে মিশলে মাঝখানে জড়তা বা সংকোচকে বাধা হতে দেয় না।

'হ্যাঁ, কাজ আগে, তারপর আনন্দ,' রানার কথা মেনে নিল সোফিয়া। 'চলো তাহলে বেরিয়ে পড়া যাক।'

খ্রিস্টান সন্ন্যাসীদের প্রাচীন মঠের পাশেই একটা পাব, তার ঠিক উল্টোদিকে স্টার কোম্পানীর হেড অফিস। রাস্তাটার নাম ব্ল্যাকফ্রাইয়ারস। টিউব স্টেশনের মেইন এন্ট্রান্স থেকে বেরিয়ে বিল্ডিঙটার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা ও সোফিয়া। আশপাশে পাঁচ-সাততলা অনেকগুলো বিল্ডিং, স্টার বিল্ডিঙটা সবগুলোকে ম্লান করে দিয়েছে, বিশেষ করে রাস্তার আরেক প্রান্তের ইউনিলিভার বিল্ডিঙটাকে। ইউনিলিভার গ্র্যানিট পাথরে তৈরি, স্টার মার্বেল পাথরে, ইউনিলিভারের সামনে অলিম্পিয়ান ঈশ্বরদের অনেকগুলো বিশাল আকারের মূর্তি রয়েছে, স্টারে ওগুলোর সংখ্যা বারো গুণ বেশি। ইউনিলিভারের প্রতিটি গ্রীক স্তম্ভের জায়গায় স্টারে রয়েছে চারটে করে স্তম্ভ।

সিঁড়ি বেয়ে প্রধান দরজার সামনে উঠে এল ওরা, পাথুরে ঈশ্বররা তাকিয়ে আছেন ওদের দিকে। রিভলভিং গ্লাসডোর পেরিয়ে লবিতে ঢুকল রানা, সামান্য ভয় ভয় ভাব নিয়ে ওকে অনুসরণ করল সোফিয়া। লবির মেঝে দাবার ছক, কালো ও সাদা মার্বেল। গোটা ছাদ সোনা রঙে গিলটি করা, তার ওপর বিচিত্র ধাঁচের অলংকরণ। প্যানেলে দক্ষ শিল্পীদের কাজ, বেশিরভাগই ধর্মীয় দৃশ্য।

একজন সিনিয়র পাবলিক রিলেশন্স অফিসার ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। নিজের পরিচয় জানিয়ে ওদেরকে আরেক প্রস্থ সিঁড়ি দিয়ে ওপরতলায় নিয়ে এলেন তিনি, ল্যাণ্ডিং ও প্যানেলের প্রতিটি শিল্পকর্মের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত কয়েকশো কামরার ভেতর স্টার বাহিনীর লোকজন কাজ করছে, প্রতি তলায় করিডরগুলো সংখ্যায় এত বেশি যে গোলকধাঁধার মত লাগল। অবশেষে চারতলার কনফারেন্স রুমে এল ওরা, এত বড় যে হাজার দুয়েক লোক বসতে পারবে।

ওদের জন্যে চারজন কর্মকর্তা অপেক্ষা করছিলেন। পাবলিক রিলেশন্স অফিসার পরিচয় করিয়ে দিলেন। মাইকেল হবসন, সিনিয়র জিওলজিস্ট; তাঁর দায়িত্বে রয়েছে উবোমোর খনিজ উন্নয়ন। পাশে বসে রয়েছেন তাঁর সহকারী, বব গুডম্যান। তারপর টনি এণ্ডারসন, উবোমোর টিম্বার ও ফিশিং কনসেশন দেখাশোনা করছেন। সবশেষে ডেরিক শার্প, লিগ্যাল সেকশনের সিনিয়র কর্মকর্তা, আইনগত যে-কোন প্রশ্নের সমাধান দেবেন।

বৈঠক শুরু হবার আগে শেরি পরিবেশন করা হলো।

পাবলিক রিলেশন্স অফিসার ছোট একটা ভাষণ দিলেন। 'মি. মাসুদ রানা, আমার ওপর নির্দেশ আছে আপনার যে-কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে, কাজেই

মনে কোন প্রশ্ন জাগলে ইতস্তত করবেন না। প্রথমেই জানিয়ে রাখি, প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর উবোমো যে উন্নতি করতে যাচ্ছে তার ফল উবোমোর সর্বস্তরের জনসাধারণই ভোগ করবে, স্টার তাদেরকে এ-কাজে সাহায্য করার বিনিময়ে শুধু আরও সুনাম অর্জন করতে চায়—লাভের কথা যদি বলেন, শুধু খরচ উঠলেই আমরা খুশি।'

এরপর মি. পিগলার, ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অভ উবোমো-র অবস্থান সম্পর্কে বললেন তিনি, বিশাল এক পর্দায় দেশটার ম্যাপ আলোকিত হয়ে উঠল।

মধ্য আফ্রিকার পুব দিকে লেক আলবার্ট আর এডওয়ার্ডের মাঝখানে, গ্রেট রিফ্ট ভ্যালি-র ঢালে উবোমো—পশ্চিমে জায়ারে, সাবেক বেলজিয়ান কঙ্গো, পুব দিকে উগান্ডা রুওয়েনজোরি পাহাড়শ্রেণীর নিচে রাজধানী কাহালি, লেকের তীরে। রুওয়েনজোরিকে চাঁদের পাহাড়ও বলা হয়।

উবোমোর লোকসংখ্যা চল্লিশ লাখের মত আন্দাজ করা হয়, যদিও কখনও আদমশুমারি হয়নি। উপজাতিদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ উহালি-রা। তবে নতুন প্রেসিডেন্ট সিমন সাকারি এবং মিলিটারী কাউন্সিল-এর বেশিরভাগ সদস্য হিটা উপজাতির লোক। উবোমোর সব মিলিয়ে উপজাতি রয়েছে এগারোটা, তাদের মধ্যে সংখ্যালঘিষ্ঠ হলো বামবুটি, যাদেরকে পিগমিও বলা হয়। দেশের উত্তর প্রান্তে হাজার পঁচিশেক বামবুটি রেইন ফরেস্টে বসবাস করে, সংখ্যাটা ক্রমশ কমছে। স্টার-এর বেশিরভাগ মিনারেল কনসেশনগুলো ওদিকেই। সমস্ত কনসেশনকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

সোফিয়া বেশ কয়েকটা প্রশ্ন করল, দেখে মনে হলো পাবলিক রিলেশন্স অফিসার জবাব দিচ্ছে তার উন্নত স্তনযুগলকে। এরপর একে একে কোম্পানীর এক্সিকিউটিভরা তাঁদের বক্তব্য বলে গেলেন।

টনি এণ্ডারসন বোঝালেন লেকের ধারে তাঁরা কি ধরনের রিসর্ট আর ক্যাসিনো গড়ে তুলতে চাইছেন। তাঁর আশা, ট্যুরিস্টরা ওখানে মূলত ইটালি আর ফ্রান্স থেকে যাবে—রোম থেকে আকাশ পথে সময় লাগবে আট ঘণ্টা। বছরে তিন লাখ ট্যুরিস্ট আশা করছেন তিনি। ট্যুরিজম ছাড়া আয়ের আরেকটা উৎস, অ্যাকোয়াকালচার ইণ্ডাস্ট্রি। বাঁধ দিয়ে পানি আটকানো হবে, সেখানে চাষ হবে চিংড়ি সহ বিভিন্ন মাছের। বছরে এক মিলিয়ন টন শুকনো প্রোটিন উৎপাদন করা তাঁর লক্ষ্য। লেক থেকেও এই পরিমাণ মাছ তুলে হিমায়িত করার ইচ্ছে রাখেন তিনি।

রানা বলল, 'তারমানে লেকে আপনি কার্প ও এশিয়ান শ্রিম্প ছাড়বেন, তাতে লেকে ইকোলজিক্যাল সমস্যা দেখা দেবে না?'

'একদল বিশেষজ্ঞ ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখছেন, মাস ছয়েকের মধ্যে রিপোর্ট পেয়ে যাব—আশা করি কোন অসুবিধে হবে না,' রানাকে আশ্বস্ত করে হাসলেন টনি এণ্ডারসন। রানা আন্দাজ করল, বিশেষজ্ঞরা সবাই স্যার ট্যাফোর্ড-এর বেতনভুক হবেন, কাজেই অনুকূল রিপোর্ট পেতে অসুবিধে হবার কথা নয়।

দেশটার অর্ধেক পূর্বাঞ্চল জুড়ে রয়েছে খোলা প্রান্তর, ওখানে ক্যাটল-র‍্যাঞ্চ করা হবে। ওখানে সমস্যা হলো, পোকামাকড়। প্লেন থেকে ওষুধ ছিটিয়ে ধ্বংস

করা হবে ওগুলো। প্রজেক্টটা শেষ হলে উবোমোয় গরুর মাংসের কোন অভাব থাকবে না, রফতানি থেকেও আয় হবে বিপুল।

'প্লেন থেকে ওষুধ ছিটাবেন?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'কি কেমিক্যাল ব্যবহার করবেন?'

'আপনি শুনে খুশি হবেন যে স্টার বিপুল পরিমাণে সেলফ্রিন যোগাড় করেছে, খুবই কম দামে···।'

'সেলফ্রিন? ওটা তো আমেরিকায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে! আমেরিকায় আর ইউরোপিয়ান কমন মার্কেটে।'

রানাকে আবার আশ্বাস দিয়ে বলা হলো, উবোমোয় সেলফ্রিন ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়নি।

রানা উপলব্ধি করল, শুধু চণ্ডমণ্ড গণ্ডের নাগাল পাবার জন্যে নয়, স্টার-এর অশুভ ব্যবসায়িক তৎপরতা ব্যর্থ করার জন্যেও উবোমোয় ওর যাওয়াটা জরুরী। জাম্বেজি উপত্যকায় সেলফ্রিন ব্যবহার করার ফলে কি ঘটেছে দেখা আছে ওর। পাখি আর স্তন্যপায়ী ছোট প্রাণীরা পোকা খেয়েই জীবন ধারণ করে, সেলফ্রিন সমস্ত পোকা ধ্বংস করে দেয়ায় তারাও বাঁচেনি।

র‍্যাঞ্চের জন্যে উপযোগী নয় এমন জায়গায় ফলানো হবে তুলো আর আখ। লেক থেকে পাম্প করে সরবরাহ করা হবে পানি। তবে এ-সবে সময় লাগবে। তাড়াতাড়ি নগদ আমদানির ব্যবস্থা করা হবে লগিং অপারেশন থেকে। পশ্চিম প্রান্তের পাহাড় শ্রেণীকে ঢেকে রেখেছে ঘন বনভূমি, ওখান থেকে গাছ কেটে রফতানি করা হবে।

'বৃক্ষছায়া,' বিড়বিড় করল রানা।

'আই বেগ ইওর পার্ডন?'

'না, কিছু না। আপনি বলে যান, প্লীজ।'

লগিং অপারেশন আর মাইনিং অপারেশন একই সঙ্গে চলবে, একটা অন্যটার পরিপূরক হিসেবে। যে-কোন একটা প্রজেক্ট করা হলে লাভজনক হবে না। হিসাব করে দেখা গেছে, খনিজ পদার্থ আবিষ্কার ও উত্তোলনের খরচ উঠে যাবে গাছ কাটার আয় থেকে, ফলে খনিজ থেকে যা আয় হবে তার সবটাই লাভ। এ-ব্যাপারে আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেবেন মাইকেল হবসন।

মাইকেল হবসনও প্রায় আধ ঘণ্টা সময় নিলেন।

সার-সংক্ষেপ দাঁড়াল: উবোমোর বনভূমি কেটে সাফ করে ফেলা হবে, গরু-মোষের খামার তৈরি ও ফসল ফলাবার স্বার্থে ব্যবহার করা হবে মারাত্মক ক্ষতিকর কীটনাশক, ভূমি-ধস বা অন্যান্য বিপদের কথা বিবেচনা না করেই খনিগুলো থেকে চেঁছে বের করা হবে প্রাকৃতিক সম্পদ। স্টার-এর নেতৃত্বে উবোমোকে ছিবড়ে বানাবার, পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়ার চমৎকার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

রানা ধারণা করল, গোটা অধিবেশনটা সম্ভবত রেকর্ড করা হচ্ছে ক্যামেরায়, টাফ ট্যাফোর্ডকে পরে দেখানো হবে। কাজেই ওদের কথায় সায় দিয়ে গেল ও, মনে মনে জানে উবোমোয় পৌঁছে ওদের কাজে বাধা হয়ে দাঁড়াতে হবে ওকে।

মীটিং শেষ হলো। তারপর ওদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো স্যার ট্যাফোর্ডের

চেম্বারে। পাবলিক রিলেশন্স অফিসার সাবধান করে দিয়ে বললেন, 'স্যার ট্যাফোর্ড অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ, দু'মিনিটের বেশি সময় নেবেন না, প্লীজ।'

ওদেরকে দেখে ডেস্কের পিছনে উঠে দাঁড়ালেন টাফ ট্যাফোর্ড। 'ওরা আপনার যত্ন নিয়েছে তো, রানা?' ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলেন তিনি।

'যত্ন তো নিয়েছেনই, মুগ্ধও করেছেন,' রানা তাঁকে আশ্বস্ত করল। 'যে ক্লিপটি পেলাম, আমার ডকুমেন্টারীর নাম যদি হয় ''উবোমো, আফ্রিকার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ'' তাহলে বোধহয় দারুণ মিলে যায়, কি বলেন?'

'আই লাইক ইট!' নির্দ্বিধায় বললেন স্যার ট্যাফোর্ড। 'আপনাকে খুশি করা গেছে, সেজন্যে আমি আনন্দিত, রানা। আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়েও আনন্দিত আমি। এবার, আমাকে যদি ক্ষমা করেন…।'

স্টার বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এসে রানা জিজ্ঞেস করল, 'কি বুঝলে বলো তো, সোফিয়া?'

'বুঝলাম, স্যার ট্যাফোর্ড অত্যন্ত সেক্সি পুরুষ। তাঁর সব কিছু থেকে টাকা আর ক্ষমতার গন্ধ বেরুচ্ছে, ক্যাভিয়ার ও শ্যাম্পেনের চেয়ে কড়া।'

'আর কি বুঝলে, ভদ্রলোকের যৌনাবেদন ছাড়া? উবোমোকে নিয়ে স্টার-এর পরিকল্পনা, কেমন লাগল তোমার?'

'প্রচুর টাকা কামাবে ওরা, এটা পরিষ্কার। আর কি বোঝার আছেই বা, টাকাই তো দুনিয়ায় সব, তাই না?'

হতাশ বোধ করল রানা, তবে কিছু বলল না আর।

স্যার ট্যাফোর্ডের মহিলা সেক্রেটারি আগেই টেলিফোনে সাবধান করে দিল, সাক্ষাৎ হবে গোপনে। কিভাবে কোথায় যেতে হবে সব বুঝিয়ে বলে দিল সে। উল্লাসে এতই অধীর হয়ে পড়ল সোফিয়া ক্যারল যে তাকে একটা ধন্যবাদ দেয়ার কথাও মনে থাকল না। স্যার ট্যাফোর্ড তার শরীরটার লোভে পড়ে গেছেন, এরকম একটা ধারণা তার আগেই হয়েছিল, সেটা সত্যি হতে দেখে রঙিন স্বপ্নগুলো চারদিকে পাখা মেলে দিল। প্রাসাদ, ইয়ট, হীরা বসানো গহনা, রোলস রয়েস, ব্যক্তিগত জেট প্লেন—তার মনে হলো এগুলো ইচ্ছে করলেই পেতে পারে সে, শুধু একটু কৌশলে এগোতে হবে।

অভিজাত একটা রেস্তরাঁর কেবিনে দেখা হলো ওদের। স্যার ট্যাফোর্ড ডিনারের অর্ডার দিলেন। সোফিয়া যে মিথ্যে স্বপ্ন দেখছে না, যেন সেটা প্রমাণ করার জন্যেই পকেট থেকে ছোট একটা বাক্স বের করে তার দিকে বাড়িয়ে দিলেন তিনি, বললেন, 'তোমার প্রতি আমার দুর্বলতার প্রমাণস্বরূপ এটা উপহার দিচ্ছি, গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করো, সোফিয়া।'

বাক্সটা খুলে স্তম্ভিত হয়ে গেল সোফিয়া। হীরা বসানো একটা নেকলেস!

ডিনার এল। এক ফাঁকে সোফিয়া বলল, 'আপনার কোন সেবায় লাগতে পারলে নিজেকে আমি ধন্য মনে করব, স্যার ট্যাফোর্ড।'

ডিনার শেষ হলো। স্যার ট্যাফোর্ড সরাসরি জানতে চাইলেন, 'রানার সঙ্গে তুমি শুচ্ছো নাকি?'

'জ্বী!' হাঁ করে তাকিয়ে থাকল সোফিয়া।

'আমার প্রশ্নের জবাব দাও। ওর সঙ্গে বিছানায় উঠছ তুমি?'

অপমান বোধ করল সোফিয়া। ভয় লাগল, এটা তাকে পরীক্ষা করার একটা কৌশলও হতে পারে। সে বলল, 'আমি আপনার কাছ থেকে এ-ধরনের প্রশ্ন আশা করি না, স্যার ট্যাফোর্ড। আপনি আমাকে অপমান করছেন।'

'কার সঙ্গে কথা বলছি আমি? আমার ধারণা, থেরেসা স্মিথ-এর সঙ্গে। তোমার বার্থ-সার্টিফিকেটে এই নামটাই তো আছে, তাই না? চোদ্দ বছর বয়েসে মারিজুয়ানা ধরো, আঠারোতে শেখো চুরি আর দেহদান করতে। মহিলাদের জেলে ভরা হয় তোমাকে, তবে ভাল আচরণের জন্যে তিন মাস পরই ছাড়া পেয়ে যাও। ওই তিন মাসে ফটোগ্রাফী শেখো। কোথাও ভুল হলে বলবে।

'জেল থেকে বেরিয়ে নামটা পাল্টে ফেলে, ফটোগ্রাফার হিসেবে চাকরি পাও কানাডার পিটারসন টেলিভিশনে। চাকরিটা যায় চুরির অভিযোগে, তবে ওরা তোমার বিরুদ্ধে কেস করেনি। তারপর থেকে রেকর্ড তোমার ভালই—ভাল হয়ে গেছো, নাকি আরও চালাক হয়েছ?'

'ইউ বাস্টার্ড!' হিসহিস করে উঠল সোফিয়া।

'আমি বুড়ো এক লোক, ডিয়ার। তোমার শরীরের ওপর আমার কোন লোভ নেই। আমি জানি, তোমার টাকা দরকার। ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে একটা চুক্তিতে আসতে পারো। যা জিজ্ঞেস করলাম তখন, রানার সঙ্গে বিছানায় উঠছ?'

'না।'

'ওঠো। কিন্তু সাবধান, ভালবেসে ফেলো না। নাকি সেরকম কোন আশঙ্কা আছে?'

'আমি দুনিয়ায় একজনকেই ভালবাসি, এই মুহূর্তে আপনার সামনে বসে আছে সে।'

'গুড। তোমার সঙ্গে আমার চুক্তি হতে পারে। পঁচিশ হাজার ডলার, ঠিক আছে?'

ঠোঁট বাঁকা করে সোফিয়া বলল, 'আমি শুনেছি একটা ঘোড়ার জন্যে এর দশগুণ বেশি দাম দেন আপনি।'

'তা দেই। ঠিক আছে, পারিশ্রমিক নিয়ে পরে কথা হবে। আগে শোনো তোমাকে কি করতে হবে।'

চেয়ারে নড়েচড়ে বসল সোফিয়া। 'বলুন।'

'কাজটা একদম সহজ,' বলে শুরু করলেন স্যার ট্যাফোর্ড।

হপ্তার বাকি ক'টা দিন ব্রিটিশ মিউজিয়ামের রিডিং রুমে পড়াশোনা করে কাটাল রানা। বিশেষ করে উবোমোর ওপর লেখা বই ছাড়াও কঙ্গো, রিফট ভ্যালি আর সংশ্লিষ্ট লেকগুলোর ওপর যা যা লেখা হয়েছে সব ওকে যোগাড় করে দিল লাইব্রেরিয়ান মহিলা। এ-সবের মধ্যে মনিং রিভেরার লেখা 'বৃক্ষছায়ার মানুষরা'-ও থাকল। এবার নিয়ে তিনবার পড়ল বইটা ও।

দেখতে দেখতে শুক্রবার এসে গেল। স্টার কোম্পানীর বার্ষিক সাধারণ সভা

আজ। মেকআপ করতে বেশি সময় নিল সোফিয়া, ফলে পৌঁছুতে দেরি হয়ে গেল ওদের।

স্টার-এর হেড অফিসে আজ কড়া সিকিউরিটি। রুশদী-বিরোধী মৌলবাদী, আইআরএ, মাফিয়া বা অন্য কোন সন্ত্রাসীদের কোন সুযোগ দিতে চান না স্যার ট্যাফোর্ড। ভেতরে ঢুকে ডায়াসে উঠল ওরা, স্বয়ং স্যার ট্যাফোর্ড ওদেরকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বসালেন। ওদের সামনের সারিতে বসেছেন বোর্ড মেম্বাররা। তাঁদের মধ্যে ভারতের একজন মহারাজা, ব্রিটেনের একজন আর্ল, পাঁচজন ব্যারন, পুব ইউরোপের দু'জন নতুন ধনকুবেরকে চিনতে পারল রানা।

ভাষণের শুরুতে সুসংবাদ দিলেন স্যার ট্যাফোর্ড। জাম্বিয়ায় এবার বাদামের বাম্পার ফলন হয়েছে। পেমবা চ্যানেলের অয়েল ড্রিলিং থেকে লাভ হয়েছে মোটা টাকা। একটা করে তথ্য দেন তিনি, উপস্থিত শেয়ার হোল্ডাররা হাততালিতে ফেটে পড়েন।

তারপর তিনি কৌতুক করে বললেন, 'লেডিস অ্যাণ্ড জেন্টলমেন, এতক্ষণ আপনাদেরকে আমি দুঃসংবাদ শুনিয়েছি, এবার সুসংবাদ শুনুন। সুসংবাদ হলো উবোমো। দ্য পিপল'স রিপাবলিক অভ...।'

'চেয়ারম্যানকে আমার একটা প্রশ্ন করার আছে!' একটা নারীকণ্ঠ, শোনামাত্র চিনতে পারল রানা। তীক্ষ্ণ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আশ্চর্য চড়া।

জনারণ্যের ভেতর এতক্ষণ মনিকাকে খুঁজছিল রানা, কিন্তু পাচ্ছিল না। এখন তাকে দেখতে না পাবার কোন কারণ নেই, সবার দৃষ্টি আকৃষ্ট করার জন্যে একটা চেয়ারে দাঁড়িয়ে পড়েছে সে। অস্বাভাবিক চড়া কণ্ঠস্বরের কারণটাও বোঝা গেল, কথা বলছে একটা ইলেকট্রিক বুল-হর্ন মুখের সামনে তুলে ধরে।

'মি. চেয়ারম্যান, স্টার তার ট্রেডমার্ক বদলে সবুজ একটা গাছ বেছে নিয়েছে। আমি জানতে চাই, গাছ কাটা হবে বলেই কি এই পরিবর্তন?'

বিশাল হলরুমে কবরের নিস্তব্ধতা নেমে এল।

নিস্তব্ধতা ভাঙল আবার মনিকাই। 'বহু বছর ধরে স্টার পেশাদার শিকারীদের ভাড়া করছে বুনো পশুদের হত্যা করার জন্যে। বাঘ, গণ্ডার, হাতি, হরিণ—যেখানে যা পাচ্ছেন সব আপনি মেরে সাফ করে ফেলছেন। আজ ত্রিশ বছর ধরে আফ্রিকার বনভূমি কেটে চাষাবাদের জন্যে জমি বের করছে স্টার, জমিতে বিষ ঢালছে, দূষিত করছে লেক আর নদী, অথচ ফলানো ফসল স্থানীয় অধিবাসীরা ভোগ করার সুযোগ পাচ্ছে না...।'

'দয়া করে আপনি আপনার নামটা বলবেন, এবং প্রশ্নগুলো ছোট করবেন?'

'আমি মনিকা রিভেরা, স্টার-এর একজন শেয়ারহোল্ডার। শুনুন, বোর্ড মেম্বারদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই...।'

'অর্ডার, অর্ডার!' হুংকার ছাড়লেন কোম্পানী সেক্রেটারি। 'আপনি শৃঙ্খলা ভঙ্গ করছেন, মিস মনিকা রিভেরা। আপনি কোন প্রশ্ন করছেন না।'

'ঠিক আছে, করছি প্রশ্ন। স্টার-এর চেয়ারম্যান কি সচেতন যে এখানে যখন বসে আছি আমরা, ঠিক এই সময় উবোমোর বনভূমি কেটে সাফ করে ফেলা হচ্ছে? উনিকি জানেন, স্টার-এর তৎপরতার কারণে উবোমোর পঞ্চাশটারও বেশি

বুনো প্রজাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এরইমধ্যে?'

'শেম! সিট ডাউন!'

'প্রজাতির মৃত্যু সরাসরি প্রভাব ফেলবে আমাদের ওপর। এর ফলে আমরা, মানুষ, অস্তিত্ব হারাব দুনিয়ার বুক থেকে।'

অসন্তুষ্ট শেয়ারহোল্ডাররা গুঞ্জন তুলল। মৃদু মৃদু হাসছেন স্যার ট্যাফোর্ড, দেখে মনে হবে করুণা করছেন, আক্রমণের জবাব দিতে উৎসাহ দেখাচ্ছেন না। শেয়ারহোল্ডাররা কি পছন্দ করেন, জানেন তিনি।

'বসে পড় ন!' কেউ একজন চিৎকার করল। 'ঝগড়াটে মেয়েমানুষ!'

'মনিকা রিভেরা,' কোম্পানী সেক্রেটারি বললেন, 'আপনাকে আমি নিজের আসনে বসে পড়ার অনুরোধ করছি। আপনি আমাদের সভার কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছেন।'

'আপনার বিরুদ্ধে আমি অভিযোগ করছি, মি. চেয়ারম্যান,' সরাসরি স্যার ট্যাফোর্ডের দিকে তর্জনী তাক করল মনিকা, 'অভিযোগ করছি ধর্ষণের।'

সচিৎকার প্রতিবাদ শুরু হলো, শেয়ারহোল্ডাররা দাঁড়িয়ে পড়লেন অনেকে। 'শেম! শেম!'

'মেয়েলোকটা পাগল।'

তাদের একজন ভিড় ঠেলে মনিকার কাছে পৌঁছুতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো, কারণ নিজের চারধারে সমর্থকদের একটা ছোট দলকে আগেই জায়গা করে দিয়েছে মনিকা। তাদের কাপড়চোপড় সাধারণ, তবে চেহারায় আত্ম-বিশ্বাসের কোন অভাব নেই। সবাই তারা 'প্রকৃতি প্রেমিক' নামে একটা প্রতিষ্ঠানের সদস্য।

'আমার অভিযোগ উবোমোকে আপনি রেপ করছেন, মি. চেয়ারম্যান।'

'ওকে বের করে দাও!'

'মিস মনিকা রিভেরা, আপনি শান্ত না হলে আমরা বাধ্য হব আপনাকে···।'

'আমি একজন শেয়ারহোল্ডার, বলার আমার অধিকার আছে···।'

'নোংরা একটা জঞ্জাল! বের করে দাও ওকে।'

শেয়ারহোল্ডারদের অনেকেই এখন মনিকার দিকে এগোচ্ছে। তার সমর্থকরা বেশি সুবিধে করতে পারছে না। মনিকা বলে চলেছে, 'জবাব দিন! পঞ্চাশটা প্রজাতি ধ্বংস করেছেন আপনি···।'

'সিকিউরিটি! সিকিউরিটি!' চিৎকার জুড়ে দিলেন কোম্পানী সেক্রেটারি। হলরুমের চারদিক থেকে ইউনিফর্ম পরা সিকিউরিটি গার্ডরা ছুটে এল এবার মনিকার দিকে। তার সমর্থকরা হেরে গেল, তবে মনিকা গার্ডদের সঙ্গে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়ল। প্রায় পাঁজাকোলা করে তাকে তুলে নিয়ে হলরুম থেকে বেরিয়ে গেল গার্ডরা, মনিকা তাদেরকে আঁচড়াল, কামড়াল, পা ছুঁড়ল।

হলরুমে আবার নিস্তব্ধতা নেমে এল। রুমাল দিয়ে মুখ মুছে মাইক্রোফোনের সামনে শিরদাঁড়া খাড়া করলেন স্যার ট্যাফোর্ড। বললেন, 'কৌতুক-নাটিকাটি আপনাদেরকে হাসির খোরাক না যুগিয়ে থাকলে আমি ক্ষমা চাই। তবে ঘটনাটা থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল কি ধরনের উদ্ভট মাত্রায়

বাধা আসে আমাদের চলার পথে।

মিস মনিকা রিভেরা তাঁর অযৌক্তিক কথাবার্তা ও বদমেজাজের জন্যে ইতিমধ্যেই কুখ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি যে একটা উন্মাদ তার প্রমাণঃ উবোমো সরকারের বিরুদ্ধে একাই যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তিনি ও তাঁর সমর্থক প্রকৃতি প্রেমিকেরা চান, দশ হাজার লোক অনাহারে থাকে থাকুক, তবু একটা গাছ কাটা যাবে না, একটা বুনো পশুকে মারা যাবে না, ফসল ফলানো যাবে না। এ স্রেফ পাগলামি। যাই হোক, স্টার পরিবেশ সংরক্ষণে কতটা আন্তরিক, তার একটা নমুনা দিই। এ খাতে গবেষণা বাবদ গত বছর আমরা এক লাখ পাউণ্ড খরচ করেছি···।'

রানা লক্ষ করল, স্যার ট্যাফোর্ড বললেন না যে এক লাখ পাউণ্ড খরচ করা হয়েছে প্রায় এক বিলিয়ন পাউণ্ড লাভ থেকে।

শেয়ারহোল্ডাররা হাততালি দিয়ে সমর্থন করছেন চেয়ারম্যানকে। তাঁরা পুঁজি খাটাচ্ছেন লাভ করার জন্যে, আর স্যার ট্যাফোর্ড তাঁদেরকে লভ্যাংশ পাইয়ে দেয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। আফ্রিকায় দুটো বেশি গাছ কাটা পড়লে বা কিছু পোকা বেশি মারা পড়লে তাঁদের কোন মাথাব্যথা নেই।

পরদিন খবরের কাগজে হেডিং হলো—টাফ ট্যাফোর্ড প্রকৃতি প্রেমিকদের এক হাত নিয়েছেন।

ছয়

হিথরো থেকে উবোমোর রাজধানী কাহালি পর্যন্ত সরাসরি কোন ফ্লাইট নেই, কাজেই নাইরোবিতে নামতে হলো ওদেরকে। দুই রাজধানীর মধ্যে এয়ার উবোমোর প্লেন আসা-যাওয়া করে, তবে আজ কোন ফ্লাইট না থাকায় রাতটা হোটেলে কাটাতে হবে ওদেরকে। হাতে একটা দিন সময় থাকায় সোফিয়াকে পরীক্ষা করার ইচ্ছে হলো রানার, দেখতে চায় আফ্রিকার মাটি ও পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মেয়েটা খাপ খাইয়ে নিতে পারবে কিনা। একটা গাড়ি ভাড়া করে শহরের বাইরে, নাইরোবি ন্যাশনাল পার্কে চলে এল।

পার্কটা আফ্রিকার আরেক বিস্ময়। শহরের এত কাছ থেকেও চাক্ষুষ করা সম্ভব হিংস্র সিংহ কিভাবে শিকার করছে। এখানে আগেও এসেছে রানা, পার্ক ওয়ার্ডেন ওর পরিচিত। সোয়াহিলি ভাষায় কুশল বিনিময় করল ওরা। একজন রেঞ্জারকে ওদের গাইড হিসেবে দেয়া হলো।

ওদেরকে নদীর কিনারায় একটা স্ট্যাণ্ডে নিয়ে এল রেঞ্জার, চারপাশে আকাশিয়া গাছের ভিড়। স্ট্যাণ্ডে পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনাকর দৃশ্য চোখে পড়ল। প্রকাণ্ড এক গণ্ডার তার প্রেমিকার সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছে। দানব-দানবী নিজেদের নিয়ে এত ব্যস্ত যে নিরাপদ মনে করে গাড়ি থেকে নেমে কাছাকাছি চলে এল ওরা।

বলতে হলো না, সনি ভিডিও ক্যামেরা নিয়ে তৈরি হয়ে গেছে সোফিয়া। নিজে তো সাহায্য করলই না, রেঞ্জারকে এগোতে দেখে বাধা দিল রানা। ওর ইচ্ছে যা করার একাই করুক সোফিয়া।

বিপজ্জনক জেনেও সামনে এগোচ্ছে সোফিয়া, তবে সাবধানে। সন্দেহ নেই, সাহস আছে মেয়েটার। গণ্ডার এমনিতেই চোখে ভাল দেখে না, এই মুহূর্তে দুটোই প্রায় অন্ধ হয়ে আছে বলা যায়, তবু এত কাছাকাছি চলে আসাটা উচিত হয়নি। রেঞ্জার পিছিয়ে পড়ল, তার নিষেধে কান না দিয়ে আরও একটু সামনে বাড়ল রানা ও সোফিয়া। অবশ্য দু'জনেই তৈরি হয়ে আছে, বিপদ দেখলেই ঝেড়ে দৌড় দেবে।

প্রেমিকাকে নিয়ে খেলছে প্রেমিক। ঝোপের আড়াল থেকে ছবি তুলছে সোফিয়া। এক সময় মিলিত হলো দুই প্রকাণ্ডদেহী। ওদের কাজ শেষ হতে সোফিয়ার বাহু ধরে টান দিল রানা, ফিসফিস করে বলল, 'চলো, পালাই!' সাবধানে পিছাতে শুরু করল দু'জন। প্রায় গাড়ির কাছে পৌঁছে গেছে ওরা, এই সময় চিৎকার করল রানা, 'সোফিয়া! ষাঁড়টা ধাওয়া করছে!'

একটুও না চমকে ঘুরে দাঁড়াল সোফিয়া। দেখল সত্যি তাই, ঝড়ের বেগে ওদের দিকে ছুটে আসছে গণ্ডার। 'ওরে মারে!' বলে গাড়ির দিকে ছুটল সে।

ভাগ্য ভাল ওদের, গণ্ডার কাছাকাছি চলে আসার আগেই গাড়িতে উঠে পড়তে পারল। গাড়ি চলতে শুরু করার পরও ওদের পিছু ছাড়েনি সে, তবে ড্রাইভার স্পীড বাড়াবার পর তাকে আর দেখা গেল না।

সন্ধের দিকে হোটেলে নিজের কামরায় বসে টিভির পর্দায় ওদের মিলনটা দেখল রানা। ঘরে শুধু ওরা দু'জন, অস্বস্তি বোধ করছিল রানা। কিছুটা দেখার পরই সেট অফ করে দিল ও, বলল, দারুণ, সোফিয়া, 'দারুণ–তোমার কাজ সত্যিই প্রথম শ্রেণীর।'

'কাজের প্রশংসা কে শুনতে চায়,' ঠোঁট ফোলাল সোফিয়া। 'আমি ভেবেছিলাম আমার কাজটা তোমাকে যথেষ্ট উত্তেজিত করবে–এতটাই যে তুমি আমার প্রশংসায় গদগদ হয়ে উঠবে।'

আড়ষ্ট বোধ করল রানা, ঠোঁটে অপ্রতিভ হাসি। 'তোমার কাজের প্রশংসা মানেই তো তোমার প্রশংসা।'

'ছাই!'

'ঠিক আছে, শোনো–সত্যি তুমি ভাল।'

'আমি যে কতটা ভাল, তোমার কোন ধারণা নেই, রানা,' বলে সোফায় এসে বসল সোফিয়া, রানার পাশে। 'দেখতে চাও?' শার্টের বোতাম খুলতে শুরু করল সে।

এক সেকেণ্ড হাঁ করে তাকিয়ে থাকল রানা, তারপর দাঁড়িয়ে পড়ল।

'কি হলো, রানা?' অবাক হয়ে গেছে সোফিয়া।

'কই, কিছুই হয়নি,' বলে বাথরুমের দিকে এগোল রানা। 'তুমি বসো, আমি শাওয়ারটা সেরে নিই।' বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল ও। ওর দেখার সুযোগ হলো না, বন্ধ দরজার দিকে কটমট করে তাকিয়ে রয়েছে সোফিয়া। রানা

তাকে এভাবে প্রত্যাখ্যান করায় সাংঘাতিক অপমান বোধ করেছে সে। 'হতাশ হবার কিছু নেই, স্যার ট্যাফোর্ড,' বিড়বিড় করল আপন মনে। 'ধরা ওকে দিতেই হবে!'

এক ঘণ্টা পর, নিচে নেমে সোফিয়াকে নিয়ে ডিনার খেতে বসেছে রানা। জিনস-এর প্যান্ট আর সাদা শার্ট পরা এক তরুণী ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। এবং রানা, ওকে দেখতে পায়নি। 'রানা, আমার দিকে তাকাও, দেখো তো চিনতে পারো কিনা!'

ঝট করে মুখ তুলল রানা। সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে মনিকা রিভেরা। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ও, এক পা এগিয়ে প্রায় জড়িয়ে ধরল মনিকাকে। 'মাই গড তুমি! কেমন আছ, মনিকা?'

'তুমি যেমন রেখেছ!' হেসে উঠে রানার নাকে নাক ঘষল মনিকা।

'আমি যেমন রেখেছি মানে?'

'জানো না, কিছুই জানো না! জানবেই বা কিভাবে, কোন খবর রাখলে তো আমি যে আইন ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছি, কারণটা কি জানো? জানো, আফ্রিকার প্রেমে পড়ে গেছি আমি? এমন প্রেম, সারাটা জীবন আফ্রিকায় কাটিয়ে দেব বলে প্রতিজ্ঞা করেছি? এবং এ-সবের জন্যে তুমি দায়ী, মাসুদ রানা। হ্যাঁ, তুমি। তুমি আমাকে আফ্রিকাকে ভালবাসতে শিখিয়েছ!'

'মাই গড!' বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল রানা।

'আমাকে বসতে বলবে না?' রানাকে মৃদু ঝাঁকি দিল মনিকা।

হেসে উঠল রানা। 'শেষবার তোমাকে দেখেছি একটা চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছ।'

'তারমানে তুমি ওখানে ছিলে!' এবার মনিকার বিস্মিত হবার পালা। 'দেখিনি তো!'

'যুদ্ধ করছিলে, দেখবে কিভাবে!' হঠাৎ খেয়াল হলো রানার, সোফিয়ার কথা ভুলেই গেছে ও। 'এসো, তোমার সঙ্গে আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট-এর পরিচয় করিয়ে দিই। সোফিয়া ক্যারল...।'

'আমি আসলে ক্যামেরাম্যান, ওর অ্যাসিস্ট্যান্ট নই,' তীক্ষ্ণকণ্ঠে রানার ভুল সংশোধন করে দিল সোফিয়া।

'জানি, আর্কটিক-এর ওপর আপনার কাজ আমি দেখেছি—সত্যি খুব ভাল,' বলল মনিকা। এভাবে প্রশংসা করায় সামান্য অপ্রতিভ হলো সোফিয়া।

সে বলল, 'ধন্যবাদ, আমি কিন্তু আপনার বইটা পড়িনি, মনিকা রিভেরা!'

'তাতে কি, আপনি একা নন, আরও কয়েকশো কোটি লোক পড়েনি বইটা।' রানার দিকে ফিরল মনিকা, ওর ইঙ্গিতে পাশের চেয়ারটায় বসে পড়ল। 'আমি আগে থেকেই তোমার ফ্যান, তোমার প্রতি ভক্তি আরও বেড়ে গেছে ডকুমেন্টারীগুলো দেখে। তুমি নাইরোবিতে এসেছ শুনে চারদিকে ঘুর ঘুর করছিলাম, যদি তোমাকে দেখতে পাই! তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে, রানা।'

'বলবে, সময় তো ফুরিয়ে যাচ্ছে না!'

ওয়েটার ডিনার নিয়ে এল। সোফিয়া বলল, 'আপনিও আমাদের সঙ্গে শুরু করুন, মনিকা রিভেরা।'

'হাউ সুইট অভ ইউ, মিস সোফিয়া।' ঠাণ্ডা চোখে তার দিকে তাকাল মনিকা। 'আমরা পুরানো বন্ধু, খেতে না চাইলেও রানা আমাকে জোর করে খাওয়াবে।' ঈর্ষা ও রাগ বিরাট ভূমিকা রাখছে ওদের আচরণে, তবে প্রকাশ্যে নয়।

ওয়েটারকে তিনজনের মত ডিনার দিতে বলল রানা।

'নাইরোবিতে কি করছ তুমি, রানা?' জানতে চাইল মনিকা।

'আমরা আসলে উবোমোয় যাচ্ছি···।'

'উবোমোয়!' আনন্দ ও উত্তেজনায় এক সেকেণ্ড কথাই বলতে পারল না মনিকা। 'দ্যাটস মার্ভেলাস! উবোমো তোমার জন্যে পারফেক্ট সাবজেক্ট। কবে যাচ্ছ, রানা?'

'কাল,' রানার হয়ে জবাব দিল সোফিয়া। 'ও একা নয়, আমিও ওর সঙ্গে থাকছি।'

কিন্তু সোফিয়ার দিকে তাকালই না মনিকা, দ্বিতীয় প্রশ্নটাও রানার দিকে তাকিয়ে করল, 'সামরিক অভ্যুত্থানের পর ওখানে গেছ তুমি?'

'না, ওখানে আমি শেষবার গেছি বছর চারেক আগে।'

'তখন ক্ষমতায় ছিলেন শেখ ফাহিম ফয়সল।'

'হ্যাঁ, ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয় আমার। কি ঘটেছে তাঁর? শুনলাম ব্যাপারটা নাকি হার্ট অ্যাটাক?'

কোন মন্তব্য না করে মৃদু কাঁধ ঝাঁকাল মনিকা। ওয়েটার ফিরে এসে ডিনার পরিবেশন করল। রানা বলল, 'শুনলাম, শেখ ফাহিম ফয়সলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল তোমার?'

'কে বলল? কোত্থেকে শুনলে?' ঝট করে মুখ তুলে জানতে চাইল মনিকা।

'কোথাও একটা আর্টিকেল-এ পড়েছি,' বলল রানা। 'অনেক দিন আগে।' সময়মত নিজেকে সামলে নিয়েছে ও। মনিকার সামনে টাফ টাফোর্ডের নামটা উচ্চারণ করা উচিত হবে না, অন্তত এখুনি না।

'ও, হ্যাঁ। সম্ভবত সানডে টেলিগ্রাফ-এ পড়েছ। ওরা তাঁর ওপর একটা আর্টিকেল ছেপেছিল, তাতে আমার সম্পর্কে দু'একটা কথা লেখা হয়েছে।'

'উবোমোয় আসলে কি ঘটছে বলো তো?' জানতে চাইল রানা।

'আফ্রিকার অন্যান্য দেশে যে-সব সমস্যা আছে, উবোমোয়ও তুমি তাই দেখতে পাবে—উপজাতীয় কোন্দল, দারিদ্র্য, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, নিরক্ষরতা। কিন্তু বাস্টার্ড সাফারি এসে সমস্যাগুলো আরও বাড়িয়ে তুলেছে। নিজেকে আজীবন প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেছে শুয়োরটা। বিদেশী ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছে দেশটা। তার অপশাসনের ফলে গৃহযুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছে উবোমোয়।'

'উপজাতীয়দের সম্পর্কে বলো প্রথমে।'

খাওয়ার ফাঁকে শুরু করল মনিকা। আফ্রিকার সবচেয়ে বড় অভিশাপ উপজাতীয় কোন্দল। মোট ছ'টা উপজাতি, তবে ধরা চলে মাত্র দুটোকে। সংখ্যায় বেশি উহালিরা, চল্লিশ লাখের মধ্যে প্রায় ত্রিশ লাখ। বেশিরভাগ লেকের ধারে বাস

করে, ফসল ফলায় বা মাছ ধরে। উহালিরা অত্যন্ত শান্ত, নিরীহ ও ভালমানুষ। অথচ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সংখ্যালঘিষ্ঠ হিটা উপজাতি ওদেরকে ক্রীতদাস বানিয়ে রেখেছে। হিটারা হিংস্র, অভিজাত ও বীর। দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে, এমন কি ইউরোপিয়ানদেরও অধম বলে জ্ঞান করে তারা। হিটারা দেখতেও অদ্ভুত সুন্দর। যেমন লম্বা তেমনি সুদর্শন। কোন লোক ছ'ফুটের কম লম্বা হলে হিটারা তাকে বামুন বলে। হিটি তরুণীদের দেখলে তুমি বলবে ওরাই দুনিয়ার সেরা সুন্দরী।

উনিশশো ঊনসত্তর সালে ব্রিটিশরা উবোমো ছেড়ে চলে যায়। যাবার আগে সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করে ওরা। সংখ্যায় বেশি, নির্বাচনে জিতে যায় উহালিরা। এই প্রথম সরকার গঠন করে তারা, প্রেসিডেন্ট হন শেখ ফাহিম ফয়সল। ভালমানুষ বলতে যা বোঝায় তিনি তাই ছিলেন। হয়তো দেবতা ছিলেন না, তবে কোন সন্দেহ নেই আফ্রিকার ভাল শাসকদের একজন ছিলেন তিনি এমনকি তাঁদের অনেকের চেয়েও সৎ ও যোগ্য ছিলেন। কিন্তু উহালিরা ক্ষমতায় এটা সহ্য হয়নি হিটাদের। হত্যা করা হিটাদের একটা জন্মগত স্বভাব, রক্ত ঝরাতে না পারলে শান্তি পায় না। ধীরে ধীরে সামরিক বাহিনীতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে উঠল তারা। পরিণতি কি হয়েছে সবাই তা জানে। সিমন সাফারি নিজেকে আজীবন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করেছে। তার অত্যাচার সকল সীমাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। দশ লাখ হিটা ত্রিশ লাখ উহালিকে জিম্মি করে রেখেছে উবোমোয়। অন্যান্য উপজাতিগুলোরও একই অবস্থা, তার মধ্যে মনিকা রিভেরা প্রিয় বামবুটিরাও রয়েছে।

'বামবুটিদের কথা বলো আমাকে,' বলল রানা। 'বৃক্ষছায়ার মানুষদের কথা শোনাও।'

'ওহ্, রানা, তুমি আমার বইয়ের নাম জানো!'

'শুধু নাম জানি? তিন-তিন বার পড়েছি বইটা···।'

'উফ্!' পনেরো মিনিটে এই প্রথম কথা বলল সোফিয়া ক্যারল। মুখের সামনে হাত রেখে হাই তুলল সে। 'ডিনারটা শেষ হলে বাঁচি, আমার ঘুম পেয়েছে।'

তার উপস্থিতি প্রায় ভুলেই গিয়েছিল রানা, হঠাৎ খেয়াল হতে টেবিলের ওপর দিয়ে হাত বাড়াল, উদ্দেশ্য সোফিয়ার কব্জি ধরে দুঃখ-প্রকাশক মৃদু চাপ দেবে সোফিয়া তাড়াতাড়ি হাতটা তুলে নিজের কোলের ওপর রাখল।

'আমার আরও খানিকটা ওয়াইন দরকার,' বলল সে। 'কেউ যদি ঢেলে দেয়।'

তার গ্লাসটা ভরে দিল রানা। প্লেটের দিকে চোখ নামিয়ে স্টেক-এর শেষটুকু সদ্ব্যবহার করছে মনিকা।

সবাই হঠাৎ চুপ করে গেছে, আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে পরিবেশ। অবশেষে নিস্তব্ধতা ভাঙল রানা। 'বামবুটিদের কথা হচ্ছিল। ওদের সম্পর্কে বলো আমাকে, মনিকা।'

মুখ তুলে তাকাল মনিকা, সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলল না। তাকে দেখে মনে হচ্ছে

কঠিন একটা সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করছে। অপেক্ষা করে থাকল রানা।

'শোনো,' অবশেষে মুখ খুলল মনিকা। 'বামবুটিদের সম্পর্কে জানতে চাও, তাই না? বেশ। আমি যদি প্রস্তাব দিই, আমার সঙ্গে জঙ্গলে চলো, নিজের চোখে দেখবে ওদের, কেমন হয় সেটা? তোমাকে আমি এমন সব জিনিস দেখাতে পারি, সে-সব জিনিসের ছবি আজ পর্যন্ত তোলার সুযোগ পায়নি কেউ।'

'তুমি নিজেই যেখানে যেতে পারছ না, আবার আমাকে নিয়ে যাবে কিভাবে?' জানতে চাইল রানা। 'শুনলাম প্রেসিডেন্ট সাফারি তোমাকে ধরতে পারলে গাছে ঝুলিয়ে ফাঁসিতে লটকাবে।'

হেসে উঠল মনিকা। 'এ-ধরনের লোককে ভয় না পাওয়ার শিক্ষা আমি তোমার কাছে পেয়েছি, রানা। ভুলে যেয়ো না, প্রায় পাঁচ বছর হলো ওখানকার জঙ্গলে আছি আমি। সাফারির কর্তৃত্ব শেষ হয়েছে যেখান থেকে বৃক্ষছায়া শুরু। আমার অনেক বন্ধু আছে। সাফারির আছে অনেক শত্রু।'

'তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব কিভাবে?'

'দরকার নেই। আমি তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব।'

'এবার বলো—কেন, মনিকা?'

'মানে?'

'তোমার বাবা দুনিয়ার সেরা ধনীদের একজন ছিলেন। তাঁর সমস্ত ব্যবসা ও সম্পত্তির একমাত্র মালিক তুমি। সে-সব ফেলে আফ্রিকার জঙ্গলে—কেন, মনিকা?'

'উত্তরটা তোমাকে আগেই আমি দিয়েছি। আফ্রিকা আমাকে যাদু করেছে। ভেবো না এটা আমার আবেগসর্বস্ব প্রেম। বৃক্ষছায়ায় অনেক কাজ করছি আমি, তার মধ্যে একটা হলো, বামবুটিদের সাইকোলজি নিয়ে গবেষণা। পিগমিরা বেঁটে কেন, এটাও আমাদের চিন্তার বিষয়। আগেও এ-সব নিয়ে গবেষণা হয়েছে, তবে আমরা সম্পূর্ণ নতুন একটা অ্যাঙ্গেল থেকে দেখছি। বিশদ বলা যাচ্ছে না এখানে, তবে আমার বিশ্বাস, হরমোন রিসেপটর-এর অভাবই আসল কারণ...।'

'কে বলল, একঘেয়েমির শিকার আমি?' সোফিয়ার গলার স্বরে বিদ্রূপ ঝরে পড়ল। 'রীতিমত মুগ্ধ হচ্ছি। পিগমিদের আপনি ইঞ্জেকশন দিয়ে হিটাদের মত লম্বা করে ফেলবেন, তাই না?'

বিব্রত হতে রাজি নয় মনিকা, বলল, 'বামবুটিরা বেঁটে, কারণ ওই পরিবেশে বেঁটে হওয়াই দরকার। কোন ভাবে যদি ওদেরকে লম্বা করা হয়, তাতে সমস্যায় পড়ে যাবে ওরা। রেইন ফরেস্টে বেঁচে থাকতে হলে বেঁটে হওয়াটা জরুরী।'

'বুঝলাম না,' তাকে উৎসাহ দিল রানা। 'আমাকে বোঝাও, বেঁটে হওয়া সুবিধেজনক হয় কি করে।'

'জঙ্গলে প্রায় নিশ্ছিদ্রভাবে ছাওয়া এলাকাটা, বাতাসহীন স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে যে তাপ তৈরি হয়, ওরা খর্বকায় বলেই ছায়ার আশ্রয়ে তা সহ্য করতে পারে। ঘন বনভূমি, আকারে ছোট বলে দ্রুত ও দক্ষতার সঙ্গে চলাফেরা করতে পারে। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে বামবুটিরা কিভাবে হাঁটে দেখলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। তোমার চোখের সামনে থেকে এক নিমেষে গায়েব হয়ে যাবে। প্রাচীন মিশরীয় পর্যটকরা সত্যি সত্যি বিশ্বাস করতেন অদৃশ্য হবার শক্তি আছে ওদের।'

কফির অর্ডার দিল রানা।

উৎসাহে ভাটা পড়েনি মনিকার। 'ওখানে আমরা আরও গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ে গবেষণা করছি। গাছ-গাছালির গুণাগুণ সম্পর্কে। চমৎকার জ্ঞান রাখে বামবুটিরা, বিশেষ করে রোগ সারানোর গুণ সম্পর্কে। আমরা হিসেব করে দেখেছি, প্রায় পাঁচ লাখ বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ রয়েছে রেইন ফরেস্টে, তার মধ্যে অনেকগুলো মানুষের উপকারে লাগে বলে প্রমাণিত হয়েছে। আমার বিশ্বাস, আমাদের বেশিরভাগ রোগের ওষুধ ওই সব উদ্ভিদের ভেতর লুকিয়ে আছে–ক্যানসার ও এইডস-এর ওষুধও।'

'কল্পকাহিনী,' মন্তব্য করল সোফিয়া, কফির কাপে চুমুক দিয়ে অন্য দিকে তাকাল।

'চুপ করো, সোফিয়া,' ধমক দিল রানা। 'ভারি আগ্রহ হচ্ছে আমার। তোমার গবেষণা কতদূর এগিয়েছে?'

'যতটা আশা করেছিলাম ততটা নয়।' মুখ বাঁকাল মনিকা। একদল বামবুটি বুড়ি আমাকে পাতা, শিকড় আর বাকল যোগাড় করে দেয়। কোনটার কি গুণ বলে দেয় আমাকে, আমি ওগুলোকে ক্যাটালগে তুলি, গুণ পরীক্ষা করি, ফলাফল লিখি–কিন্তু আমার ল্যাবরেটরি একটা কুঁড়েঘরে, নিরাপত্তার ভারি অভাব...।'

'তবু ওখানে আমি একবার যেতে চাই।'

'যাবে, সত্যি তুমি আমাদের গোনডালা-য় যাবে, আমি যেখানে থাকি?' আনন্দে চকচক করছে মনিকার চোখ। রানার একটা বাহু আঁকড়ে ধরল সে।

ব্যাপারটা লক্ষ করল সোফিয়া। 'স্যার ট্যাফোর্ড যদি শোনেন যে এইডস-এর ওষুধ পাওয়া যাবে, সাংঘাতিক আগ্রহী হয়ে উঠবেন তিনি। স্টার তার ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানীর মাধ্যমে বাজারজাত করবে...।'

'স্টার? স্যার ট্যাফোর্ড?' যেন ইলেকট্রিক শক খেয়েছে, রানার বাহু থেকে হাতটা সরিয়ে নিল মনিকা, তাকিয়ে আছে সোফিয়ার দিকে। 'স্যার ট্যাফোর্ড কে? কোন স্যার ট্যাফোর্ড?'

'টাফ ট্যাফোর্ড, মিস মনিকা,' চিবিয়ে চিবিয়ে শব্দগুলো উচ্চারণ করল সোফিয়া, তৃপ্তির সঙ্গে। 'উবোমোয় যে ছবিটা তুলতে যাচ্ছে রানা, স্যার ট্যাফোর্ডই সেটার খরচ যোগাচ্ছেন। আইডিয়াটা হলো, আমি আর রানা দুনিয়ার লোককে দেখাব উবোমোর কী সাংঘাতিক উপকার করছে স্টার। ছবির নামও দিয়ে ফেলেছে রানা–উবোমো, আফ্রিকার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। রানার একটা মাস্টারপীস হতে যাচ্ছে ছবিটা...।'

সোফিয়ার কথা শেষ হলো না, লাফ দিয়ে সিধে হলো মনিকা, কফির কাপটা উল্টে পড়ল টেবিলের ওপর, রানার কোলের ওপর ছিটকে পড়ল খানিকটা কফি। 'তুমি!' দু'চোখে আগুন আর বিস্ময় নিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটা। 'তুমি আর ওই বেজন্মা কুত্তাটা! কি করে পারলে, রানা?' চরকির মত আধ পাক ঘুরল সে, ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যাচ্ছে রেস্তরাঁ থেকে। 'শেষ পর্যন্ত ট্যাফোর্ডের সঙ্গে হাত মেলালে? ছি-ছি!'

দাঁড়িয়ে পড়েছে রানাও, শার্ট আর ট্রাউজার থেকে কফি মুছছে রুমাল দিয়ে।

'এরকম একটা কাজ কেন তুমি করলে?' সোফিয়ার উদ্দেশ্যে খেঁকিয়ে উঠল ও।

'তোমরা দু'জন আমার নার্ভে খোঁচা মারছিলে,' মুচকি হেসে বলল সোফিয়া।

'তুমি একটা সাংঘাতিক মেয়ে! কি ক্ষতি করলে বুঝবে না। তোমার সঙ্গে পরে দেখা হবে।' মনিকার পিছু নিয়ে রেস্তরাঁ থেকে বেরিয়ে এল রানা।

হোটেলের লবিতে তাকে পাওয়া গেল না। এক ভদ্রমহিলাকে দেখেছে...? দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করল রানা। দরজার বাইরে চোখ পড়তে দেখল, একটা হোণ্ডা মোটরসাইকেল স্টার্ট দিচ্ছে সে। 'মনিকা! শোনো, মনিকা!' কিন্তু রানার দিকে তাকালই না সে, মোটরসাইকেল ছেড়ে দিল।

ছুটল রানা, চিৎকার করছে, 'শোনো, আমাকে ব্যাখ্যা করতে দাও!' কোন লাভ হলো না, গেট থেকে বেরিয়ে গেল মোটরসাইকেল, যানবাহনের ভিড়ে মিশে গেল।

গেটের বাইরে এসে এদিক ওদিক তাকাল রানা, কিন্তু খালি কোন ট্যাক্সি দেখতে পেল না। বোকার মত কিছুক্ষণ ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকল। হোটেলে ফিরতে মন চাইল না, সোফিয়াকে এই মুহূর্তে সহ্য করা কঠিন হবে। তারচেয়ে একা কিছুক্ষণ রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করা ভাল। রাগটা কমুক।

দু'ঘণ্টা পর হোটেলে ফিরে রানা দেখল ওর কামরায় বসে রয়েছে সোফিয়া। 'তুমি এখানে?' একটু কঠিন সুরেই জানতে চাইল রানা।

'তোমার কাছে ক্ষমা চাইব বলে অপেক্ষা করছি।'

'এখন আর ক্ষমা চেয়ে কি লাভ, ক্ষতি তো যা হবার হয়েই গেছে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর সোফিয়া বলল, 'ক্ষতিপূরণের প্রস্তাব দিলে তুমি গ্রহণ করবে, রানা?'

'মানে?' ঘুরে তার দিকে তাকাল রানা।

'রাতটা আমি তোমার ঘরে কাটাতে চাই।'

'না,' বলে সোফিয়ার দিকে পিছন ফিরল রানা। 'দুঃখিত।'

'জানতে পারি, তুমি আমাকে এভাবে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছ কেন?'

'চেষ্টাটা করছি মনিকা আমাদের মাঝখানে এসে পড়ার আগে থেকেই,' বলল রানা। 'সহজ ব্যাখ্যা হলো, কাজ আর ফূর্তি আলাদা রাখতে চাই আমি।'

'ও।' আর কিছু না বলে নিজের কামরায় চলে গেল সোফিয়া।

পরদিন সকালে হোটেলের বিল দেয়ার সময় রানা দেখল, বিশেষ একটা আইটেমের জন্যে অতিরিক্ত একশো বিশ কেনিয়া শিলিং ধরা হয়েছে। আইটেম হিসেবে লেখা রয়েছে, 'ইন্টারন্যাশনাল টেলিফোন কল'। সোফিয়াকে প্রশ্ন করল ও, 'তুমি কি কাল রাতে বিদেশে কোথাও ফোন করেছ?'

'মাকে ফোন করে জানাই তোমার মেয়ে নিরাপদে আছে। ভাবিনি সামান্য এই খরচের জন্যে কোন প্রশ্ন উঠবে।'

সোফিয়ার আচরণ কেমন যেন লাগল রানার। ভিডিও ইকুইপমেন্ট ট্যাক্সিতে তোলার জন্যে রিসেপশন ছেড়ে আগেই বেরিয়ে গেল সে, তার পিছু না নিয়ে একটু দেরি করল ও, তারপর টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সঙ্গে যোগাযোগ করে

জানতে চাইল বিলে যে কল-এর কথা লেখা হয়েছে তা কত নাম্বারে করা হয়েছে?

'লণ্ডন ৭৩৭৪৬৪৬, স্যার।'

'নাম্বারটা আবার আমাকে পাইয়ে দিন, প্লীজ।'

'রিঙ হচ্ছে, স্যার।'

তৃতীয়বার রিঙ হতে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'গুড মর্নিং, মে আই হেলপ

'আপনার নাম্বারটা বলুন তো,' বলল রানা।

কিন্তু অপরপ্রান্তের লোকটা ভারি সতর্ক। 'আপনি কাকে চান, প্লীজ?'

রানার মনে হলো, গলার আওয়াজটা চিনতে পারছে ও, আফ্রিকান বাচনভঙ্গি স্পষ্ট। আন্দাজে একটা ঢিল ছুঁড়ল ও। 'তুমি, মুরুম্বু না?' সোয়াহিলি ভাষায় জানতে চাইল।

'হ্যাঁ, আমি মুরুম্বু বাওনা। আপনি কাকে চাইছেন, স্যার?'

রিসিভার নামিয়ে রেখে ওটার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। মুরুম্বু হলো স্যার ট্যাফোর্ডের আফ্রিকান ভৃত্য। তারমানে কাল রাতে মনিকার পিছু নিয়ে রেস্তরাঁ থেকে ও বেরিয়ে যাবার পর হল্যাণ্ড পার্কে ফোন করেছিল সোফিয়া। তারমানে গোপনে যোগাযোগ রাখছে ওরা। সোফিয়া ক্যারল, মহিলা স্পাই?

এয়ার উবোমোর কাহালি ফ্লাইট রওনা হলো, একটা সীটও খালি নেই। বেশিরভাগ আরোহী ব্যবসায়ী অথবা ছোটখাট সিভিল সার্ভেন্ট। ক্যামোফ্লেজ ড্রেস পরা ছ'জন সামরিক অফিসারও রয়েছে, কাঁধ ও বুকে ডেকোরেশন রিবন, চোখে গাঢ় সানগ্লাস। তবে কোন ট্যুরিস্ট নেই, লেকের ধারে স্টার এখনও ক্যাসিনোগুলো চালু করেনি। এয়ারহোস্টেস হিটা তরুণী যেমন সুন্দরী তেমনি লম্বা। মিষ্টি বিস্কিট আর চা পরিবেশন করল সে। চার ঘণ্টার ফ্লাইট, দু'ঘণ্টা আরোহীদের সেবা করল, বাকি দু'ঘণ্টা টয়লেটে কাটাল–প্রতিবার ঢোকার সময় একজন করে সামরিক অফিসার সঙ্গী হলো তার।

নিরাপদেই পৌঁছুল ওরা। এয়ারপোর্ট বিল্ডিঙের দিকে যাচ্ছে, রানার সামনে এসে দাঁড়াল ক্যামোফ্লেজ ড্রেস ও মেরুন বেরেট পরা এক হিটা অফিসার। 'মি. মাসুদ রানা? আপনার বইয়ের ব্যাক-কাভারে ফটো আছে, দেখেই চিনতে পেরেছি।' হাত বাড়াল সে। 'আমি ক্যাপটেন শোল। উবোমোয় যে-ক'দিন থাকবেন, আমি আপনার গাইড। মহামান্য প্রেসিডেন্ট স্বয়ং আমাকে পাঠিয়েছেন আপনাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে। স্যার মরিস ট্যাফোর্ড তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সেই সূত্রে আপনিও মহামান্য প্রেসিডেন্টের বন্ধু। মহামান্য প্রেসিডেন্ট আপনাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে একটা ককটেল পার্টির আয়োজন করেছেন।'

চমৎকার ইংরেজি বলে ক্যাপটেন শোল। অসম্ভব লম্বা শরীর, ঝুঁকে আছে রানার ওপর। একহারা গড়ন, ভারি সুদর্শন চেহারা। সোফিয়ার দিকে চোখ পড়তে আনন্দে চকচক করে উঠল তার দৃষ্টি। একটা ঢোকও গিলল।

'ইনি আমার ক্যামেরা অপারেটর,' পরিচয় করিয়ে দিল রানা, 'মিস সোফিয়া

ক্যারল।' সোফিয়াও সমান আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে ক্যাপটেন শোলের দিকে।

সামরিক বাহিনীর একটা ল্যাণ্ডরোভারে তোলা হলো ভিডিও ইকুইপমেন্ট ও লাগেজ। তারপর ওরা উঠল। রানার গায়ে হেলান দিয়ে সোফিয়া ফিসফিস করল, 'হিটারা খুব সেক্সি হয়, না?'

'আমি কি করে বলব।' স্যার ট্যাফোর্ডকে গোপনে ফোন করেছিল সোফিয়া, এটা জানার পর থেকে মেয়েটাকে এক বিন্দু বিশ্বাস করে না ও। তার হালকা রসিকতায় এখন আর সাড়া দেয় না।

সাত

জীবনের ওপর মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে উবোমোয় ফিরে আসছে মনিকা রিভেরা। অনেক কারণেই মন ভাল নেই তার। ইউরোপে গিয়েছিল কর্নেল সিমন সাফারির স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক জনমত গঠন করার উদ্দেশ্যে, কিন্তু উৎসাহিত হবার মত কিছু ঘটেনি। তারপর রানার ব্যাপারটা—এখনও ওর ওপর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে তার। এত থাকতে লোভী রাক্ষস টাফ ট্যাফোর্ডের সঙ্গে হাত মেলাল ও, ভাবা যায় না। সে কি তাহলে রানাকে চিনতে ভুল করেছে? ভুল হয়েছে ওকে তার জীবনের আদর্শ পুরুষ হিসেবে গ্রহণ করাটা?

গভীর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে একা হাঁটছে মনিকা, মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল রানাকে। সে জানে, আবার দেখা হবে ওদের, হয়তো খুব তাড়াতাড়ি কোন একদিন। রাগটা তখন থাকবে না, কিন্তু আকর্ষণ আর প্রশ্নগুলো থাকবে। রানার কাছে ব্যাখ্যা চাইবে সে, ওর এরকম অধোপতন হলো কি করে?

একটা এঞ্জিনচালিত নৌকায় চড়ে লেক পাড়ি দিয়েছে মনিকা, ভোর রাতের দিকে পেট্রল বোট দেখতে পেয়ে রাবারের ভেলায় বাতাস ভরে নেমে পড়ে পানিতে। বোটম্যান উহালি মুসলমান, ওর সঙ্গে তাকে দেখলে উবোমো নৌ-বাহিনীর হিটা অফিসাররা কোন প্রশ্ন না করে গুলি করে মেরে ফেলত। ভাগ্য ভাল, বোটম্যানকে একা দেখে কিছু বলেনি তারা, তাকেও অন্ধকারে দেখতে পায়নি। ভেলায় প্রায় তিন ঘণ্টা ছিল সে, তারপর ডাঙায় ওঠে। লেকের কিনারা ধরে দু'ঘণ্টা হাঁটার পর জেলেদের গ্রামে পৌঁছায়, মসজিদের পিছনে শেখ ফাহিম ফয়সলের ভাতিজা তরুণ শেখ ফারুক ফয়সল তার জন্যে অপেক্ষা করছিল একটা ট্রাক নিয়ে। ট্রাকে উঠে তারপুলিনের নিচে শুয়ে পড়ে মনিকা, জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আঁকাবাঁকা পথে গভীর রাত পর্যন্ত ছুটতে থাকে ট্রাক। তারপর পুরানো জাহাজিতে পৌঁছায় ওরা। ওখান থেকে শহর এড়িয়ে একা কলাবাগানে ঢুকেছে মনিকা। প্রায় আড়াই ঘণ্টা হেঁটে শেষ বাগানটা পেরিয়ে ঢুকে পড়েছে গভীর বনভূমিতে। তারপরও পেরিয়ে গেছে প্রায় এক ঘণ্টা।

বিকেলের দিকে বৃষ্টি শুরু হলো। শেষ ঝর্ণাটাকে পাশ কাটিয়ে এল মনিকা, এই সময় চিতাবাঘের গর্জন শুনতে পেল। বিস্মিত হলো ও, দিনের বেলা তো

চিতা সাধারণত আওয়াজ করে না। আবার ডাকল চিতা, এবার অনেকটা কাছে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল মনিকা, কান খাড়া করল। নদীর দিক থেকে আসছে আওয়াজটা।

একটা সন্দেহ জাগল মনিকার মনে। হাতে একটা গাছের ডাল নিয়ে অপেক্ষা করে থাকল ও। তারপর আবার ডাকল চিতা, তার মাথার ওপর নদীর পাড় থেকে। খুব বেশি হলে পঞ্চাশ ফুট দূরে রয়েছে চিতা।

আবার ডাকল চিতা। এবার আর সন্দেহ নয়, কি ঘটছে বুঝতে পারল মনিকা। চিৎকার করে ছুটল ও, একটা ঘন ঝোপের গায়ে হাতের ডাল দিয়ে সপাং সপাং করে বাড়ি মারল, যেখানে লুকিয়ে আছে বাঘটা। একটা বাড়ি পড়ল নগ্ন নিতম্বে, ব্যথায় তীব্র প্রতিবাদ জানাল একটি পুরুষকণ্ঠ। 'মাগো! বাবাগো! আল্লারে!'

ডালের ঘন ঘন আঘাতে ঝোপ থেকে লোকটাকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য করল মনিকা। 'বুড়ো শয়তান! আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা। দাঁড়াও, আজ তোমাকে মজা দেখাচ্ছি!'

সম্পূর্ণ উলঙ্গ এক বুড়ো বামবুটি, কৃত্রিম আতঙ্কে মনিকার চারপাশে ছুটোছুটি করছে। হাঁপিয়ে গেল মনিকা, হাসতে হাসতে খিল ধরে গেছে পেটে।

'আমার মন বলছিল তোমার ফেরার সময় হয়েছে,' পিঠ থেকে নামিয়ে সদ্য শিকার করা একটা বাঁদর দেখাল বুড়ো বান্দা হাবিব। 'সেজন্যেই এগিয়ে এসেছি তোমাকে নিয়ে যাব বলে। এটা মেরেছি, তোমাকে নিজের হাতে রেঁধে খাওয়াব বলে। এই এলাকায় কয়েক বছর ধরে আছে মনিকা, উহালি জেলেদের মন জয় করে নিয়েছে। বান্দা হাবিব একটা জেলেপাড়ার সর্দার, মনিকাকে নিজের মেয়ের মত স্নেহ করে।

হাসি-খুশি ভাব দেখালেও, মনিকার মনে হলো কোন ব্যাপারে দুশ্চিন্তায় আছে বুড়ো।

পাশাপাশি হাঁটছে ওরা। ঝোপের আড়াল থেকে কুড়িয়ে তীর আর ধনুক পিঠে ঝুলিয়ে নিয়েছে বান্দা হাবিব। উহালিরা বার্তা পাঠিয়েছে শহর থেকে, এক এক করে সব বলে গেল মনিকা। এখানকার খবরাখবরও জেনে নিল। খেতে বসে পারুমার কথা জানতে চাইল মনিকা। পারুমা বান্দা হাবিবের স্ত্রী।

'তার কথা আর কি বলব!' হতাশায় নিজের কপালে চাঁটি মারল বান্দা হাবিব। 'গাছে চড়ে আমাকে ভেঙচায়, ঠিক যেন একটা বাঁদর। কথা বলে, যেন মেঘ ডাকে। কিন্তু যে-ই আমি বলি আরেকটা বিয়ে করব, অমনি আমার গলা জড়িয়ে ঝুলে পড়ে!'

'বাকি আর সবার খবর কি?' বুড়োর দুশ্চিন্তার কারণটা জানার চেষ্টা করছে মনিকা। 'আমি চলে যাবার পর সমাজে কোন ঝগড়া-ঝাঁটি বা অশান্তি হয়েছে? তোমার ভাই ওজি হাবিব কেমন আছে?'

'ওজি তো ওজিই,' বলে এড়িয়ে গেল বান্দা হাবিব, কাঠ কুড়িয়ে এনে রান্নার আয়োজন শুরু করল সে।

গোনডালা আর দু'ঘণ্টার পথ, তবে রাতে ওরা আর হাঁটবে না। মনিকার সঙ্গে

বলা ছিল, রোস্ট করা বানরের মাংসের সঙ্গে খেয়ে নিল ওরা। ব্যাগ থেকে স্লিপিং ব্যাগ বের করে শুয়ে পড়ল মনিকা, ওর পাশেই শুকনো পাতার ওপর কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে রয়েছে বান্দা হাবিব। গভীর অন্ধকার, হঠাৎ ডাকল সে, 'বেটি, জেগে আছিস?'

'তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি, বুড়ো বাপ,' সাড়া দিল মনিকা।

'জঙ্গলের বাপ আর মা রাগ করেছে রে।'

স্লিপিং ব্যাগ থেকে মুখ বের করল মনিকা। 'তাহলে তো ভয়ঙ্কর ব্যাপার। কেন, তারা রাগ করল কেন?'

'তারা জখম হয়েছে রে বেটি,' ফিসফিস করে বলল বান্দা হাবিব। 'তাদের রক্তে ভরে গেছে নদী।'

বুড়ো কি বলতে চায় বোঝার জন্যে কিছুক্ষণ চিন্তা করল মনিকা। জঙ্গলের রক্তে নদী আবার ভরে কিভাবে? 'তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না, বুড়ো বাপ। কি বলতে চাইছ তুমি?'

'বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয় রে বেটি। মা আর বাবা খুব ব্যথা পাচ্ছে। সম্ভবত মোলিমো আসবে রে।'

এর আগের একটা ক্যাম্পে বামবুটিদের সঙ্গে ছিল মনিকা, তখন মোলিমো এসেছিল। ওর দেখার সুযোগ হয়নি, কারণ মেয়েদের বাইরে বেরুতে দেয়া হয় না। পারুমা ও গ্রামের অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে ঘরের ভেতর ছিল ও। তবে রাতের জঙ্গলে পুরুষ গণ্ডারের মত বিকট গর্জন আর উন্মত্ত হাতির মত ভারি পায়ের আওয়াজ শুনেছিল। সকালে বান্দা হাবিবকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'মোলিমো কি ধরনের প্রাণী?'

'মোলিমো মোলিমোই। জঙ্গলের প্রাণী। মা ও বাবার কণ্ঠস্বর।'

আবার মোলিমো আসবে শুনে ভয় ও রোমাঞ্চ দুটোই অনুভব করল মনিকা। এবার মহিলাদের সঙ্গে ঘরের ভেতর থাকবে না সে। 'বান্দা হাবিব, তুমি যদি ভয়ঙ্কর ব্যাপারটা আমাকে বুঝিয়ে বলতে না পারো, দেখাতে পারবে কি? রক্ত ভরা নদী আমি দেখতে চাই।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বান্দা হাবিব বলল, 'ঠিক আছে, দেখাব। গোনডালার পথ থেকে সরে যাব কাল সকালে, কেমন?'

সকালে ব্যাগ খুলে বান্দা হাবিবকে এটা-সেটা উপহার দিল মনিকা। একটা টোবাকো পাইপ, একটা রেজার, পাঁচ-সাত গজ জিনস-বুড়োর জন্যেই এনেছে সে। 'চলো, এবার তুমি আমাকে রক্ত ভরা নদী দেখাবে।'

'চলো।' রওনা হয়ে গেল ওরা।

কোন বিরতি না নিয়ে একনাগাড়ে পাঁচ ঘণ্টা হাঁটল ওরা, তারপর এসে দাঁড়াল একটা নদীর কিনারায়। বামবুটিরা নদীটাকে টেটওয়া বলে। চাঁদের পাহাড় থেকে নেমে এসেছে নদীটা, চলার পথে অসংখ্য লেক আর জলপ্রপাত তৈরি করেছে, পেরিয়ে এসেছে বৃক্ষহীন ধু-ধু প্রান্তর, তারপর প্রবেশ করেছে বাঁশবাগানে, যেখানে সদল বলে বাস করে গরিলারা। ওখান থেকে আবার পাহাড়ের খাড়া গা বেয়ে তিন হাজার ফুট নিচে নেমেছে, ঢুকে পড়েছে নির্ভেজাল রেইন ফরেস্টে।

বামবুটি নারী-পুরুষরা টেটওয়ার পানিতে গোসল করে ও মাছ মারে, তবে এখন নয়-নদীটা রক্তে ভরে যাবার আগে। এখন টেটওয়ার লাল পানির দিকে তাকিয়ে রয়েছে মনিকা, চেহারায় আতঙ্ক।

পঞ্চাশ ফুট চওড়া নদীটা, দুই কিনারাতেই ঘন বন, গাছের ডালপালা দু'দিক থেকে এগিয়ে এসে প্রায় ঢেকে ফেলেছে নিচের পানি, ছাদের মত। এ-পার থেকে ও-পার পর্যন্ত নদীর পানি লাল হয়ে আছে-টকটকে লাল নয়, গাঢ় খয়েরি। পানি এখন আর আগের মত চকচক করছে না, গতিও মন্থর হয়ে পড়েছে। নদীর কিনারায় মাটি ও বালি লালচে চেহারা পেয়েছে, ডাঙায় পড়ে রয়েছে মরা মাছের স্তূপ।

'এর কারণ কি, বান্দা হাবিব?' ফিসফিস করে জানতে চাইল মনিকা।

ঠোঁট উল্টে তামাক পাতা পাকিয়ে গোল করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল বুড়ো বান্দা হাবিব। চামড়ার তৈরি ছোট্ট থলেতে জ্বলন্ত এক টুকরো কয়লা আছে, তার গলার সঙ্গে ঝুলছে থলেটা। পাকানো পাতায় আগুন ধরিয়ে ধূমপান শুরু করল সে। কিনারা থেকে পানিতে নামল মনিকা, ঝুঁকে এক মুঠো কাদা তুলল। দুই আঙুলের মাঝখানে ঘষতে পিচ্ছিল লাগল। খানিকটা কাদা স্কার্টে লেগেছে, ধুতে গিয়ে দেখল রঙ উঠছে না। তারপর লক্ষ করল তার হাতের তালু আর আঙুলও লাল হয়ে রয়েছে। প্রশ্নটা আবার করল মনিকা।

অন্যদিকে তাকিয়ে খুক খুক করে কাশল বান্দা হাবিব, ধূমপানে ব্যস্ত।

'কি হলো, বুড়ো বাপ?'

'আমি জানি না।'

'জানো না কেন? জানার জন্যে উজানের দিকে যাওনি তুমি?'

'যাইনি। যাইনি ভয়ে।'

বামবুটিরা যে ব্যাপারটাকে আধিভৌতিক কিছু বলে মনে করবে, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। 'এই অবস্থা ক'টা নদীর?'

'অনেক, অনেক,' বলল বান্দা হাবিব, তারমানে চারটে।

নদীগুলোর নাম জেনে নিল মনিকা, উপলব্ধি করল উবোমোর গোটা নিষ্কাশন এলাকাই দূষিত হয়ে পড়েছে। 'উজানের দিকে যেতে হবে, বুড়ো বাপ। কারণটা জানা দরকার।'

কিন্তু আর এক পা এগোতেও রাজি নয় বুড়ো। প্রথমে সে যুক্তি দেখাল, গোনডালায় ওরা সবাই মনিকার জন্যে অপেক্ষা করছে। তারপর কুসংস্কারের দোহাই পাড়ল, ওদিকে গেলে তার গ্রামের ওপর অভিশাপ নেমে আসবে। অগত্যা একাই রওনা হয়ে গেল মনিকা।

প্রায় বিশ মিনিট তার পিছু পিছু এল বান্দা হাবিব, হুমকি দিয়ে বলছে তাকে একা রেখে ফিরে যাবে সে। তার একটা কথারও জবাব দিল না মনিকা। আরও প্রায় বিশ মিনিট কাটল, ইতিমধ্যে চুপ হয়ে গেছে বুড়ো। তারপর হঠাৎ গান ধরল সে। মনিকার পরিচিত গান, সে-ও বুড়োর সঙ্গে গাইতে শুরু করল। খানিক পর তাকে পাশ কাটাল বুড়ো, পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মনিকাকে।

পরবর্তী দু'দিন টেটওয়ার কিনারা ধরে এগোল ওরা। নদীর রঙ এদিকে

আরও গাঢ় হয়েছে, গতি হারিয়ে প্রায় স্থির হয়ে আছে প্যানি–পানি না বলে কাদা বলাই ভাল। কাদার ভেতর থেকে বুদ্‌বুদ্‌ উঠছে। গন্ধটাও ঝাঁঝাল, যেন ছোট পশু-পাখি মরে পচে গেছে। দ্বিতীয় দিনের বিকেলে বান্দা হাবিব জানাল, ওদের গোত্র যে এলাকায় শিকার করে তার শেষ সীমানায় এসে পৌঁচেছে ওরা। প্রতিটি গোত্রের জন্যে আলাদা এলাকা ভাগ করা আছে, কেউ কারও এলাকায় ঢুকে শিকার করতে পারে না। দুই এলাকার মাঝখানে খানিকটা জমিন করিডর হিসেবে থাকে, দু'পক্ষের কেউই ওখানে শিকার করে না। রাতটা ওখানেই কাটাল ওরা। বছরের প্রায় প্রতিদিনই বৃষ্টি হয় এদিকে, তবে গত দু'দিন হয়নি।

পরদিন সকালে আবার রওনা হলো ওরা। দুপুরের পর দাঁড়িয়ে পড়ল মনিকা, কান পাতল। অদ্ভুত একটা শব্দ, আগে কখনও শোনেনি সে। অস্পষ্ট, তবে যতোই এগোল ততোই স্পষ্ট হয়ে উঠল। কি ঘটছে বুঝতে পেরে রাগে যেন আগুন ধরে গেল তার শরীরে। আরও দু'মাইল এগোবার পর দেখল, টেটওয়া মরে গেছে, কোনরকম নড়াচড়া নেই। নদীর দুই কিনারায় ডালপালার স্তূপ জমেছে, মাঝখানটাও আবর্জনায় ভরাট। আরও কিছুটা এগোবার পর থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল মনিকা। বনভূমি এখানে হঠাৎ করে শেষ হয়ে গেছে। উজ্জ্বল সোনালি রোদ পড়েছে সামনে, যেখানে দশ লাখ বছরেও পড়েনি।

সামনে এমন একটা দৃশ্য, যে-কোন দুঃস্বপ্নকেও হার মানাবে। সন্ধে পর্যন্ত ঠায় দাঁড়িয়ে সেদিক তাকিয়ে থাকল সে। রাতের অন্ধকার দয়া করল তার ওপর, ঢেকে দিল দৃশ্যটা।

গভীর রাতে ঘুম ভাঙার পর মনিকা উপলব্ধি করল, সে চিৎকার করে কাঁদছে। পাশে বসে তার মাথায় হাত বুলাচ্ছে বুড়ো বান্দা হাবিব।

ফিরতি পথটা অত্যন্ত ক্লান্তিকর লাগল। পাঁচদিন পর গোনডালায় পৌঁছুল ওরা।

বনভূমির মাঝখানে গাছ মোড়া পাহাড়, নিচে ঘাসজমি, একপাশে দুটো ঝর্ণা। গোনডালায় পৌঁছে নিজের কুঁড়েঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে মনিকা। পাহাড়ী ঢালের গায়ে এই কুঁড়েটাই ওর আবাস ও ল্যাবরেটরি। ঘরটা বানানো হয়েছে কাঠ দিয়ে, ভেতরটা পার্টিশন দিয়ে কয়েক ভাগে ভাগ করা। বেশ বড় একটা জায়গা জুড়ে বাগান, ওখানে নিজের হাতে তরি-তরকারি ফলায় মনিকা, ফুল ফোটায়।

ও একা নয়, সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে গ্রামের অনেক মহিলা। সবার সঙ্গে ওর গভীর আত্মীয়তার সম্পর্ক, ওরা তাকে আপনজনের চেয়ে বেশি জানে। ফিসফাস আলাপ করছে ওরা, ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে এলেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের চুল রূপোর মত চকচকে, পরনে নীল সুট আর স্যাণ্ডেল। কপালে হাত তুলে রোদ ঠেকালেন তিনি, মনিকাকে দেখতে পেয়ে হাসলেন। 'এসেছ? আমি তোমাকে আরও আগে আশা করেছিলাম।'

'পথে দেরি হয়ে গেল, মি. প্রেসিডেন্ট।'

'ওহ্, মাই চাইল্ড! এখন আর আমি প্রেসিডেন্ট নই–অন্তত সিমন সাফারির দৃষ্টিতে নই। তাছাড়া, তুমি না আমাকে আংকেল বলো? হঠাৎ প্রেসিডেন্ট

বলছ কেন?'

'আবার একদিন আপনি প্রেসিডেন্ট হবেন, সেটা আপনাকে মনে করিয়ে দেয়ার জন্যে। আংকেল, অনেক কথা আছে আপনার সঙ্গে।'

'পরে।' বারান্দা থেকে নেমে এসে মনিকাকে আলিঙ্গন করলেন বৃদ্ধ শেখ ফাহিম ফয়সল। 'আগে দেখবে চলো তোমার অনুপস্থিতিতে আমাদের কাজ কি রকম এগিয়েছে।'

লন্ডন থেকে মেডিসিনের ওপর ডক্টরেট করেছেন শেখ ফাহিম ফয়সল। দেশে ফিরে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন, স্বাধীনতার পর সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করে সরকার গঠন করেন।

সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে সিমন সাফারি ক্ষমতা দখল করার পর অল্প কয়েকজন অনুসারী নিয়ে জঙ্গলে পালিয়ে এসেছেন তিনি, আশ্রয় নিয়েছেন মনিকা নিভেরার কুঁড়েঘরে। আজ দশ মাস হলো এখানে আছেন তিনি, ধীরে ধীরে এই কুঁড়েটাই হয়ে উঠেছে তাঁর গবেষণাগার এবং অত্যাচারী সিমন সাফারির বিরুদ্ধে উহালি রেজিস্ট্যান্স মুভমেন্ট-এর হেডকোয়ার্টার। শুধু রাজনৈতিক ব্যাপারেই নয়, গবেষণার কাজেও মনিকা নিজেকে তাঁর যোগ্য সহকারিণী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

উহালি ও বামবুটিদের প্রধান দুটো শত্রু হলো, হিটাদের বাদ দিয়ে, ম্যালেরিয়া ও এইডস। গ্রামের মেয়েরা ক্যানসার ও ম্যালেরিয়ার ওষুধ হিসেবে লতাপাতার শিকড় বেটে খায়। বৃদ্ধা মহিলারা এমন লতাপাতা ও শিকড়ের সন্ধান জানে, যা খেলে টিউমার সেরে যায়। তাদের দেয়া ওষুধ খেলে ম্যালেরিয়ার রোগীও সুস্থ হয়। তারপর ড. শেখ ফাহিম ফয়সল লক্ষ করলেন যে বৃদ্ধারা এইডসের রোগীদেরও নিজেদের তৈরি ওষুধ দেয়। দাবি করা হয়, কোন কোন এইডস রোগী নাকি ভালও হয়ে গেছে। নির্বাসিত জীবনে অলস সময় কাটছিল, ডাক্তারী বিদ্যাটা কাজে লাগাবার জন্যে আগ্রহী হয়ে উঠলেন তিনি। শুরু হলো জঙ্গল থেকে লতাপাতা ও শিকড়ের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করার কাজ।

এখন আর ম্যালেরিয়া এদিকে কোন সমস্যা নয়, যদিও ওষুধ আবিষ্কারের কৃতিত্বটা শেখ ফাহিম ফয়সল নিতে রাজি নন। ওষুধটা প্রচলিত ছিল অনেক আগে থেকেই, তিনি শুধু সেটাকে আরও শক্তিশালী করেছেন, ঠিক করেছেন মাত্রা।

উহালি পুরুষ যারা এইডসে ভুগছে তাদেরও চিকিৎসা করছেন তিনি, ওই লতাপাতার নির্যাস আর শিকড় বাটার সাহায্যে। ফলাফল সম্পর্কে নিশ্চিত ভাবে এখনও কিছু বলার উপায় নেই, তবে উৎসাহিত হবার মত তো বটেই—কারণ রোগীদের মধ্যে এখনও অনেকে বেঁচে রয়েছে, যাদের বহু আগেই মরে যাবার কথা ছিল। শেখ ফাহিম ফয়সল ও মনিকার আশা, খুব ভাল একটা কিছু ঘটবে ওদের এই কুঁড়েঘরে।

ফরমোজা মানে অপূর্ব সুন্দর। রোলস-রয়েস সিলভার স্পিরিট থেকে চারদিকে তাকালেন স্যার ট্যাফোর্ড, মনে মনে ভাবলেন, নামটা যথার্থ। সমতল প্রান্তর ছাড়িয়ে রনভূমি ঢাকা পাহাড় বেয়ে উঠছে গাড়ি। পাহাড়ের একটা কাঁধ ঘুরে এগিয়েছে রাস্তাটা, চওড়া ফরমোজা প্রণালীর ওপারে, একশো মাইল বা তারও বেশি দূরে মূল চীনকে দেখা গেল, অস্পষ্ট একটা ড্রাগনের মত।

নিজের জেট প্লেন থাকলে কত আরাম, ভাবলেন স্যার ট্যাফোর্ড। লণ্ডন থেকে আবুধাবী, বাহরাইন, ব্রুনাই, তারপর হঙকঙ। প্রতিটি শহরে দু'একদিন করে থেকেছেন, ব্যবসায়ী বন্ধু ও অংশীদারদের সঙ্গে নতুন নতুন চুক্তি করেছেন। সবশেষে এসেছেন তাইওয়ানে। তাইপে এয়ারপোর্টে চঙমঙ গঙ তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। এই মুহূর্তে রোলস-রয়েসে তাঁর পাশেই বসে রয়েছেন তিনি। গঙ পরিবারের সঙ্গেও ব্যবসায়িক কথাবার্তা হবে তাঁর, সেজন্যেই আসা। তিনি তাঁর মেজবানের কনিষ্ঠ পুত্রকে খুঁটিয়ে লক্ষ করছেন। যদিও চঙমঙ গঙ তাঁদের বিশাল সাম্রাজ্যে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোন ভূমিকা রাখেননি এখনও, তা সত্ত্বেও তাঁর ভোগিয়ে সবটাই পড়া আছে স্যার ট্যাফোর্ডের। চঙকিঙ গঙের তৃতীয় স্ত্রী ছিলেন এক ইংরেজ মহিলা, তাঁরই গর্ভে জন্ম চঙমঙ গঙের। বৃদ্ধ বয়েসের শেষ সন্তান, চঙমঙ গঙকে সবার চেয়ে একটু বেশি স্নেহ করেন চঙকিঙ গঙ। সম্ভবত বিশাল সাম্রাজ্যের নেতৃত্ব এই কনিষ্ঠ পুত্রের হাতেই তুলে দেবেন তিনি। চঙমঙ গঙ বুদ্ধিমান, কৌশলী, নিষ্ঠুর ও ভাগ্যবান।

চিয়াং কাইশেক ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার ডিগ্রী নেয়ার পর সামরিক বাহিনীতে ভর্তি হন চঙমঙ গঙ। তাইওয়ানিজ আর্মির কমাণ্ডার ছিলেন চঙকিঙ গঙের ব্যক্তিগত বন্ধু, ফলে পদোন্নতি পেতে অসুবিধে হয়নি চঙমঙ গঙের। সামরিক বাহিনীতে তাঁর রেকর্ড এমনিতে ভালই, শুধু এক জায়গাতেই কালো একটু ছায়া পড়েছিল। ব্যাপারটা তাইপে ব্রোথেলের এক মেয়েকে নিয়ে। কালো দাগটা অবশ্য পরে মুছে ফেলা হয়েছে। তদন্তের রিপোর্টটা গায়েব করে দেয়া হয়। এ-থেকেই বোঝা যায়, চঙকিঙ গঙের প্রভাব কতটা কাজের।

এরপর চাকরি ছেড়ে দিয়ে ডিপ্লোম্যাটিক সার্ভিসে যোগ দেন চঙমঙ গঙ। এখানেও দ্রুত উন্নতি করেন তিনি। প্রথমে তাঁকে আফ্রিকার ছোট্ট এক দেশে অ্যামব্যাসাডর করে পাঠানো হয়। সেখানে তিনি কি করেছেন না করেছেন তা-ও স্যার ট্যাফোর্ড জানেন।

জাম্বেজি নদীতে কালো এক তরুণীর লাশ পাওয়া যায়, কুমীর মাত্র আংশিক খেতে পেরেছে। লাশের স্তন ও জননেন্দ্রিয়ে অস্বাভাবিক কিছু ক্ষত থাকায় জোর তদন্ত শুরু করে পুলিস। তারা জানতে পারে, ঘটনার সময় একটা গেমলজ-এ অবস্থান করছিলেন তাইওয়ানিজ অ্যামব্যাসাডর, মেয়েটার গ্রাম থেকে খুব একটা

দূরে নয়। নিখোঁজ মেয়েটাকে লজ-এ ঢুকতে দেখা গিয়েছিল, কিন্তু বেরুতে দেখা যায়নি। তদন্ত এই পর্যন্তই এগোয়, কারণ প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে বিশেষ নির্দেশ আসে, চঙমঙ গঙকে বিরক্ত করা যাবে না। এরপর তাইপে থেকে চঙমঙ গঙকে বদলি করে পাঠানো হয় জিম্বাবুইয়ের রাজধানী হারারেতে।

বাবা তাকে রেড ড্রাগন কোম্পানীর ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগ করেছেন। স্যার ট্যাফোর্ড জানেন, চঙমঙ গঙের লক্ষ্য হলো প্রেসিডেন্ট হওয়া। তাহলেই রেড ড্রাগনের মত বিশাল সাম্রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা তাঁর হাতে চলে আসবে।

গঙ পরিবারের বাড়িটা রাজপ্রাসাদকেও হার মানাবে। দু'পাশে লন ও হেলিপ্যাড, মাঝখান দিয়ে ছুটছে গাড়ি। গেস্ট হাউসে পৌঁছুতে প্রায় সাত মিনিট লাগল রোলস-রয়েসের। ইতিমধ্যে কয়েকটা সুইমিং পুলকে পাশ কাটিয়ে এসেছে ড্রাইভার। গেস্ট হাউসে পৌঁছে চীনা পোশাক পরতে হলো স্যার ট্যাফোর্ডকে, বলা হয়েছে, তা না হলে কর্তা সাক্ষাৎ দেবেন না।

ভবনটা চীনা স্থাপত্য রীতিতে তৈরি হয়েছে। প্রকাণ্ড হলরুমে পনেরো থেকে বিশজন চীনা তরুণী বিশাল এক মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের মাঝখানে সিংহাসনে বসে রয়েছেন অশীতিপর বৃদ্ধ চঙকিঙ গঙ। সুন্দরী তরুণীরা সবাই খুব ব্যস্ত। কেউ পানীয় ঢালছে, কেউ হাতপাখা দিয়ে বাতাস করছে, আবার কেউ সুগন্ধে ভেজানো তুলো দিয়ে মুছিয়ে দিচ্ছে প্রভুর পদযুগল।

স্যার ট্যাফোর্ডকে দেখে সিংহাসন ছেড়ে উঠলেন না চঙকিঙ গঙ। মার্বেল পাথরের মেঝেতে মোটা লাল কার্পেট, তার ওপর দিয়ে হেঁটে এলেন তিনি। ধাপ বেয়ে মঞ্চে উঠলেন, লক্ষ করলেন মঞ্চের কিনারা ঘেঁষে চঙকিঙ গঙের অন্যান্য ছেলেরা বসে আছেন—তাঁরাও সিংহাসনেই। চঙকিঙ গঙের সামনে দাঁড়িয়ে চীনা পদ্ধতিতে মাথা নত করে সম্মান দেখালেন স্যার ট্যাফোর্ড। তারপর সিংহাসনের সামনে একটা সোফায় বসলেন।

উত্তরে চঙকিঙ গঙ শুধু একটা হাত তুললেন। 'গরীব মানুষের বাড়িতে আপনাকে সুস্বাগতম, স্যার ট্যাফোর্ড,' বিড়বিড় করে বললেন তিনি। 'সুন্দরীরা, সম্মানিত মেহমানকে তোমরা জেসমিন চা দাও।'

তরুণীরা একটা বিরাট বাটিতে করে চা এনে দিল। বাটিটা দেখে বিস্মিত হলেন স্যার ট্যাফোর্ড। বাটির শরীর এত পাতলা যে ভেতর দিয়ে দৃষ্টি চলে, ওটাকে ধরে থাকা নিজের আঙুলগুলোর কাঠামো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন তিনি। তারপর তিনি লক্ষ করলেন, বাটির গায়ে সূক্ষ্ম নকশাও আছে, অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে না থাকলে বোঝা যায় না। অ্যান্টিকস সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে তাঁর, বুঝতে পারলেন, জিনিসটা পঞ্চদশ শতাব্দীর বিখ্যাত একটা শিল্পকর্ম, মিং সাম্রাজ্যের সমসাময়িক, সম্রাট চিং তাই-এর আমলে তৈরি।

বাটিটা খালি করে নিচু টেবিলে নামিয়ে রাখছেন স্যার ট্যাফোর্ড, কিন্তু নামালেন না। ইচ্ছে করেই বেশ খানিকটা ওপর থেকে ছেড়ে দিলেন সেটা। টেবিলে পড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল বাটি। 'ভারি দুঃখিত, কি একটা কাণ্ড করলাম!'

'কিছু আসে যায় না!' উদার ভঙ্গিতে একটা হাত তুলে অভয় দিলেন চঙকিঙ গঙ, তাঁর ইঙ্গিতে তরুণীরা ছুটে এসে ভাঙা টুকরোগুলো কুড়িয়ে নিয়ে গেল।

'নিশ্চয়ই ওটা অনেক দামী জিনিস ছিল?' খোঁচা দিলেন স্যার ট্যাফোর্ড।

'নগণ্য একটা জিনিস, স্যার ট্যাফোর্ড। প্লীজ, ওটার কথা ভুলে যান।'

স্যার ট্যাফোর্ড উপলব্ধি করলেন, তিনি যা চেয়েছিলেন সেটা অর্জিত হয়েছে—প্রতিশোধ নিয়েছেন তিনি। ঢোলা চীনা পোশাক পরতে হওয়ায় শরীরে যে জ্বালাটা ছিল তা এখন আর নেই। দু'জনই জানেন ওঁরা, বাটিটা ছিল অমূল্য একটা সম্পদ।

নিজের বাটি খালি করলেন বৃদ্ধ চঙকিঙ গঙ, তারপর সযত্নে মুছলেন ওটা, এক টুকরো লম্বা সিল্ক দিয়ে মুড়ে বাড়িয়ে দিলেন স্যার ট্যাফোর্ডের দিকে। 'আপনার জন্যে ক্ষুদ্র একটা উপহার, স্যার ট্যাফোর্ড। আশা করি আমাদের বন্ধুত্ব এই জিনিসের মত ভঙ্গুর হবে না।'

চুপসে গেলেন স্যার ট্যাফোর্ড, মুখের হাসি অনেক কষ্টে ধরে রাখলেন। সোফা ছেড়ে বাটিটা নিলেন তিনি, বললেন, 'আপনার এই বদান্যতা চিরকাল মনে রাখব আমি, মি. গঙ।'

'আমার ছোট ছেলে আমাকে বলেছে, আপনি নাকি আমার আইভরি কালেকশন দেখতে খুব আগ্রহী। আমার মত আপনিও কি আইভরি কালেকশন করেন, স্যার ট্যাফোর্ড?'

'তা না করলেও, আফ্রিকান যে-কোন জিনিস সম্পর্কে আগ্রহী আমি।'

আইভরি মিউজিয়ামটা মূল ভবনের এক পাশে, স্যার ট্যাফোর্ডকে সেখানে নিয়ে আসা হলো। অশীতিপর বৃদ্ধ হলে কি হবে, চঙকিঙ গঙের হাঁটাচলার মধ্যে কোন দুর্বলতা বা আড়ষ্ট ভাব নেই। মিউজিয়ামটা পাহারা দিচ্ছে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র হাতে একদল গার্ড, এদেরকে মূল ভবনের বাইরেও দেখেছেন স্যার ট্যাফোর্ড, মোট সংখ্যা সম্ভবত একশোজনের বেশিই হবে।

মিউজিয়ামটা এত বড় যে ইচ্ছে করলে ফুটবল খেলা যাবে। আইভরির কালেকশন দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন স্যার ট্যাফোর্ড। লক্ষ করে চঙকিঙ গঙ বললেন, 'এগুলো অমূল্য সম্পদ। ছোটখাট একটা রাষ্ট্রের সারা বছরের যে বাজেট, টাকার হিসেবে তার চেয়ে কম হবে বলে মনে করি না। কিন্তু আইভরি তুচ্ছ জিনিস, স্যার ট্যাফোর্ড, বিশেষ করে আপনি নিজে যখন এ-জিনিস কালেকশন করেন না। আসুন, আমার অন্যান্য কালেকশন দেখবেন।'

সোনা-রূপা ও মূল্যবান পাথর দিয়ে অলঙ্কৃত অ্যাকুয়ারিয়াম-এর পাশে থামলেন একবার চঙকিঙ গঙ, খাবার দিলেন মাছগুলোকে। পুরো একটা ঝাঁক ঝাঁপিয়ে পড়ল, সেদিকে চোখ রেখে বললেন, 'লোভ, স্যার ট্যাফোর্ড। লোভ ছাড়া আমি বা আপনি কোথায় থাকতাম আজ?'

'জ্বী, আপনার সঙ্গে আমি একমত। বিহাইণ্ড এভরি ফরচুন দেয়ার ইজ আ ক্রাইম—বালজাককে সালাম। মানুষকে এমন অসহায় করে সৃষ্টি করা হয়েছে যে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে সেটাও একটা ক্রাইম। একটা ক্রাইম আরেকটা ক্রাইমকে উৎসাহিত করে—মানুষের মধ্যে যাদের সৃজনশীল প্রতিভা আছে, লোভী হওয়া বা

অপরাধ করা তাদের সাজে বৈকি। লোভ ও অপরাধ হলো ক্যাপিটালিস্ট সিস্টেমের জ্বালানি।'

আরেকটা প্রকাণ্ড মিউজিয়ামে নিয়ে আসা হলো স্যার ট্যাফোর্ডকে। চঙকিঙ গঙ বললেন, 'সব তো দেখতে পারবেন না, দেখতে হলে মাসখানেক লাগবে। আসুন, নির্দিষ্ট কয়েকটা জিনিস দেখাই আপনাকে।'

পাথর ও ধনীর সেকশনে নিয়ে আসা হলো স্যার ট্যাফোর্ডকে। রুশ সাম্রাজ্যের অ্যান্টিকস, অন্যান্য সাম্রাজ্যের মত, আলাদাভাবে রাখা হয়েছে।

'পিটার দা গ্রেট,' বিড়বিড় করলেন চঙকিঙ গঙ। 'তাঁর ব্যক্তিগত বাইবেল।'

আইভরির কৌটায় রয়েছে এক কপি ট্যর‍্যা। রয়েছে প্রাচীন বিষ্ণু মূর্তি। সোনা ও আইভরি দিয়ে মোড়া, হাতে লেখা কোরান। খ্রিস্টান সেইন্টদের দুর্লভ স্ট্যাচু।

রোমান ও গ্রীক মেয়েদের হাতপাখা ও চিরুনি রাখা হয়েছে আলাদা সেকশনে। বলা হলো, শুধু এগুলোর দাম হবে একশো মিলিয়ন মার্কিন ডলারের কাছাকাছি। আরও আছে রোমান অস্ত্রশস্ত্র, ফেরাউনদের ব্যবহার করা তৈজসপত্র, ক্লিওপেট্রার অলঙ্কার। সব মিলিয়ে অ্যান্টিকস-এর সংখ্যা দশ হাজার। তার মধ্যে গোটা পঞ্চাশ দেখতেই দু'ঘণ্টা পেরিয়ে গেল।

মূল ভবনে ফেরার পথে বৃদ্ধ চঙকিঙ গঙ বললেন, 'অনেক কিছুই আছে আমার, বিশেষ করে আমার আইভরির কালেকশন দুনিয়ার সেরা, তবু আমি অতৃপ্ত, স্যার ট্যাফোর্ড। ভাল মানের আরও আইভরি চাই আমার। উবোমোয়, চাঁদের পাহাড়ে হাতির সংখ্যা নাকি এখনও প্রচুর–আমাদের সিণ্ডিকেট তো ওখানেই অপারেশন চালাচ্ছে, তাই না?'

'ঠিক আছে, আমি দেখব আপনি যাতে আরও আইভরি কালেক্ট করতে পারেন,' কথা দিলেন স্যার ট্যাফোর্ড।

'আমার ছোট ছেলের এক বিশ্বস্ত এজেন্ট আছে উবোমোয়,' বললেন চঙকিঙ গঙ। 'তার নাম চাখার সিং। আপনি তাকে চেনেন?'

'ঠিক চিনি না, তবে নাম শুনেছি। জানি অবৈধ আইভরি আর গণ্ডারের শিং পাচার করেন তিনি।'

'গত দশ দিন থেকে উবোমো বেসিনে রয়েছেন তিনি,' চঙকিঙ গঙ বললেন। 'আমি তাকে বা আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি?'

'প্রেসিডেন্ট সাফারি বিশেষ একটা গেম লাইসেন্স ইস্যু করতে পারেন। সংবিধানে এ-ধরনের একটা বিধি আছে বলে জানি আমি। যদি না থাকে, সংশোধনী এনে ঢোকানো যায়। প্রেসিডেন্টকে দিয়ে লাইসেন্সটা আপনি যদি সই করাতে পারেন, বাকি কাজ চাখার সিং একাই করতে পারবে।'

'কোন ব্যাপারই না। প্রেসিডেন্ট সাফারি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আইভরি পৌঁছে দেয়ার জন্যে আমার গালফস্ট্রীম তো রয়েছেই।'

'ধন্যবাদ, স্যার ট্যাফোর্ড। এবার বলুন, বিনিময়ে আমি কি করতে পারি আপনার জন্যে?'

'কিছু তো একটা চাইবই,' সহাস্যে বললেন স্যার ট্যাফোর্ড, পরমুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গেলেন। 'তার আগে অন্য এক প্রসঙ্গে কয়েকটা কথা বলি।' 'প্রকৃতি

প্রেমিক'-দের প্রসঙ্গটা তুললেন তিনি। কিভাবে তারা তাঁকে বিব্রত করছে। মনিকা রিভেরার কথা বললেন। বললেন প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা ও পরিবেশ দূষণের জন্যে কি রকম উদার হস্তে খরচ করছে স্টার। ডকুমেন্টারী ছবির প্রসঙ্গও উঠল। তারপর তিনি বললেন, 'এ-সব ঝামেলা একা তাকে অর্থাৎ স্টারকে পোহাতে হচ্ছে।' তাইওয়ান ইউরোপের কোন দেশ নয় বলে 'প্রকৃতি প্রেমিক'-রা তাঁকে অর্থাৎ চঙকিঙ গঙকে বিব্রত করতে পারছে না। 'আজেই আমি চাই, সিঙিকেটের প্রতিনিধিত্ব করুক রেড ড্রাগন। আমি চাই, আমার সেরা একজন লোক ওখানে গিয়ে অপারেশন পরিচালনা করুন। আমি জিওলজিস্ট, ফরেস্ট এক্সপার্ট আর আর্কিটেক্ট যোগান দেব, আপনি দেবেন চীনা বিশেষজ্ঞ। হঙকঙে বেনামে অনেক কোম্পানী আছে আমার, ধীরে ধীরে আমার শেয়ারগুলো ওদের কাছে বেচে দেব আমি। আপনার সঙ্গে আমার নিয়মিত দেখা হবে, একসঙ্গে বসে সিদ্ধান্ত নেব কিভাবে সিণ্ডিকেট পরিচালনা করা যায়। তবে স্টার ধীরে ধীরে দৃশ্যপট থেকে সরে যাবে।'

'ভারি চমৎকার প্রস্তাব,' রাজি হলেন চঙকিঙ গঙ। 'প্রকৃতি প্রেমিকদের এড়াবার জন্যে আপনাকে আমি সম্ভাব্য সব রকম সাহায্য করব, স্যার ট্যাফোর্ড।' ইতিমধ্যে হলরূমে ফিরে এসেছেন ওঁরা, আবার যে যার আসনে বসেছেন।

'আপনার প্রতিনিধি হিসেবে উবোমোয় কাকে আপনি পাঠাচ্ছেন?'

চঙকিঙ গঙের ছেলেরা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন।

'সেটা জানাতে এক হপ্তা সময় নেব আমি, স্যার ট্যাফোর্ড। ফোন করে জানাব আপনাকে।'

'ঠিক আছে। কাল আমি সিডনি যাচ্ছি। ওখান থেকে নাইরোবি হয়ে কাহালি, উবোমোর রাজধানীতে পৌঁছব প্রেসিডেন্ট সিমন সাফারির সঙ্গে দেখা করার জন্যে। তবে আমার প্লেনে ডাইরেক্ট স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন আছে। যখন খুশি আপনি আমাকে ফোন করতে পারেন।'

'ধন্যবাদ, স্যার ট্যাফোর্ড।'

আফ্রিকা থেকে বাবার জন্যে মূল্যবান উপহার এনেছেন চঙমঙ গঙ, তবে এখনও বাবাকে দেননি সে-সব, অপেক্ষা করছেন শুভ মুহূর্তের জন্যে। স্যার ট্যাফোর্ড তাইপে ত্যাগ করার পর পাঁচ দিন পেরিয়ে গেছে, উবোমোয় কাকে পাঠানো হবে সে ব্যাপারে এখনও কোন সিদ্ধান্ত নেননি চঙকিঙ গঙ। ছেলেরা জানেন, তাঁদের একজনকেই পাঠানো হবে। কিন্তু কাকে?

বৃদ্ধকে খুশি করার জন্যে সব ছেলেই সাধ্যমত চেষ্টা করছেন। সব ছেলের উপহারই হাসিমুখে গ্রহণ করছেন বৃদ্ধ, কিন্তু কাউকে কোন প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন না। ক'দিন খুব ব্যস্ত সময় কাটছে তাঁর। বাড়ির সামনের লনের এক ধারে বিশাল এক মন্দির তৈরি হচ্ছে। ওটা হবে তাঁর সমাধি। রোজই একবার ওখানে তাঁকে যেতে হয়, দেখতে হয় মন্দিরকে পেঁচিয়ে থাকা ড্রাগনটা ঠিকমত তৈরি হচ্ছে কিনা।

এরকম একদিন মন্দিরের কাজ দেখছেন তিনি, চঙমঙ গঙ বাবার সামনে

দাঁড়িয়ে মাথা নোয়ালেন। 'আপনার জন্যে সামান্য কিছু উপহার এনেছি আফ্রিকা থেকে, বাবা।'

'কই দেখি।'

'এমন উপহার, বয়ে নিয়ে আসা সম্ভব নয়। আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।'

রোলস-রয়েসে তুলে রেড ড্রাগনের সাত নাম্বার ওয়্যারহাউসে বাবাকে নিয়ে এলেন চঙমঙ গঙ। চিউইডই ন্যাশনাল পার্ক থেকে লুঠ করা প্রতিটি আইভরির গায়ে সরকারী সীল মারা আছে, তারমানে ওগুলো বৈধ আইভরি। উপহার দেখে আনন্দে কনিষ্ঠ পুত্রকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন বৃদ্ধ। ভেজা চোখে বললেন, 'এ-সব যে যোগাড় করতে পারে, তার সাহসের আমি প্রশংসা করি। সে যা চায় তা খুন করে পেতে হলেও দ্বিধা করে না। কবে যেন পড়লাম জিম্বাবুইয়ে আইভরি গোডাউন লুঠ হয়েছে···।'

বাবাকে থামিয়ে দিয়ে চঙমঙ গঙ বললেন, 'এরকম একটা খবর আমিও পড়েছি।' চোখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন তিনি।

'তুমি আমার শক্তি আর সাহস পেয়েছ,' বৃদ্ধ ছেলের মাথায় হাত রাখলেন। 'প্রার্থনা করি সব কাজে বিজয়ী হও। রেড ড্রাগনের প্রতিনিধি হিসেবে উবোমোয় আমি তোমাকেই পাঠাব, বাছা!'

বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে সুখবরটা দিলেন চঙমঙ গঙ। নিজের কামরায় ঢুকে দরজা বন্ধ করলেন। সোফায় বসে তাকিয়ে থাকলেন টেলিফোনটার দিকে। এরপর কি ঘটতে যাচ্ছে কল্পনা করে উত্তেজনায় কাঁপছেন তিনি।

নাম্বারটা মুখস্থ আছে তাঁর। ডায়াল করলে এক মহিলা ধরবে। মহিলা তাকে বলেছে, এটা একটা গোপন নাম্বার, মাত্র পাঁচ কি ছয়জনকে দেয়া হয়েছে।

ক্রেডলের দিকে হাত বাড়ালেন চঙমঙ গঙ, লক্ষ করলেন হাতটা কাঁপছে। ডায়াল করলেন তিনি। নিজের পরিচয় দিলেন, 'সবুজ পাহাড়।'

'অনেক দিন পর আপনার ফোন পেলাম, সবুজ পাহাড়।'

'আমি বাইরে ছিলাম। আজ আসতে চাই।'

'আপনি কি স্পেশাল জিনিস চান?'

'হ্যাঁ,' বললেন চঙমঙ গঙ, অনুভব করলেন তলপেটের ভেতরটা শিরশির করছে।

'দাম অনেক বেশি পড়বে। কম বয়েসী?'

'হ্যাঁ। একেবারে কম বয়েসী, খুব কচি, অক্ষত।'

'কখন আসবেন আপনি?'

'আপনি যখন বলবেন।'

'আজ রাত দশটায়। আগে নয়, পরে নয়, ঠিক দশটায়।'

সন্ধের খানিক পর শহরে তাঁর একটা অ্যাপার্টমেন্টে উঠলেন চঙমঙ গঙ। এখানে তিনি গোসল করলেন। কাপড়চোপড় পরে বেরুলেন আবার, গাড়ি না পেয়ে হাঁটছেন। ইস্ট গার্ডেন এলাকায় চলে এলেন তিনি, ঢুকলেন সরু একটা

গলিতে। বৃদ্ধ গণক গত দশ বছর ধরে ভাগ্য বলে দিচ্ছে তাঁর। চঙমঙ গঙকে দেখে এক গাল হাসল সে। তার পরনে ঢোলা পোশাক, মাথায় ম্যাণ্ডারিন ক্যাপ। 'আমি খুব বড় একটা কাজে হাত দিতে যাচ্ছি,' বললেন চঙমঙ গঙ। 'আমি চাই আত্মারা আমাকে পথ দেখান।'

পঞ্জিকায় নক্ষত্রের অবস্থান ইত্যাদি দেখে নিয়ে পারদ ভরা একটা কাপ দিল গণক চঙমঙ গঙের হাতে, বিড়বিড় করছে আপন মনে। কাপের পারদ ঢালতে শুরু করলেন চঙমঙ গঙ। পাঁচটা কাপে একটু একটু করে ঢাললেন তিনি। কাজটা শেষ হতে প্রতিটি কাপে উঁকি দিল গণক। 'কাজটা তাইওয়ানে নয়,' বলল সে। 'সাগর পেরিয়ে দূরদেশে যেতে হবে আপনাকে।'

মাথা ঝাঁকালেন চঙমঙ গঙ।

'কাজটা খুব জটিল, অনেক লোক জড়িত—অনেক বিদেশী শয়তান জড়িত।'

আবার মাথা ঝাঁকালেন চঙমঙ গঙ।

'আমি অনেক শক্তিশালী শত্রু দেখতে পাচ্ছি, তবে শক্তিশালী মিত্ররাও আছে।'

'বন্ধুদের আমি চিনি, কিন্তু শত্রুদের চিনি না।'

মাথা নাড়ল গণক। 'তা সত্যি নয়। আপনি এই শত্রুকে চেনেন। আপনার সঙ্গে আগেও শত্রুতা করেছে। সেবার তাকে আপনি হারিয়ে দেন।'

'তার চেহারার বর্ণনা দিতে পারেন?'

মাথা নাড়ল গণক। 'আবার দেখা হলে আপনি তাকে চিনতে পারবেন।'

'কবে সেটা?'

'ভৌতিক মাসে ভ্রমণ করবেন না।'

'ঠিক আছে। আমি এই শত্রুকে আগেরবারের মত হারাতে পারব?'

'আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আরও আয়োজন দরকার আমার, খরচ পড়বে তিন গুণ।'

'ঠিক আছে।'

আধ ঘণ্টা পর গণক তার আয়োজন শেষ করে বলল, 'শত্রু আসলে দু'জন। পুরুষটিকে আপনি চেনেন, কিন্তু মেয়েটিকে এবারই প্রথম চিনবেন। ওরা দু'জন মিলে আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে।'

'আমি কি জিতব?'

চঙমঙ গঙের হাতের তালুতে লাল টকটকে তরল রঙ ঢালল গণক। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই রঙের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'আমি বরফ ঢাকা পাহাড়ের মাথা আর গভীর বনভূমি দেখতে পাচ্ছি। ওটাই হবে আপনাদের যুদ্ধক্ষেত্র। ওখানে পাজি আত্মারা আছে, আছে শয়তানরা।'

'আর কি দেখতে পাচ্ছেন আপনি?'

'এই-ই। আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না।' পকেট থেকে দু'হাজার তাইওয়ান ডলার বের করে গণকের হাতে গুঁজে দিলেন চঙমঙ গঙ। 'আমার কি হবে?'

'সাবধানে থাকলে কিছুই হবে না।'

রাস্তায় বেরিয়ে এসে চঙমঙ গঙ দেখলেন মাত্র আটটা বাজে। দশটার আগে

মালাম সুসেমির কাছে যাওয়া যাবে না। কি করা যায় ভাবছেন। হঠাৎ মনে পড়ল সর্পরাজ-এর কথা। গলিটা এখান থেকে বেশি দূরে নয়।

গলিটার ভেতর সারি সারি সাপ ও পাখির দোকান, দ্রুত পায়ে সেগুলোকে পাশ কাটিয়ে এগোচ্ছেন চঙমঙ গঙ। গলির মাথায় এসে একটা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লেন। এটা একটা বাড়ি, যদিও ভেতরে সাপ আর পাখিই বিক্রি হয়। বাড়ির মালিককে অনেক দিন থেকে চেনেন তিনি, অনেকবার আফ্রিকার দুষ্প্রাপ্য পানি এনে দিয়েছেন তাকে।

চঙমঙ গঙকে দেখে ওঝা লোকটা শ্রদ্ধা ও বিনয়ে গদগদ হয়ে উঠল। তাঁকে দেখেই বুঝে নিয়েছে সে, কি দরকার তাঁর। বাড়িতে কোন লোক নেই, থাকলে বের করে দিত সে। চঙমঙ গঙ তার সবচেয়ে সম্মানী ক্রেতা।

জাল দিয়ে ঘেরা খাঁচার সামনে দাঁড়ালেন চঙমঙ গঙ। আঙুল তুলে দেখিয়ে দিলেন একটা মামবা সাপ। এক গাল হাসল ওঝা। ইস্পাতের আঙটা দিয়ে সাপটাকে খাঁচা থেকে বের করল সে। হিসহিস করে উঠল সাপ, ইস্পাতের আঙটা পেঁচিয়ে ধরছে।

এক হাতের মুঠোয় সাপের মাথাটা ধরল ওঝা, আঙটা খুলে নিল। এবার ওঝার হাতটাকে পেঁচিয়ে ধরল সাপ। পুরোপুরি ছ'ফুট লম্বা ওটা, চোয়াল সবটুকু খুলে হাঁ করে আছে। দাঁতের ডগা থেকে স্বচ্ছ বিষ গড়াচ্ছে। মসৃণ একটা পাথরের ওপর সাপের মাথা রেখে কাঠের হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি মারল ওঝা, ভর্তা হয়ে গেল খুলিটা, মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছে সাপ। সেটাকে একটা হুকের সঙ্গে গাঁথল লোকটা, তারপর ক্ষুর দিয়ে চিরে ফেলল পেট। চীনামাটির একটা বাটিতে পড়ল সবটুকু রক্ত। মামবার গলা থেকে বিষ ভরা থলিগুলো বের করে রাখা হলো কাচের একটা পাত্রে। লিভার আর গল্লাডার ঠাঁই পেল অন্য একটা বাটিতে।

এরপর সাপের ছাল ছাড়াল ওঝা, এমন দক্ষতার সঙ্গে, যেন কোন মেয়ের পা থেকে মোজা খুলে নিল। ছাল ছাড়ানো সাপটা লাল, চকচক করছে। হুক থেকে খুলে টেবিলের ওপর রাখা হলো সেটা, ছোরার কয়েকটা আঘাতে টুকরো করা হলো, ফেলে দেয়া হলো সুপ কেটলিতে। কেটলিটা গ্যাসের চুলোয় বসানো রয়েছে, টগবগ করে ফুটছে পানি। কেটলির ভেতর এরপর গাছের শিকড় আর মসলা ফেলল সে।

'আপনি কি টাইগার জুস পান করতে চান?' চঙমঙ গঙকে জিজ্ঞেস করল ওঝা।

এ হলো মৃত্যুর সঙ্গে লুকোচুরি খেলা। জিভে বা গলায় যদি সামান্য ক্ষত থাকে, পেটে যদি থাকে সামান্য একটু আলসার, মামবার বিষ সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ডেকে আনবে। সেটা হবে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু।

ইতিমধ্যে মেশিনে ঢুকিয়ে গল্লাডারটাকে নরম মণ্ড বানিয়ে ফেলেছে ওঝা। রক্ত ভরা চীনামাটির বাটিতে ফেলা হলো মণ্ডটা, চামচ দিয়ে ঘন ঘন নাড়তে নিঃশেষে মিশে গেল রক্তের সঙ্গে। তিনটে বোতল থেকে বাটিতে তিন রকম ওষুধ ঢালল সে। জিনিসটা দেখতে হলো ঘন মধুর মত, তবে রঙটা কালো। সবশেষে

বাটিতে বিষ ঢাললেন সে।

দম আটকে বাটির সবটুকু তরল পদার্থ খেয়ে ফেললেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। স্বাদটা তিক্ত, বিকৃত হয়ে উঠল তাঁর চেহারা। বাটিটা টেবিলে রেখে হাত দুটো ভাঁজ করলেন বুকে। চুপচাপ বসে থাকলেন, চেহারায় কোন আবেগ নেই। বিষটুকু যদি তাঁকে মেরে না ফেলে, তাঁর যৌনক্ষমতা কয়েক গুণ বেড়ে যাবে। আক্ষরিক অর্থেই ইস্পাতের মত হয়ে উঠবে জননেন্দ্রিয়। বিক্রিয়া শুরু হয় কিনা দেখার জন্যে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করলেন তিনি। দশ মিনিট পেরিয়ে গেল। অনুভব করলেন শরীর গরম হয়ে উঠছে তাঁর।

ওঝার সঙ্গে কিচেনে চলে এলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। কেটলি থেকে একটা বাটিতে ঢালা হলো সুপ। সুপে এবার সেদ্ধ করা সাপের মাংস ফেলা হলো। হাতে কাঠি নিয়ে খেতে শুরু করলেন তিনি।

হাতঘড়ি দেখলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। ন'টা বাজে। 'ধন্যবাদ,' বলে ওঝার হাতে তিন হাজার তাইওয়ান ডলার ধরিয়ে দিলেন।

'আশা করি ভেলভেটের বিছানায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কুস্তি লড়তে পারবেন আপনি।'

নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। গাড়ি নিয়ে আবার বেরুলেন, সী প্যাভিলিয়নে পৌঁছুতে লাগল চল্লিশ মিনিট। গোটা এলাকাটা উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, শুধু খোলা সাগরের দিকটা বাদে। রঙিন কাগজের তৈরি ল্যাম্প জ্বলছে গেটে। চণ্ডমণ্ড গণ্ড জানেন, ওগুলো বিশেষ ভাবে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যেই জ্বালা হয়েছে।'

সশস্ত্র গার্ডরা জানে তিনি আসবেন। কেউ তাঁকে বাধা দিল না। চওড়া গাড়িপথ ধরে এগোল রোলস-রয়েস, দু'পাশে সাগর। সামনে প্রাইভেট জেটি, জেটির মাথায় একটা মোটর-লঞ্চ নোঙর ফেলে রয়েছে। পরে দরকার হবে ওটা। তিনি জানেন, দু'ঘণ্টা পর মোটর লঞ্চটা গভীর সাগরে চলে যাবে, ইস্ট চীনা সাগরের তলায় নামিয়ে দেয়া হবে ভারি একটা বোঝা। বোঝাটা একটা মানুষের শরীর হতে পারে, তবে কেউ কোনদিন ওটার হদিস বের করতে পারবে না। মৃদু হাসি ফুটল তাঁর ঠোঁটে। শারীরিক উত্তেজনা তাঁকে অস্থির করে তুলছে।

প্যাভিলিয়নে উঠে এলেন তিনি। দরজায় একজন ভৃত্য, ভেতরে নিয়ে এসে বসাল তাঁকে, চা খেতে দিল। কাঁটায় কাঁটায় ঠিক দশটার সময় কামরায় ঢুকল মাদাম সুসেমি। কিশোর বালকের মত রোগা সে, মাথায় ছেলেদের মত করে ছাঁটা চুল। 'ওয়েলকাম টু মাই হাউস, গ্রীন মাউন্টেন ম্যান,' বিড়বিড় করে বলল সে।

মাথা নোয়ালেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড। 'নিজেকে আমি সম্মানিত বোধ করছি, মাদাম সুসেমি।' হাতের ব্রিফকেসটা টেবিলের ওপর তুললেন তিনি।

ইঙ্গিত পেয়ে ব্রিফকেসটা সরিয়ে নিয়ে গেল চীনা ভৃত্য। দ্বিতীয় টেবিলে ফেলে খোলা হলো সেটা। মাদামের সঙ্গে এটা-সেটা নিয়ে গল্প করছেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, ওদিকে টাকা গোণা হচ্ছে। এক সময় শেষ হলো কাজটা। মাথা ঝাঁকিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল ভৃত্য।

'আপনার জন্যে দু'টো জিনিস রাখা হয়েছে,' বলল মাদাম সুসেমি। 'যে-

কোন একটাকে বেছে নেবেন। তবে তার আগে একবার দেখে নিন, কামরাটা আপনার মনের মত সাজানো হয়েছে কিনা।'

প্যাভিলিয়নের পিছনে চলে এল ওরা, ঢুকলো বিশেষ ভাবে সাজানো একটা কামরায়। প্রধান ফার্নিচার হলো গাইনোকোলজিস্ট-এর একটা কাউচ, আনুষঙ্গিক সমস্ত কিছু সহ। কাউচটা প্লাস্টিক কাভার দিয়ে ঢাকা, পরে ওটা সরিয়ে ফেলা যাবে। মেঝেতেও প্লাস্টিক শিট রয়েছে। কামরার দেয়াল মোজাইক করা, পানি লাগলে কোন দাগ থাকবে না।

একটা টেবিলের সামনে দাঁড়ালেন চঙমঙ গঙ, ইন্সট্রুমেন্টগুলো এটার ওপরই সাজানো রয়েছে সব। ট্রের ওপর দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন মাপের সিল্ক কর্ড। একটা কর্ডে আঙুল বুলালেন তিনি। তারপর টেবিলের অন্যান্য যন্ত্রপাতির দিকে তাকালেন। সবগুলোই স্টেইনলেস স্টীল-এর গাইনোকোলজিকাল ইন্সট্রুমেন্ট।

'ভেরি গুড,' বললেন তিনি।

'আসুন,' বলে তার একটা হাত ধরল মাদাম সুসেমি। 'এবার আপনি বেছে নিন।'

পিছনের দেয়ালে ছোট একটা জানালা, চঙমঙ গঙকে নিয়ে সেটার সামনে এসে দাঁড়াল মাদাম সুসেমি। জানালায় কাঁচ রয়েছে, শুধু এদিক থেকে দেখা যাবে। কয়েক মিনিট পর এক মহিলা দুটো মেয়েকে নিয়ে পাশের কামরায় ঢুকল। দুটো মেয়েই সাদা কাপড় পরে আছে। চীনাদের কুসংস্কার বলে, সাদা হলো মৃত্যুর প্রতিনিধিত্বকারী রঙ। দু'জনেরই লম্বা কালো চুল, বিনুনি করা। কচি মুখ, পবিত্র চেহারা। সম্ভবত বাংলাদেশ অথবা কম্বোডিয়া থেকে কিনে আনা হয়েছে।

'ওদের পরিচয়?'

'এতিম। নাম নেই, দেশ নেই। কেউ জানে না ওরা বেঁচে আছে কিনা, কিংবা কোথায় আছে। কেউ ওদের খোঁজ করবে না।'

মহিলা সহকারিণী মেয়ে দুটোকে বিবস্ত্র করছে। একটা মেয়ের বয়স হবে খুব বেশি হলে চোদ্দ। ফুল নয়, এখনও কুঁড়ি। স্তনযুগল মাত্র উঁচু হতে শুরু করেছে। দ্বিতীয় মেয়েটার বয়স হবে ষোলো বা সতেরো।

'ছোটটা,' ফিসফিস করলেন চঙমঙ গঙ। 'আমি ছোটটাকে চাই।'

'হ্যাঁ, আমারও ধারণা ছিল আপনি ওকে চাইবেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে আপনার কামরায় আনা হচ্ছে। যতক্ষণ খুশি সময় নিতে পারেন আপনি। কোন তাড়াহুড়ো নেই।'

কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল মাদাম সুসেমি। তারপর হঠাৎ করে লুকানো স্পীকার থেকে ভেসে এল চাইনীজ মিউজিকের কান ফাটানো আওয়াজ। এই আওয়াজে সব চাপা পড়ে যাবে–ছোট একটা মেয়ের আর্তচিৎকার শুনবে না কেউ।

কাহালি প্রেসিডেন্ট ভবনে বিরাট আয়োজন করা হয়েছে। আর্মি ল্যাণ্ডরোভার থেকে নামার সময় চারদিকের আলোকসজ্জা দেখে হাঁ হয়ে গেল সোফিয়া ক্যাবরল। 'রানা, এ-সব তোমার সম্মানে?'

লনে ও বারান্দায় গিজগিজ করছে আমন্ত্রিত অতিথিরা। মৃদু হেসে রানা বলল, 'আমাকে যেমন বলা হয়েছে, আমার ধারণা বাকি সব অতিথিকেও একই কথা বলা হয়েছে—আপনারই সম্মানে এত সব আয়োজন।'

ওদেরকে দেখতে পেয়ে ছুটে এল ক্যাপটেন শোল। সোফিয়ার স্কার্ট আর নগ্ন পায়ের ওপর চোখ, কথা বলল রানার সঙ্গে। 'এদিকে আসুন, মি. রানা। মি. প্রেসিডেন্ট আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আপনি তাঁর বিশেষ মেহমান।'

হলরুমে ঢুকেই প্রেসিডেন্টকে চিনতে পারল রানা। হিটা অফিসারদের মধ্যেও সবার চেয়ে লম্বা তিনি, পরে আছেন পুরোদস্তুর সামরিক পোশাক। ক্যাপটেন শোল ওদের পরিচয় করিয়ে দিল।

'মি. মাসুদ রানা! আমার প্রিয় মেহমান! স্যার, আমি আপনার শিল্পকর্মের দারুণ এক ভক্ত।' রানার হাতটা তো ধরলেনই, ওকে টেনে নিজের বুকে জড়িয়ে নিলেন প্রেসিডেন্ট সিমন সাফারি। 'আপনি আমাকে সাহায্য করবেন, ইয়েস, মি. রানা? আমি আমার দেশটাকে বিংশ শতাব্দীতে নিয়ে আসতে চাই, আপনার মত গুণী ব্যক্তির সাহায্য ছাড়া তা সম্ভব নয়···।'

নিজেকে অনেক কষ্টে প্রেসিডেন্টের বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত করল রানা।

'আপনি তো সেই স্বনামধন্যা ফটোগ্রাফার,' সোফিয়ার দিকে ফিরলেন প্রেসিডেন্ট। 'মি. মরিস ট্যাফোর্ড আমাকে আপনার আর্কটিক ড্রিম-এর একটা টেপ পাঠিয়েছেন। দেখে আমি মুগ্ধ না হয়ে পারিনি!' রানা লক্ষ করল, ক্যাপটেন শোলের মত স্বয়ং প্রেসিডেন্টকেও সোফিয়ার দৈহিক গড়ন জাদু করেছে। প্রকাশ্যেই সোফিয়ার শরীরটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছেন তিনি। 'আপনি যদি উবোমোয়ও ওভাবে ছবি তোলেন, ভারি খুশি হব, মিস সোফিয়া।'

'আপনি অত্যন্ত দয়ালু, মি. প্রেসিডেন্ট। আমি আমার সাধ্যমত করব। বিশেষ করে আপনি, স্বয়ং উবোমোর প্রেসিডেন্ট যখন অনুরোধ করছেন।'

'ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ,' খুশিতে নেচে উঠল সিমন সাফারির চোখ। 'বিদেশীদের মধ্যে আপনিই প্রথম আমাকে প্রেসিডেন্ট বলে সম্বোধন করলেন। আপনার প্রতি সদয় হবার প্রয়োজন হলে আমাকে শুধু একবার জানাবেন, মিস সোফিয়া।'

আবার রানার দিকে ফিরলেন ভদ্রলোক। 'ব্রিটিশ অ্যামব্যাসাডর ভদ্রলোকও আজ এখানে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন, মি. রানা। আমি নিশ্চিত, তাঁকে আপনি সম্মান দেখাতে চাইবেন।' ক্যাপটেন শোলের দিকে তাকালেন তিনি। 'ক্যাপটেন,

প্লীজ, মি. রানাকে স্যার মাইকেল ডাফের কাছে নিয়ে যাও।'

রানাকে অনুসরণ করল সোফিয়া, কিন্তু তার যাওয়া হলো না। প্রেসিডেন্ট আলতোভাবে তার বাহু ধরে বললেন, 'এখুনি যাবেন না, মিস সোফিয়া। কয়েকটা বিষয় আপনাকে আমি ব্যাখ্যা করে বলতে চাই—এই যেমন, উহালি আর হিটাদের মধ্যে আসলে পার্থক্য কোথায়।'

বারান্দা থেকে আলোকিত লনে নেমে এল রানা, ভিড়ের মধ্যে পরিচিত কাঠামোটা দেখতে পেয়ে হাসল, দ্রুত এগিয়ে এসে তার একটা হাত চেপে ধরল। 'স্যার মাইকেল!' পরবর্তী শব্দটা কানের কাছে ঠোঁট রেখে, 'শালা!' চারদিকে চোখ বুলাল ও। 'ব্রিটিশ অ্যামব্যাসাডর, নো লেস! এত সব ঘটল কখন শুনি?'

ব্রিটিশ কেতা ও কূটনৈতিক শিষ্টাচার ভুলে রানার কনুই আঁকড়ে ধরল মাইকেল ডাফ। 'তুমি আমার চিঠি পাওনি? একেবারে হঠাৎ, দোস্ত। কিন্তু আমার চিঠি তুমি...?'

মাথা নাড়ল রানা। 'কংগ্রাচুলেশন্স, স্যার মাইকেল। অনেকদিন আগেই পাওনা হয়েছে। এ তোমার প্রাপ্য।' চারদিকে আবার একবার চোখ বুলাল রানা। 'নোরা কোথায়?'

'জিনিস-পত্র গোছগাছ করতে লুসাকায় ফিরে যেতে হয়েছে তাকে। নতুন যে ভদ্রলোক আছেন ওখানে, কথা দিয়েছেন তোমার ল্যাণ্ডক্রুজার আর ইকুইপমেন্ট দেখেশুনে রাখবেন। নোরা দু'হপ্তার ভেতর চলে আসবে—ও তোমাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে।'

'নোরা জানে, এখানে তোমার সঙ্গে দেখা হবে আমার?' রানা অবাক।

'স্যার ট্যাফোর্ড আমাদেরকে জানিয়েছেন উবোমোয় তাঁর কাজ নিয়ে আসছ তুমি।'

'ভদ্রলোককে চেনো তুমি?'

'আফ্রিকার সবাই টাফ ট্যাফোর্ডকে চেনে। সুপ, জুস, মধু—প্রতিটি পাত্রে আঙুল ডুবিয়ে রেখেছেন। তোমার ওপর একটা চোখ রাখার জন্যে অনুরোধ করেছেন ভদ্রলোক। তোমার কাজ সম্পর্কেও বলেছেন। সিমন সাফারির ওপর ছবি তুলতে যাচ্ছ তুমি, তাই না? প্রেসিডেন্ট আর স্টার-এর ইমেজ যাতে সুন্দর দেখায়, ঠিক?'

'ব্যাপারটা আরও একটু জটিল, মাইকেল।'

'জটিলতা তো থাকতেই হবে, যেখানে মাসুদ রানা জড়িত।' রানাকে টেনে লনের নিরিবিলি এক কোণে নিয়ে এল মাইকেল ডাফ। 'তার আগে বলো, সাফারিকে কেমন লাগছে তোমার?'

'এখুনি মন্তব্য করা কঠিন,' বলল রানা। 'তবে চারদিকে শুধু সামরিক অফিসারদের দেখছি—তারা সবাই হিটা, অথচ উহালিরা সংখ্যায় বেশি।'

'তুমি তো জানো না, উহালিদের উনি প্রকাশ্যে গালিগালাজ করেন—একজন প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে কেউ তা আশা করে না। শোনা যাচ্ছে, উহালিদের ওপর স্টীম রোলার চালাবার প্ল্যান করছেন তিনি। ব্রিটিশ সরকার ব্যাপারটা সমর্থন

করবে না। ভাল কথা, তোমার বন্ধুদের খবর শুনবে?'

'বন্ধু?'

'রেড ড্রাগন। তুমি কল্পনাও করতে পারবে না এখানে অপারেশন চালাবার জন্যে কাকে ওরা পাঠাচ্ছে।'

'চণ্ডমণ্ড গণ্ড।' এ হতে বাধ্য, ভাবল রানা। সেজন্যেই উবোমোয় ওর আসা। প্রথম থেকেই ব্যাপারটা অনুভব করতে পেরেছে ও। এখানেই আবার চণ্ডমণ্ড গণ্ডের সঙ্গে দেখা হবে ওর।

'তুমি আমার চিঠিগুলো ঠিকমত পড়েছ,' বলল মাইকেল ডাফ। 'আগামী হপ্তায় আসছেন তিনি। তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে আজকের মত আরেকটা পার্টি দিচ্ছেন প্রেসিডেন্ট সাফারি। যে-কোন অজুহাত পেলেই হয়, পার্টি দিচ্ছেন। কি হলো, রানা? তোমার চেহারা এমন থমথমে হয়ে গেল কেন?'

'না, কিছু হয়নি।' কয়েক মুহূর্তের জন্যে চিউইউই-এ ফিরে গিয়েছে রানার মন। চোখের সামনে ভেসে উঠল আলি শাহের বেডরুম। রুমানা আর তার মেয়েদের ক্ষতবিক্ষত শরীরগুলো পরিষ্কার দেখতে পেল। স্মৃতিটা অসুস্থ করে তুলল ওকে।

বেশ অনেক রাতে শেষ হলো পার্টি। ফেরার সময় সোফিয়াকে অনেক খুঁজেও পেল না রানা। বাধ্য হয়ে ল্যাণ্ডরোভারে উঠে বসল একা। জিজ্ঞেস করার দরকার হলো না, ক্যাপটেন শোলই যেচে পড়ে তথ্যটা দিল ওকে। 'মিস সোফিয়া ক্যারলকে দেখলাম সরকারী একটা মার্সিডিজে চড়ে কোথায় যেন গেলেন, তা প্রায় এক ঘণ্টা আগের ঘটনা।'

রানা কোন মন্তব্য করল না। ক্ষীণ আশা ছিল গেস্ট হাউসে ফিরে দেখবে নিজের কামরায় শুয়ে আছে সোফিয়া, কিন্তু হতাশ হতে হলো। সোফিয়ার কামরায় তালা ঝুলছে।

নিজের কামরায় ফিরে রাত জেগে বসে থাকল রানা। মেয়েটা গেল কোথায়!

আরও দু'ঘণ্টা পর, রাত প্রায় তিনটের দিকে গাড়ির শব্দ পেল রানা। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে দেখল নীল একটা মার্সিডিজ থেকে নামছে সোফিয়া। টলতে টলতে বারান্দায় উঠল সে। মার্সিডিজ বেরিয়ে গেল গেট পেরিয়ে।

দরজা খুলে বারান্দায় বেরুল রানা। 'দাঁড়াও,' ডাকল ও।

দাঁড়াল সোফিয়া, টলছে। 'কে, রানা নাকি?'

'কি ধরনের ঝুঁকি নিচ্ছ, তোমার ধারণা আছে, সোফিয়া?' তিক্তকণ্ঠে জানতে চাইল রানা। 'এটা আফ্রিকা। চার অক্ষরের যে শব্দটার কথা ভাবছ তুমি ওটা ছাড়াও আরও একটা শব্দ আছে—এইডস। এখানে বড় বেশি ছড়ায় ওটা।'

'নিজের চরকায় তেল দাও, রানা। আমাকে উপদেশ দিতে এসো না।' কামরার তালা খুলল সোফিয়া, ভেতরে ঢুকে রানার দিকে ফিরল। 'দেয়ার মত অনেক কিছু আছে আমার, রানা। এ-কথা বলতে পারবে না যে তোমাকে আমি বঞ্চিত করার চেষ্টা করেছি। তোমার বোঝা উচিত ওপরে ওঠার সুযোগ পেলে আমার মত মেয়ে ছাড়ে না। তবু এখনও তোমার প্রতি আমি সদয়। ইচ্ছে হলে ভাগ বসাতে পারো। চাও, রানা?'

নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়াল রানা, ফিরে এল নিজের কামরায়।

পরদিন সকালে তিনজন সৈনিকসহ ক্যাপটেন শোল এল ওদেরকে নিয়ে যেতে। রানার ওপর এখনও রেগে আছে সোফিয়া, ট্রাকের ক্যাবে ক্যাপটেনের পাশে বসল সে। রানা থাকল সশস্ত্র হিটা সৈনিক ও ভিডিও ইকুইপমেন্টের সঙ্গে পিছনে।

রাজধানী কাহালি রানা আগেরবার যেমন দেখেছে তেমনই আছে। চওড়া রাস্তাগুলো খানা-খন্দে ভরা, মেরামত করা হয়নি। পুরানো ওয়েস্টার্ন ছবিতে যে-ধরনের বাড়ি-ঘর দেখা যায়, এখানেও তাই দেখছে ও। তবে চোখে পড়ার মত ব্যাপার হলো, দোকান-পাটগুলোয় বসে আছে হিটারা—আগে ওখানে দেখা যেত উহালিদের। তারপর খেয়াল করল রানা, ফুটপাতেও প্রায় একই দৃশ্য। উহালিরা যেন হঠাৎ করে রাজধানী থেকে গায়েব হয়ে গেছে। দু'চারজন যা-ও আছে, তাদেরকে ভিখারি বা ভবঘুরে বলে মনে হলো রানার।

জেটিতে এসে গানবোটে চড়ল ওরা। ভিডিও ইকুইপমেন্টগুলো তুলে দিল নীল ইউনিফর্ম পরা কয়েকজন নাবিক। নৌ-বাহিনীর একজন ক্যাপটেন করমর্দন করল রানার সঙ্গে। 'আমার ওপর নির্দেশ আছে, যেখানে বলবেন সেখানে নিয়ে যেতে হবে আপনাকে, মি. মাসুদ রানা।'

বন্দর ছেড়ে উত্তর দিকে ছুটল গানবোট, লেক-এর তীর ঘেঁষে। ফোরডেকে দাঁড়িয়ে আছে রানা, গাঢ় নীল পানির ওপর রোদের খেলা দেখছে। মুখে জলকণার ছিটা, পশ্চিম দিকে তাকাল ও। চাঁদের পাহাড়, রোমান্টিক একটা নাম। কিন্তু না, নীলচে মেঘে ঢাকা পড়ে আছে, দেখা গেল না। গানবোটের খোলা ব্রিজ-এর দিকে তাকাল ও। ছবি তুলছে সোফিয়া। কাঁধের সনি ক্যামেরা তীরের দিকে তাক করেছে সে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও মনে মনে প্রশংসা করল মেয়েটার। আর যা-ই হোক, কাজের প্রতি আন্তরিকতা আছে। সত্যিকার প্রফেশনাল।

ব্রিজের নিচে চার্টরুমে ঢুকল রানা। স্টার ওকে সার্ভে ম্যাপ সরবরাহ করেছে, সেটা মেলে ধরল টেবিলে। হোটেল আর ক্যাসিনোর জন্যে জায়গা ঠিক করা হয়েছে কাহালি বন্দর থেকে সাত মাইল দূরে। রানা চওড়া একটা খাঁড়ি দেখল, প্রবেশপথটা পাহারা দিচ্ছে একটা দ্বীপ। উবোমো নদী, বরফ ঢাকা পাহাড় থেকে নেমে ও গভীর বনভূমি পেরিয়ে, ওই খাঁড়িতে এসে মিলিত হয়েছে। ইউরোপিয়ান ট্যুরিস্টদের আকৃষ্ট করার জন্যে জায়গাটা আদর্শ। এখানে একটা হলিডে কমপ্লেক্স দারুণ ব্যবসা করবে। রানার দৃষ্টিতে একটাই সমস্যা ধরা পড়ল। খাঁড়ির পাশে বিরাট একটা জেলে পাড়া রয়েছে। জংলী আফ্রিকানদের সঙ্গে সৈকত ব্যবহার করতে রাজি হবে না ইউরোপিয়ান ট্যুরিস্টরা। স্যার ট্যাফোর্ড বা চঙমঙ গঙ এ-ব্যাপারে কি ভেবেছেন কে জানে! তবে হলিডে কমপ্লেক্সের নামটা এরইমধ্যে ঠিক করা হয়েছে—ছায়া ঢাকা সৈকত।

ওপর থেকে ডাকল ক্যাপটেন। চার্টরুম থেকে বেরিয়ে খোলা ডেকে উঠে এল রানা। ছায়া ঢাকা সৈকত নামটা কেন রাখা হয়েছে বুঝতে পারল ও। খাঁড়ির মুখে দ্বীপটা ঘন বনে ঢাকা। লেকের মিষ্টি স্বচ্ছ পানি পেয়ে মেহগনি গাছগুলো

আকাশের অনেক উঁচুতে ডালপালা ছড়িয়ে দিয়েছে। আকাশে বাসা বেঁধেছে অসংখ্য ঈগল পাখি, প্রায় প্রতিটি ডালে বসে থাকতে দেখা গেল ওগুলোকে।

রাবারের ভেলায় চড়ে দ্বীপটায় নামল ওরা। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে ঈগল পাখিদের ছবি তুলল ওরা, তারপর ফিরে এল গানবোটে। আবার ছুটল গানবোট। খাঁড়ির তিন দিকে নিরেট পাথরের পাহাড়-প্রাচীর, সরাসরি পানি থেকে মাথাচাড়া দিয়েছে, অদ্ভুত রোমাঞ্চকর লাগল দেখতে। উবোমো নদীর মুখে জেলেদের গ্রামটাও দেখতে পেল রানা। পনেরো-বিশটা মাছ ধরার নৌকা বাঁধা রয়েছে। সৈকতে খেলা করছে উলঙ্গ ছেলেরা। এক ধারে জাল শুকাতে দেয়া হয়েছে।

আবার রাবারের ভেলায় চড়ল ওরা, এবার নামল উবোমো নদীর মুখের কাছাকাছি সৈকতে। সোফিয়াকে জেলেদের গ্রামের ছবি তোলার নির্দেশ দিল রানা। 'এই গ্রামটার কি হবে?' পাহাড়-প্রাচীরে উঠে আসার পর জিজ্ঞেস করল ও।

'ক্যাপটেন হয়তো বলতে পারবে,' জবাব দিল সোফিয়া। 'গানবোটে ফিরে জিজ্ঞেস কোরো।'

কিছু বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল রানা। দিগন্তের কাছাকাছি লাল ধুলো উড়ছে কেন? সোফিয়ার কাছ থেকে ক্যামেরা চেয়ে নিয়ে টেলিফটো লেন্সে চোখ রাখল ও। যানবাহনের একটা কনভয় এগিয়ে আসছে দেখে হার্টবিট বেড়ে গেল ওর। 'আর্মি ট্রাক কনভয়,' বলল ও। 'সঙ্গে ট্র্যান্সপোর্টার···ওপরে রয়েছে বুলডোজার! মাই গড!' ক্যামেরাটা ফিরিয়ে দিল ও। লেন্সে চোখ রেখে সোফিয়াও দেখল দৃশ্যটা।

'কোন ধরনের সামরিক অভিযান, রানা?' জিজ্ঞেস করল সোফিয়া, রুদ্ধশ্বাসে। 'তুমি চাও, ছবি তুলি আমি?'

'প্রেসিডেন্ট সাফারি আমাদের দলে, কাজেই ভয় পাবার কোন কারণ নেই—তোলো!'

দৃশ্যটা যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি নিষ্ঠুর। কনভয়টা আসছে দেখে বাচ্চা ছেলেমেয়েরা যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল। গ্রামের সব পুরুষ জড়ো হলো এক জায়গায়, হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছে সবাই, থরথর করে কাঁপছে। হিটা অফিসার নির্দেশ দিল, সৈনিকরা ঘিরে ফেলল পুরুষদের। পাহাড়-প্রাচীর থেকে অফিসারের গলা পরিষ্কার শুনতে পেল রানা। সরকারের তরফ থেকে অভিযোগ করছে সে, উহালিদের এই গ্রামে রাষ্ট্রদ্রোহী দুষ্কৃতকারীরা লুকিয়ে আছে। তারা সরকারকে উৎখাত করার জন্যে তৎপরতা চালাচ্ছে। কাজেই সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দেশের উন্নতি ও শান্তি-শৃংখলা রক্ষার স্বার্থে এই গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করা হবে জেলেদের। তাদেরকে নতুন জায়গা দেয়া হবে গভীর বনভূমিতে, যেখানে তারা চাষাবাদ করে উন্নত জীবন যাপনের সুযোগ পাবে।

এরপর কয়েক পশলা ফাঁকা গুলি করা হলো। হিটা সৈনিকরা বাড়ি-ঘরের দরজা ভাঙছে, টেনে-হিঁচড়ে বের করে আনছে উহালি তরুণীদের। ঠেলা-ধাক্কা দিয়ে ট্রাকের ওপর তোলা হচ্ছে তাদের। গ্রামের শেষ প্রান্তের কয়েকটা ঘরে প্রথম আগুন দেয়া হলো। হাহাকার করে উঠল জেলেরা, কয়েকজন মৃত্যু ভয়কে উপেক্ষা করে ছুটে গেল সেদিকে। এই সময় আবার গর্জে উঠল এ/কে

ক্ষরটিসেছেন। এবার সরাসরি টার্গেট প্র্যাকটিস। মাটির ওপর লুটিয়ে পড়ল তিনজন জেলে।

'গড! ওহ্ গড!' ছবি তোলার ফাঁকে বিড়বিড় করছে সোফিয়া। 'এ ছবি ইউরোপে দেখাতে পারলে হৈ-চৈ পড়ে যাবে, রানা!'

জবাব দেবে কি, নিষ্ফল আক্রোশে ছটফট করছে রানা। উবোমোর সামরিক বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করার শক্তি নেই ওর। অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকা ছাড়া কি-ই বা করতে পারে। গ্রামের একটা দিক বুলডোজার দিয়ে সমান করা হলো, সৈনিকদের অপর একটা দল এসে আগুন ধরিয়ে দিল ধ্বংসস্তূপে। জেলেরা যারা পালাবার চেষ্টা করল, খুব কমই, কুকুরের মত গুলি করে মারা হলো তাদের।

শুরু হতে না হতে শেষ হয়ে গেল ব্যাপারটা। সব মিলিয়ে মাত্র পঁয়ত্রিশ মিনিট লাগল। জেলেদের নিয়ে ফিরতি পথে রওনা হয়ে গেল আর্মি কনভয়।

'ভাগ্য ভাল যে ফিল্ম শেষ হয়নি, সবটুকু বন্দী করা গেছে ক্যামেরায়,' বলল সোফিয়া। 'রানা, ক্যাপটেন সোল!'

সোফিয়ার দৃষ্টি অনুসরণ করে রানা দেখল, পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে আসছে ক্যাপটেন, এখনও আধ মাইল দূরে সে।

'এটা ডিনামাইট, সোফিয়া,' বলল রানা। 'কারও জানা চলবে না ছবি তুলেছি আমরা।' পাহাড়ের কিনারা থেকে পিছিয়ে এল ও, দেখাদেখি সোফিয়াও।

'না,' একমত হলো সোফিয়া।

'টেপটা আমাকে দাও,' বলল রানা। 'বলা যায় না, চেক করে দেখতে পারে ওরা তুমি ছবি তুলেছ কিনা।'

ক্যামেরা থেকে টেপটা খুলে রানার হাতে ধরিয়ে দিল সোফিয়া। জার্সির সঙ্গে জড়িয়ে ওর ব্যাগের ভেতর দিকে গুঁজে রাখল রানা ওটা। 'এবার চলো, শোল ব্যাটা দেখে ফেলার আগেই সরে যাই এখান থেকে।'

ভিডিও ইকুইপমেন্ট তুলে নিয়ে রানাকে অনুসরণ করল সোফিয়া। গ্রামের দিকে না নেমে নির্জন সৈকতের দিকে নামছে ওরা। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে অর্ধেক পথও নামেনি ওরা, ঢালের মাথায় ক্যাপটেন শোলকে দেখা গেল। চিৎকার করে ওদেরকে থামতে বলছে সে।

'আমরা ছবি তুলেছি কিনা জানে না,' বলল রানা। 'চিন্তায় প্যান্ট খারাপ করার অবস্থা হয়েছে ওর।'

দাঁড়িয়ে থাকল ওরা, হাঁপাতে হাঁপাতে নেমে এল ক্যাপটেন শোল। 'কোথায় ছিলেন আপনারা?' কর্কশকণ্ঠে জানতে চাইল সে।

'কাসিনো সাইট-এর ছবি তুলছিলাম। এখন যাচ্ছি নদীর মুখে হোটেল সাইট-এর ছবি তুলতে, জেলেদের গ্রামে...।'

'না-না, যথেষ্ট হয়েছে!' রানার বাহু আঁকড়ে ধরল ক্যাপটেন শোল। 'আর ছবি তোলার দরকার নেই। আজকের মত শেষ করুন।'

ঝাপটা দিয়ে হাতটা সরাল, তারপর কিছুক্ষণ তর্ক করল রানা। এক সময় কাঁধ ঝাঁকিয়ে মেনে নিল, অনুসরণ করল ক্যাপটেনকে। গানবোটে চড়ল ওরা। খোলা ব্রিজে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে জাহাজের ক্যাপটেনের সঙ্গে আলাপ করল

শোল। তীরের দিকে ক্যামেরা তাক করে ছবি তুলতে যাচ্ছে সোফিয়া, ছুটে এসে বাধা দিল সে। 'না, ছবি তুলবেন না। গ্রামের ছবি তুলবেন না!'

'কেন?' জানতে চাইল সোফিয়া। 'দাবাগ্নির ছবি তুলতে অসুবিধে কি?'

'না! হ্যাঁ! দাবাগ্নিই। কিন্তু এটা ক্লাসিফায়েড ম্যাটার।' সোফিয়ার হাত থেকে ক্যামেরাটা কেড়ে নিল সে।

'আ টপ সিক্রেট বুশ ফায়ার?' হেসে উঠল রানা।

সন্ধের দিকে জেটিতে ভিড়ল গানবোট। ভিডিও ক্যামেরা ও অ্যালুমিনিয়াম কেস, যেটায় ভেতর টেপ থাকে, দুটোই থাকল ক্যাপটেন শোলের দখলে। তার সঙ্গে তর্ক করল সোফিয়া, হুমকি দিয়ে বলল প্রেসিডেন্ট সাফারিকে রিপোর্ট করবে সে, তবে কোন কাজ হলো না। গেস্টরুমে খালি হাতেই ফিরতে হলো তাকে।

পরদিন সকালে গেস্টরুমে এল ক্যাপটেন শোল। ক্ষমা চাইল সে, ফিরিয়ে দিল ইকুইপমেন্টগুলো। সে চলে যাবার পর রানা বলল, 'আমার ব্যাগটা সার্চ করার কথা ভুলে গেছে ওরা। তবে এখানে ওটা নিরাপদ নয়, সোফিয়া।'

'কি করবে বলে ভাবছ?'

'চলো ব্রিটিশ অ্যামব্যাসিতে রেখে আসি ওটা।'

'তুমি যাও, আমার এনগেজমেন্ট আছে।'

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকার পর রানা বলল, 'সম্ভবত তোমার নতুন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছ, তাই না? সাবধান, সোফিয়া। ভদ্রলোককে তুমি যা ভাবছ উনি তা নন।'

'সাফারি একজন সম্মানী মানুষ,' ফোঁস করে উঠল সোফিয়া। 'ওই সামরিক অভিযান সম্পর্কে তিনি কিছু জানেন বলে আমি বিশ্বাস করি না।'

'তুমি যা খুশি বিশ্বাস করতে পারো, তবে টেপটার কথা কাউকে বোলো না। এমনকি স্যার ট্যাফোর্ডকেও না।'

স্থির পাথর হয়ে গেল সোফিয়া। সমস্ত রক্ত এক নিমেষে নেমে গেছে মুখ থেকে। 'কি বলতে চাইছ তুমি?'

'নাইরোবি থেকে তুমি তাঁর বাড়িতে ফোন করেছিলে, আমি জানি, সোফিয়া। আমার ওপর চোখ রাখার জন্যে কত টাকা পাচ্ছ তুমি?'

উত্তরের অপেক্ষা না করে গেস্ট হাউস থেকে বেরিয়ে এল রানা। টেপটা আগেই বুশ জ্যাকেটের পকেটে ভরে নিয়েছে, যাচ্ছে ব্রিটিশ এমব্যাসীতে।

প্রেসিডেন্ট সাফারির ব্যক্তিগত বডিগার্ডরা পাহারা দিচ্ছে ব্রিটিশ দূতাবাস। নিজের অফিস থেকে বেরিয়ে এসে রানাকে অভ্যর্থনা জানাল মাইকেল ডাফ।

'মর্নিং, স্যার মিকি।'

'নটি বয়। কাল রাতে নোরার সঙ্গে ফোনে কথা হলো, সবকিছুর আগে প্রথমেই জিজ্ঞেস করল তুমি কেমন আছ!'

'আসছে কবে?'

'আমার শ্বাশুড়ি অসুস্থ, কাজেই আসতে আরও কয়েক হপ্তা সময় নেবে ও।' রানাকে নিয়ে নিজের অফিস কামরায় ঢুকল মাইকেল ডাফ, ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল দরজা। 'তোমার জন্যে খবর আছে হে। চীনা ভদ্রলোক পৌঁছে গেছেন

স্টার-এর এক্সিকিউটিভ জেট আজ সকালে ল্যাণ্ড করেছে। সঙ্গে সঙ্গে স্টার-এর হেডকোয়ার্টার, লেক হাউসে চলে গেছেন তিনি–সিণ্ডিকেট-এর হেড হিসেবে দায়িত্ব বুঝে নেয়ার জন্যে। শুক্রবার রাতে তাঁর সম্মানে পার্টি দিচ্ছে প্রেসিডেন্ট সাফারি।

'ভদ্রলোককে আবার দেখার জন্যে উত্তেজিত হয়ে আছি আমি,' বলল রানা। 'তোমার সময় নষ্ট করব না। কথাটা বলেই বেলি। তোমার ব্যক্তিগত সেফে আমার একটা টেপ রাখতে পারবে?'

'বেশি কথা না বলে কি দেবে দাও।' সীল করা এনভেলাপটা রানার কাছ থেকে নিয়ে স্ট্রংরুমে ভরে রাখল মাইকেল ডাফ।

দশ

সাইরেন বাজিয়ে মোটরসাইকেল এসকর্ট ঢুকে পড়ল প্রেসিডেন্ট ভবনে। পিছনে রয়েছে কালো একটা মার্সিডিজ। লেক হাউস থেকে সম্মানিত মেহমানকে আনার জন্যে স্বয়ং প্রেসিডেন্ট পাঠিয়েছিলেন ওটাকে। গাড়ি থেকে লাল গালিচায় নামলেন চণ্ডমণ্ড গড। সামরিক অফিসাররা পথ দেখিয়ে চওড়া বারান্দায় নিয়ে এল তাঁকে, যত্ন করে বসাল একটা আর্মচেয়ারে। কামরা থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর সামনের চেয়ারটায় বসলেন প্রেসিডেন্ট সাফারি।

'আমি চেয়েছি, আমাদের প্রথম সাক্ষাৎটা অনানুষ্ঠানিক হবে,' বললেন তিনি। 'সেজন্যেই আমার মিসট্রেসদের কাউকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন না, মি. গড।'

'অফকোর্স, ইওর এক্সেলেন্সী।' অরেঞ্জ জুস-এর গ্লাসে ছোট একটা চুমুক দিলেন চণ্ডমণ্ড গড। 'আপনার সঙ্গে নিভৃতে কথা বলার সুযোগ পেয়ে নিজেকে আমি ধন্য মনে করছি।'

'স্যার ট্যাফোর্ড আপনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন আমার কাছে। তিনি এমন একজন মানুষ, যাঁর কথায় গুরুত্ব দিই আমি।'

পরবর্তী প্রায় দশ মিনিট প্রশংসা ও পাল্টা প্রশংসা চলল, তারপর পকেট থেকে মোটা একটা এনভেলাপ বের করে প্রেসিডেন্টের দিকে বাড়িয়ে দিলেন চণ্ডমণ্ড গড। 'আমার বাবা এবং আমি চাই, মি. প্রেসিডেন্ট, আপনি জানুন যে আপনার দেশের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি অটল থাকবে। আমি আশা করব, এটা আপনি বন্ধুত্বের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করবেন।'

সিমন সাফারি জানেন, এনভেলাপটায় দ্বিতীয় কিস্তির টাকা রয়েছে। প্রথম কিস্তি দেয়া হয়েছে প্রায় দশ মাস আগে। মোট কত টাকা দেয়া হবে সেটা কঠিন দর কষাকষির মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। ব্যবসা হাত করার জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা কম ছিল না, তবে স্টার ও রেড ড্রাগন সিণ্ডিকেট হাতিয়ে নিয়েছে কাজগুলো। স্যার ট্যাফোর্ড-এর প্রভাব এক্ষেত্রে কাজ করেছে জাদুর মত।

এনভেলাপ খুলে দুটো ডকুমেন্ট বের করলেন প্রেসিডেন্ট। একটা হলো

সুইটজারল্যাণ্ডের এক ব্যাংকে জমা দেয়া টাকার রসিদ। দশ মিলিয়ন ইউএস ডলার, দ্বিতীয় কিস্তির টাকা। অপরটা হলো ট্রান্সফার ডকুমেন্ট। রেড ড্রাগন সিণ্ডিকেটের শতকরা ত্রিশ ভাগ শেয়ার এখন সিমন সাফারির নামে। সিণ্ডিকেটের আনুষ্ঠানিক নাম রাখা হয়েছে 'দা উবোমো ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন'।

কাগজগুলো আবার ভরে এনভেলাপটা স্পোর্টস শার্টের পকেটে রেখে দিলেন প্রেসিডেন্ট। বললেন, 'কাজ কিন্তু খুব ঢিমে তালে এগোচ্ছে, মি. গঙ। আশা করি আপনি আসার পর পরিস্থিতি বদলাবে।'

'আমার ফিল্ড ম্যানেজার হপ্তাখানেক আগে কাহালি পৌঁছেছে,' বললেন চঙমঙ গঙ। 'কাজ যে এগোচ্ছে না, সে রিপোর্ট তার কাছ থেকে পেয়েছি আমি। এর জন্যে দায়ী মি. ডানকান, স্টার থেকে পাঠানো ফিল্ড ম্যানেজার। তাকে লণ্ডনে ফেরত পাঠানো হয়েছে। দায়িত্ব এখন আমার ফিল্ড ম্যানেজারের ওপর। এবার দেখবেন কাজ কেমন এগোয়। তবে, তার রিপোর্ট থেকে জানলাম, সমস্যা হলো লেবার। কথা ছিল, ত্রিশ হাজার শ্রমিক দেয়া হবে। কিন্তু এ-পর্যন্ত পেয়েছি মাত্র দশ হাজার।'

'আগামী মাসের শুরুতে পাবেন ওদের,' কথা দিলেন প্রেসিডেন্ট। 'আর্মিকে নির্দেশ দিয়েছি, রাজনৈতিক বন্দী আর উহালি ভবঘুরেদের ধরে সাইটে নিয়ে যেতে হবে।'

চঙমঙ গঙ হাসলেন। 'আমার ফিল্ড ম্যানেজার জানিয়েছেন, উহালিরা শ্রমিক হিসেবে খুব ভাল। খেতে না দিলেও কিছু বলে না।'

সিমন সাফারিও হাসলেন। 'ওরা হিটাদের মত তিনবেলা খেয়ে অভ্যস্ত নয়। উহালিরা নিকৃষ্ট উপজাতি, বেঁচে থাকার উপকরণ ব্যবহার করতে শেখেনি এখনও, কাজেই খুব কম মজুরি দিলেই চলে।'

'ঠিক এরকম লোকই দরকার আমাদের।'

'এবার ছায়া ঢাকা সৈকত হলিডে কমপ্লেক্স প্রসঙ্গ। মি. ডানকানকে লণ্ডনে পাঠিয়ে দেয়ার পরদিনই এলাকাটা খালি করা হয়েছে। জেলেদের একটা গ্রাম, দুষ্কৃতকারীরা আস্তানা গেড়েছিল। চারশো লোককে ধরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে জঙ্গলে—আপনার লেবারদের সঙ্গে যোগ দেবে তারা।'

'ধন্যবাদ, মি. প্রেসিডেন্ট,' হাতঘড়ি দেখলেন চঙমঙ গঙ। 'আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম, এবার আমাকে উঠতে দিন, মি. প্রেসিডেন্ট।'

'উঠবেন কি! আপনি আমার সঙ্গে লাঞ্চ খাবেন, মি. গঙ। লাঞ্চে আরেকজন মেহমান আছেন আমার, তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে আপনি খুশি হবেন বলেই আমার ধারণা। ভদ্রমহিলা একটা ফিল্ম টিমের সদস্যা। ওদেরকে ভাড়া করেছেন স্যার ট্যাফোর্ড।'

'হ্যাঁ, স্যার ট্যাফোর্ড বাবাকে বলেছেন বটে—উবোমোয় তিনি একটা ফিল্ম কোম্পানীকে দায়িত্ব দিয়েছেন। তবে তাঁর সঙ্গে আমি একমত নই। আমাদের অপারেশন সম্পর্কে দুনিয়ার মানুষের ভাল-মন্দ কিছু না জানাটাই নিরাপদ। প্রজেক্টটা বাতিল করে দেব আমি, ওদেরকে উবোমো ছেড়ে চলে যেতে বলব।'

'কিন্তু তা কি সম্ভব বা উচিত হবে?' পরবর্তী দশ মিনিট যুক্তি দিয়ে চঙমঙ

গণ্ডকে বোঝানো হলো, ফিল্ম ইউনিটটাকে উবোমোয় কাজ করতে দিলে কি লাভ।

তারপর ক্যাপটেন শোল প্রেসিডেন্ট ভবনে পৌঁছে দিয়ে গেল সোফিয়া ক্যারলকে। তাকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন প্রেসিডেন্ট। চণ্ডমণ্ড গণ্ডও সম্মান দেখিয়ে দাঁড়ালেন। প্রেসিডেন্ট লক্ষ করলেন, সোফিয়ার দিক থেকে ভদ্রলোক চোখ সরাতে পারছেন না। ব্যাপারটা সোফিয়াও লক্ষ করল।

পরিচয় পর্ব শেষ হতে প্রেসিডেন্ট বললেন, 'মি. চণ্ডমণ্ড গণ্ড উবোমো ডেভলপমেন্ট করপোরেশন-এর চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার, টেকনিক্যালি তোমার বস্, সোফিয়া।'

গা দুলিয়ে হেসে উঠল সোফিয়া। 'ভেরি গুড, মি. প্রেসিডেন্ট।' চণ্ডমণ্ড গণ্ডের দিকে তাকাল সে। 'হাই, বস্! আমার প্রথম রিপোর্ট, ছবি তোলার কাজ চমৎকার এগোচ্ছে। রাজধানী কাহালি আর লেকের ওপর কাজ করছি আমরা। নতুন হোটেল আর ক্যাসিনো সাইট-এর ছবি তোলার কাজ আগেই শেষ করেছি···।'

'এরপর কোথায় যাবেন আপনারা?' জানতে চাইলেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, এমনভাবে তাকিয়ে আছেন যেন সোফিয়ার স্তনযুগল তাকে জাদু করেছে।

'এরপর যাব ফরেস্টে। এলাকাটার নাম শেঙ্গি শেঙ্গি-শেঙ্গি শেঙ্গি ঠিক আছে, মি. প্রেসিডেন্ট?'

'ঠিক আছে, মাই ডিয়ার মিস সোফিয়া।'

'আপনারাও চলুন না, স্যার! প্লীজ!' ছোট্ট মেয়ের মত আবদার শুরু করল সোফিয়া। 'আপনারা গেলে, স্যার, ব্যাপারটা সাংঘাতিক গুরুত্ব পাবে।'

'আমি খুব ব্যস্ত একজন মানুষ, মিস সোফিয়া,' বললেন প্রেসিডেন্ট।

'চিন্তা করে দেখুন, মি. প্রেসিডেন্ট,' জেদ ধরল সোফিয়া। 'আপনার ব্যক্তিগত ইমেজ ও উবোমো, দুটোর জন্যে ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ। দেশের লোক জানবে, সব কাজ আপনি নিজে তদারক করছেন। তাছাড়া, এত সুন্দর চেহারা আপনার, টিভিতে আপনার আসা দরকার।'

প্রশংসায় গলে গেলেন সিয়ন সাফারি। 'ঠিক আছে, এত করে যখন বলছেন, ভেবে দেখব···।'

'আপনি হেলিকপ্টার নিয়ে শেঙ্গি শেঙ্গিতে নামবেন, মি. প্রেসিডেন্ট। মাত্র আধবেলার ব্যাপার, তার বেশি লাগবে না-অবশ্যি আপনি যদি দু'একদিন ওখানে থেকে যেতে চান তাহলে আলাদা কথা। আগেই বলে রাখি, আমার তাতে কোন আপত্তি থাকবে না।'

চণ্ডমণ্ড গণ্ড ও প্রেসিডেন্ট সাফারি পরস্পরের দিকে একবার তাকালেন।

কাহালি থেকে রওনা হলো রানা ও সোফিয়া, সঙ্গে বরাবরের মত ক্যাপটেন শোল। দূরত্ব দুশো মাইলের সামান্য বেশি হলেও পৌঁছুতে দু'দিন লেগে গেল ওদের। ছবি তোলার জন্যে পথে অনেক জায়গায় থামতে হলো। হিটা উপজাতিদের গ্রাম দেখলেই ল্যাণ্ডরোভার থামাবার নির্দেশ দিল ক্যাপটেন শোল। রানা অনুরোধ করল উহালিদেরও ছবি তোলা হোক, কিন্তু ওর কথায় কান দিল না সে। দ্বিতীয়বার অনুরোধ করতে ব্যাখ্যা দিল, 'যা কিছু সুন্দর ও মার্জিত, তাই

একটা দেশ ও জাতির প্রতিনিধিত্ব করে। হিটারা সুন্দর, তাদের আত্মমর্যাদাবোধ আছে, কাজেই ওদের ছবি আপনাকে তুলতেই হবে। কিন্তু উহালিরা এখনও অনেক পিছিয়ে, আর পিগমিদের তো এখনও বন্য প্রাণী হিসেবে গণ্য করা হয়। ওদের ছবি দেখলে দুনিয়ার লোকের কাছে আমাদের মুখ থাকবে না।'

হিটারা যে সুন্দর তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিশেষ করে তরুণ ও তরুণীরা। সোফিয়া দারুণ উৎসাহের সঙ্গে ওদের ছবি তুলল।

মেইন রোডে উঠে এল ওরা। উল্টোদিক থেকে অসংখ্য ট্রাক আর লগিং ট্রেইলর আসছে। বারোটা বেজে গেছে রাস্তার, লালচে মিহি ধুলোয় আশপাশের এলাকা ঢাকা পড়ে আছে সারাক্ষণ। অবশ্য মেরামতের কাজও চলছে। শ্রমিকরা সবাই উহালি উপজাতির লোক।

দ্বিতীয় দিন ফেরি পেরোলো ওরা, পৌঁছে গেল বিশাল বনভূমির কিনারায়। বৃক্ষ সারির দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ দেখে এমন কি সোফিয়াও স্তম্ভিত হয়ে গেল। 'ওগুলো যেন খুঁটি, আকাশটাকে ঠেক দিয়ে রেখেছে,' বনভূমির দিকে ক্যামেরা তাক করে বলল সে।

মেইন হাইওয়ে ধরে ছুটল ল্যাণ্ডরোভার, রাস্তার দু'পাশে এক মাইল খোলা ঘাসজমি। পঞ্চাশ মাইল এগোবার পর নতুন রাস্তায় পড়ল গাড়ি, বনভূমি কেটে সদ্য তৈরি করা হয়েছে। বনভূমির যত ভেতরে ঢুকল ওরা, দেখল রাস্তার দু'পাশে ক্রমশ সরে এসেছে গাছের সারি, তারপর এক সময় দু'পাশের শাখা-প্রশাখা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হলো, গাড়ি ছুটল সবুজ টানেলের ভেতর দিয়ে।

উল্টোদিক থেকে এখনও ট্রাক ও ট্রেইলর বহর আসছে। রাস্তা মেরামতের কাজও চলছে পুরোদমে। এদিকটায় শ্রমিকদের সংখ্যা অনেক বেশি।

'কারা ওরা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কয়েদী,' ক্যাপটেন সোলের গলায় তাচ্ছিল্যের সুর। 'বসিয়ে বসিয়ে খাওয়ানোর চেয়ে সমাজের কাজে লাগাচ্ছি আমরা ওদেরকে।'

'এত ছোট একটা দেশে এত বেশি কয়েদী?' রানা বিস্মিত। 'উঁহোমোয় তাহলে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি ভাল নয়।'

'উহালিরা চোর, ডাকাত, লম্পট আর খুনী,' ঘৃণায় হিসহিস করে উঠল শোল। 'এই এলাকাটাই অভিশপ্ত। বাস করে শুধু বাঁদর আর তাদের আত্মীয়স্বজন—বামবুটি পিগমিরা।' শব্দ করে থুথু ফেলল সে।

'আমরা কি পিগমিদের দেখতে পাব?' আগ্রহ দেখাল সোফিয়া।

'পোষ মানা কিছু দেখতে পাবেন রাস্তায় কাজ করছে। ওদের বউ-ঝিদেরও দেখতে পাবেন, ট্রাক ড্রাইভারদের দেহদান করছে। তবে বুনোগুলো জঙ্গলের অধিবাসী, কেউ তাদেরকে দেখতে পায় না।' শিউরে ওঠল হিটা ক্যাপটেন। 'এই জায়গাটাকে আমি ঘৃণা করি। সমস্ত গাছ কেটে বিক্রি করে দেয়া হবে, তারপর ফাঁকা জায়গায় ঘাস গজানো হবে, যাতে গরু-মোষের সংখ্যা বাড়ে।'

'কিন্তু গাছ কেটে ফেললে তো বৃষ্টি হবে না, আর বৃষ্টি না হলে শুকিয়ে যাবে নদী ও লেক। প্রকৃতির সমস্ত জিনিস একে অপরের ওপর নির্ভর করে। আপনি

যদি একটাকে নষ্ট করেন, আসলে সবগুলোকে নষ্ট করা হবে সেটা।'

'আরে রাখেন আপনার লেকচার। উহালিদের জঙ্গল কেটে সাফ করলে বৃষ্টি হবে না, এ একটা বিশ্বাসযোগ্য কথা হলো?'

অবশেষে ওরা শেঙ্গি শেঙ্গিতে পৌঁছুল। ঘনভূমির মাঝখানে একটা বসতি গড়ে উঠেছে। বড় গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে এখনও, তবে ছোট গাছ আর ঝোপঝাড় কেটে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। শ্রমিকদের জন্যে আলাদা বোচাণা, পাশেই মোশন-ওঅর্কশপ। আরেক পাশে প্রশাসনিক ভবন। মেইন অফিস বিল্ডিঙের সামনে ল্যাণ্ডরোভার থামল। ধাপ বেয়ে বারান্দায় উঠল ওরা। শোল বলল, 'আসুন, ইউডিসি-র ফিল্ড ম্যানেজারের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই।'

'ইউডিসি মানে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'উবোমো ডেভলপমেন্ট করপোরেশন,' বলল ক্যাপটেন, তারপর আরও কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল। ওরা রিসেপশনে ঢুকতেই ফিল্ড-ম্যানেজারের সেক্রেটারি মেয়েটা টাইপরাইটার থেকে মুখ তুলে তাকাল।

বিশ-বাইশ বছরের হিটা তরুণী, সম্ভবত কাহালি টেকনিক্যাল কলেজ থেকে সদ্য পাস করে বেরিয়েছে। পশ্চিমা সংস্কৃতি ভর করে আছে হিটা যুবসম্প্রদায়কে, এই মেয়েটিও তার ব্যতিক্রম নয়। জিনসের প্যান্ট আর হাফ-শার্ট পরে আছে সে। 'আপনারা নিশ্চয় ছবির লোকজন,' সোয়াহিলি ভাষায় বলল সে। 'আমরা আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছি।'

'পৌঁছুতে দেরি করে ফেলেছি আমরা...,' শুরু করেও থেমে গেল ক্যাপটেন। ভেতর দিকের একটা দরজা খুলে বেরিয়ে এল ফিল্ড-ম্যানেজার, উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে চেহারা।

'শেঙ্গি শেঙ্গিতে স্বাগতম,' বলল সে, এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। 'আপনাদের না গতকাল পৌঁছুনোর কথা?'

রানার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্যাপটেন শোল, সে তার ছ'ফুটের ওপর দেহ নিয়ে ফিল্ড ম্যানেজারের কাছ থেকে আড়াল করে রেখেছে রানাকে। এতক্ষণে একপাশে সরে দাঁড়াল সে, ফিল্ড ম্যানেজার আর রানা এবার সামনাসামনি হলো।

দাড়িঅলা শিখ এমনভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল যেন কাঁচের দেয়ালে বাড়ি খেয়েছে। 'মি. চাখার সিং,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা। 'আবার আপনাকে দেখব বলে আশা করিনি। দারুণ খুশি লাগছে আমার।'

'আপনারা পরস্পরকে চেনেন?' জানতে চাইল ক্যাপটেন শোল। 'বাহ্, ভারি মজা তো!'

'আমরা পুরানো বন্ধু,' জবাব দিল রানা। 'বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আমাদের দু'জনেরই আগ্রহ আছে, এই যেমন হাতি আর চিতা।' মুখে হাসি, চাখার সিং-এর দিকে হাত বাড়াল ও। 'আপনি আছেন কেমন, মি. চাখার? শেষবার যখন দেখা হলো আমাদের, আপনি একটা দুর্ঘটনায় ভুগছিলেন, তাই না?'

সাদা হয়ে গেছে চাখার সিং-এর চেহারা, তবে অনেক কষ্টে হলেও বিস্ময়ের

ধাক্কাটা সামলে নিয়েছে সে। মুহূর্তের জন্যে চোখ দুটো দপ করে জ্বলে উঠল তার, রানার মনে হলো লোকটা ঝাঁপিয়ে পড়বে। পরমুহূর্তে রানার হাতটা গ্রহণ করল সে, চেষ্টা করল হাসতে—দেখে মনে হলো একটা পশু দাঁতে দাঁত ঘষছে।

হাত বাড়াল সে, তবে বাম হাতটা। তার ডান দিকের আস্তিন খালি, ভাঁজ করে ওপরে তোলা হয়েছে, তারপর আটকানো হয়েছে পিন দিয়ে। তার দাড়ি এখনও আগের মত লম্বা, মোচড় খাইয়ে তোলা হয়েছে পাগড়ির দিকে। পাগড়িটাও আগের মত ধবধবে সাদা।

'সত্যি, দারুণ খুশির ব্যাপারই বটে, মি. মাসুদ রানা, আবার আপনার সঙ্গে আমার দেখা হলো,' বলল চাখার সিং। 'সদয় সহানুভূতি জানাবার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। দ্রুত সেরে উঠেছি আমি, শুধু একটা বাহু হারাতে হয়েছে। তবে এর জন্যে যে দায়ী তার কাছ থেকে পুরো ক্ষতিপূরণ আদায় করব আমি।'

রানার হাতটা ধরেই ছেড়ে দিল সে, সোফিয়া আর ক্যাপটেনের দিকে ফিরল। ওদের সঙ্গে কথা বলার পর আবার রানার দিকে তাকাল সে, এখন আর হাসছে না। 'আপনি তাহলে আমাদের সবাইকে ফিল্মস্টার বানিয়ে ছাড়বেন, তাই না, মি. রানা? বেশ, বেশ।'

বিস্ময়ের ধাক্কা শিখ লোকটাকে যেমন লেগেছে, তেমনি রানাকেও লেগেছে। মাইকেল ডাফ ওকে বলেছিল বটে যে চিতার আক্রমণ থেকে বেঁচে গেছে চাখার সিং, তবে সেটা কয়েক মাস আগের কথা। তাছাড়া, উবোমোয় তাকে দেখতে পাবে বলে আশা করেনি ও, শেষ বার যেখানে দেখা হয়েছিল সেখান থেকে হাজার মাইল দূরে। তবে একটু চিন্তা করতেই বুঝল রানা, আসলে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকা উচিত ছিল ওর। কারণ ওর জানা আছে চণ্ডমণ্ড গণ্ড আর চাখার সিং পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। উবোমোয় যদি দায়িত্ব পালন করতে আসেন চণ্ডমণ্ড গণ্ড, সহকারী হিসেবে চাখার সিংকে তো তিনি আনতে চাইবেনই। চাখার সিংকেই তাঁর সবচেয়ে বেশি দরকার হবে উবোমোয়। বিভিন্ন দেশে এজেন্ট আছে শিখ লোকটার, নির্ঘাৎ উবোমোয়ও আছে। গোটা সেন্ট্রাল আফ্রিকার মাস্টার পোচার সে, জানে কাকে ঘুষ দিলে কাজ হবে, কাকে ভয় দেখালে।

চাখার সিং চণ্ডমণ্ড গণ্ডের ছায়া হিসেবে থাকবে, এটা ভাবা উচিত ছিল ওর। বোঝা উচিত ছিল, লোকটা প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করবে। লোকটার চোখ দেখার দরকার নেই, ব্যাপারটা দিবালোকের মতই পরিষ্কার যে গুরুতর বিপদের মধ্যে পড়ে গেছে ও।

শেঙ্গি শেঙ্গি থেকে কেটে পড়ার একটাই রাস্তা, বনভূমির মাঝখান দিয়ে চলে গেছে। ওই রাস্তার প্রতিটি মাইল নিয়ন্ত্রণ করে কোম্পানী গার্ড ও অসংখ্য মিলিটারি রোড-ব্লক।

চাখার সিং ওকে খুন করার চেষ্টা করবে। এর কমে সন্তুষ্ট হবে না সে। নিজের কথা ভাবল রানা—ওর কাছে কোন অস্ত্র নেই, কারও কাছ থেকে কোন সাহায্য পাবারও সম্ভাবনা নেই। গোটা মাঠ নিয়ন্ত্রণ করছে চাখার সিং, যে-কোন জায়গায় যখন খুশি আঘাত করবে সে।

রানার দিকে পিছন ফিরে সোফিয়া ও ক্যাপটেনের সঙ্গে কথা বলছে চাখার সিং। 'একটু পরই সন্ধে হয়ে যাবে, কাজেই আজ আর আপনাদের নিয়ে বেরুচ্ছি না আমি। তাছাড়া, আপনাদের জন্যে সুখবর আছে। কাহালি প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে এই মাত্র একটা ফ্যাক্স পেয়েছি—মহামান্য প্রেসিডেন্ট আসছেন শেঙ্গি শেঙ্গিতে, তাঁর সফর সঙ্গী হিসেবে আসছেন ইউডিসি-র এক্সিকিউটিভ অফিসার মি. চেডমন্ড গড।

***